# ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ**


গবেষক

**জি. এম. তারিকুল ইসলাম**

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০
জুলাই, ২০১০

পরীক্ষার রোল নং - ০৩
এম. ফিল. নিবন্ধন নং - ২৩২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. রওশন আরা
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, *ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা* শীর্ষক বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব গবেষণা প্রসূত। আমি এই গবেষণা কর্মটি ইতিপূর্বে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য পেশ করিনি। এটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য পেশ করলাম।

T. Islam 29/9/10

(জি. এম. তারিকুল ইসলাম)
এম. ফিল. গবেষক
নিবন্ধন নং- ২৩২
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449557
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

জনাব জি. এম. তারিকুল ইসলাম (প্রভাষক, দর্শন, সামাজিকবিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর - ১৭০৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত *ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে ও নির্দেশনা অনুযায়ী লিখিত।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি তথ্যবহুল, বিশ্লেষণাত্মক, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে উল্লেখিত শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য মানসম্পন্ন বলে আমি মনে করি। আমি এর চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি। এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে আমি গবেষণা কর্মটি পরীক্ষকদের বিবেচনার্থে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

29/8/20

(ড. রওশন আরা)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. রওশন আরার নিকট আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর পরামর্শ এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমার পক্ষে এই অভিসন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান, অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ ও অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন। আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. প্রোগ্রামটি দুই বছর মেয়াদী। প্রথম বর্ষে কোর্স ওয়ার্ক এবং দ্বিতীয় বর্ষে অভিসন্দর্ভ রচনা করতে হয়। নিয়মানুযায়ী প্রথম বর্ষে বিভাগীয় পাঠসূচি অধ্যয়ন করতে হয়। প্রথম বর্ষে বিভাগের বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ যত্নসহকারে পড়িয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম, ড. এম. মতিউর রহমান , ড. সাজাহান মিয়া. এবং ড. এ কে এম সালাহউদ্দিন। তাঁরা প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় প্রদান করে জটিল বিষয়গুলো সযত্নে আমাকে বুঝিয়েছেন। যার ফলে আমি প্রথম বর্ষে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান সন্দর্ভ রচনার করার সুযোগ পেয়েছি। একই সঙ্গে তাঁরা আমার গবেষণা কর্মের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ও শিক্ষক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন যা আমার কাজের গতিকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছে। আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

এম ফিল কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং আমার বর্তমান কর্মস্থল বাংাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, দেব স্মৃতি পাঠাগার, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে।

পরিশেষে, লেখার কাজে সহযোগিতা করার জন্য জান্নাতুন ফেরদৌস এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সযত্নে কম্পোজ করার জন্য রুকাইয়া খাতুন রুমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রারম্ভিক বক্তব্য

মানুষের জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক গভীর এবং ঐতিহাসিক। দর্শন চিন্তার শুরু থেকেই নৈতিকতার সমস্যাটি গুরুত্ব পেতে থাকে। চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে মর্যাদাবোধ, অস্তিত্ব, ভালোমন্দের বিচার, স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, সুখ-দুঃখ, উপকারবোধ ইত্যাদি গুণাগুণ মানুষকে তাড়িত করেছে। তাই সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষের মধ্যে যখন তাঁর মর্যাদাবোধ, অস্তিত্ব, মহানুভবতা, পরোপকারিতা, পৃথিবীতে তার করণীয়, জীবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়েছে তখন থেকে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে। 'মানুষ' শব্দটি যখন প্রয়োগ করা হয় তখন এই 'মানুষ' শব্দটি কতগুলো মহৎগুণকে ধারণ করে। যেমন: সততা, ন্যায়পরতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, পরোপকারিতা, মহানুভবতা, আদর্শবোধ, প্রভৃতি গুণগুলো 'মানুষ' শব্দটির মধ্যে নিহিত। আর মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে অবশ্যই নীতিবোধের অর্থাৎ নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। নৈতিকতার প্রয়োগ এবং অনুশলীন দ্বারা মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে যুগ পরিক্রমায় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার উদ্ভব ঘটেছে।

নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত দৃষ্টিকে নির্মাণ করে থাকে। আর এর পেছনে রয়েছে মানুষের স্বাধীনতা, নান্দনিকতা, আদর্শবোধ, মূল্যবোধ, মানবতাবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি। নৈতিকতা মানুষকে একদিকে যেমন শিক্ষা দেয় সার্বিক সত্য, আদর্শ, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়ী, পরার্থপরতা, সহনশীলতা, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, অন্যদিকে তেমনি বিলোপ সাধন করে যুদ্ধ, সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, শত্রুতাসহ বিভিন্ন পাশবিক বৃত্তিগুলির। তাই বলা যায় সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবন, সমাজ ও বিশ্বের জন্য নৈতিকতার কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি জীবনের স্বীয় কামনা-বাসনা, স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্ষমতা, মোহ বিভিন্ন প্রকার খারাপ প্রবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নৈতিকতার অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা সর্বাগ্রে স্থান করে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় নৈতিকতার উপযোগিতা সর্বাধিক। বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থ, সম্পদে, যেভাবে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে, মানুষের আত্মিক উন্নতি সেভাবে হয়নি। বৈশ্বিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষের আত্মিক উন্নতি না ঘটলে এই বিশ্বে শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। তাই মানুষের এই আত্মিক উন্নতি বা বিকাশের জন্য প্রয়োজন ভারতীয় নৈতিকতার। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা মানবাত্মার আত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ভারতীয় দর্শনের জীবনবাদী নৈতিকতা বর্তমান বিশ্বে প্রয়োজন সমধিক।

*ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা* অভিসন্দর্ভটি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনে কাজে লাগবে। গবেষণা কাজেও অভিসন্দর্ভটি কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস রাখি। বর্তমান কালের সমাজ ব্যাবস্থায় চারিদিকে যেন নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে শূণ্যতা বিরাজ করছে, বেড়ে চলেছে নৈতিক অবক্ষয়। তাই বিভিন্ন প্রকার মিডিয়ায় বর্তমান অভিসন্দর্ভের ধারণাগুলো বিবেচনা করে প্রচারনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তুলে ধরা যাবে সাধারণ মানের বক্তব্য থেকে দার্শনিক দৃষ্টিপ্রসূত নীতি-নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনা ও পাথক্য। ফলে নৈতিকতার মৌলিক বিষয়গুলি সমাজে প্রসার লাভ করবে, উপকৃত হবে দেশ, জাতি, সমাজ ও বিশ্ব।

প্রশ্ন হচ্ছে *ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা* বিষয়টি গবেষণার জন্য কেন নির্ধারিত হলো? বর্তমান অশান্ত বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে নৈতিকতা অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর শ্লোগান হতে পারে, 'সর্বস্তরে শান্তি চাই,' নৈতিকতায় ফিরে যাই।' আর *ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা* বর্তমানকালের যুগ প্রেক্ষাপটে রাখতে পারে কার্যকরী

Dhaka University Institutional Repository

ও ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাছাড়া এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন ধরনের সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ মৌলিক কোন গবেষণা কাজ হয়নি। এ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভ। *ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোট ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রারম্ভিক বক্তব্যে অভিসন্দর্ভ রচনার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'নৈতিকতা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা', শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে বিশ্বজীবনের যে সঙ্কট সেখানে নৈতিকতার ভূমিকা, নৈতিকতার উৎস, নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সফিস্ট, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, সিনিক গোষ্ঠী, স্টোয়িকগোষ্ঠী, মিল, কান্ট, রাসেল, ম্যুর, মার্কসীয় নৈতিকতা, মুসলিম দর্শনে নৈতিকতা, চীনা নৈতিকতা, জাপানি নৈতিকতা, ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা, নৈতিকতার সংজ্ঞা ও উপযোগিতা প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারণা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, 'ভারতীয় দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে নৈতিকতা', শীর্ষক অধ্যায়ে ভারতীয় দর্শন কি, ভারতীয় দর্শনের বিস্তারিত পরিসরে নৈতিকতার মধ্যে কর্মবাদ, উৎপত্তিগত অর্থে কর্ম, সকাম কর্ম, নিস্কাম কর্ম, জন্মান্তরবাদ, বিভিন্ন প্রকার পুরুষার্থ: ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পরম পুরুষার্থ লাভের বিভিন্ন মার্গ: কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতি বিষয় সহজ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ভারতীয় আস্তিক দর্শনে নৈতিকতা', শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় বলতে কি বুঝায়, ভারতীয় দর্শনে আস্তিক নৈতিকতা হিসেবে সাংখ্য দর্শনে নৈতিকতার ধারণা, এবং তিন প্রকার দুঃখ-আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ, যোগ দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এবং যোগদর্শনে নৈতিকতার সূত্রের ত্রিতাপ- পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, চিত্তভূমির ক্ষিপ্তভূমি, মূঢ়ভূমি, বিক্ষিপ্তভূমি, নিরুদ্ধভূমি, অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যান ও সমাধি, ন্যায় দর্শনে নৈতিকতার ধারণা, বৈশেষিক দর্শনে নৈতিকতার ধারণা, মীমাংসা দর্শনে নৈতিকতার ধারণা, বেদান্ত দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এবং নৈতিকতা প্রসঙ্গে শঙ্কর ও রামানুজের মত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চর্তুথ অধ্যায়, 'ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা', শীর্ষক অধ্যায়ে নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা বলতে কি বুঝায়, নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় হিসেবে চার্বাক দর্শনে নৈতিকতার ধারণা, জৈন দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এবং জৈন নৈতিকতার ত্রিরত্ন-সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন, সম্যক চরিত্র, পঞ্চমহাব্রতের অংশ হিসেবে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিকতার ধারণা এবং চারটি আর্যসত্য-জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে, এছাড়া অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথ - সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, নির্বাণ এবং সর্বশেষে পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

'ভারতীয় নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ', শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৈতিকতা কী, উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির সাথে পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনার অভ্যন্তরে মীমাংসা নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, চার্বাক নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, জৈন নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বৌদ্ধ নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়াও ভারতীয় সমকালীন চিন্তাবিদ বঙ্কিম চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ চিন্তাবিদের সাথে পাশ্চাত্য নৈতিকতার একটি বিশ্লেষণধর্মী তুলনামূলক সমীক্ষা দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায় উপসংহারে সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে ভোগবাদী, বস্তুবাদী মনমানসিকতা পরিহার করে কামনা-বাসনা, স্বার্থপরতা,

Dhaka University Institutional Repository

পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, হিংসা, শত্রুতা, প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। মানুষ নিজেকে গড়ে তুলবে 'মানুষ' হিসেবে। আর তখন মানুষের মাঝে দেখা দেবে ঐক্য, সমঝোতা, সম্প্রতি, শান্তি, প্রেম, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা, শ্রদ্ধাবোধ, আদর্শবোধ ও ভালবাসা। অর্থাৎ উপসংহারে অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস,লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে সাধারণ ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণামুলক এবং সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নৈতিকতার উদ্ভব, বিকাশ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ ভারতীয় আস্তিক এবং নাস্তিক, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে মূখ্য ও গৌণ গ্রন্থ অধ্যয়নের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর নির্যাস বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার পরিধি কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শেষে তথ্য নিদের্শ দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# শব্দ সংক্ষেপ/ABBRIVIATIONS

| | | |
|---|---|---|
| খ্রি. | : | খ্রিষ্টাব্দ |
| পূ. | : | পূর্ব |
| বাএ | : | বাংলা একাডেমী |
| লি | : | লিমিটেড |
| খ. | : | খন্ড |
| পৃ. | : | পৃষ্ঠা |
| সম্পা. | : | সম্পাদিত |
| অনূ | : | অনূদিত |
| অনু. | : | অনুবাদ |

| | | |
|---|---|---|
| Ed. | : | Edition / Edited |
| Tr. | : | Translated |
| P. | : | Page |
| PP | : | Pages |
| Vol. | : | Volume |

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|
| ঘোষণা পত্র | I |
| প্রত্যয়ন পত্র | II |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার | III |
| প্রারম্ভিক বক্তব্য | IV-VIII |
| শব্দ সংক্ষেপ/ABBRIVIATIONS | IX |
| **প্রথম অধ্যায়** | |
| নৈতিকতা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা | ১-৫৭ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| ভারতীয় দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে নৈতিকতা | ৫৮-৮০ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| ভারতীয় আস্তিক দর্শনে নৈতিকতা | ৮১-১১২ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা | ১১৩-১৪২ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | |
| ভারতীয় নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ | ১৪৩-১৫৭ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | |
| উপসংহার : সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা | ১৫৮-১৬৯ |
| **গ্রন্থপঞ্জি** | ১৭০-১৭৬ |

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

## নৈতিকতা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা

**ভূমিকা :**

বর্তমান পৃথিবীতে আজ যে ব্যাপক সমস্যা ও ভয়াবহ গভীর সংকট চলছে তা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরতা, মানবতা তথা দর্শনের কাছে সমাধান খুঁজতে হবে। গভীর সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত বর্তমান বিশ্ব। আর এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সমগ্র মানবজাতি তথা বিশ্ববাসীকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে নৈতিকতা, আদর্শ বা মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে। নৈতিকতার মূল বাণী শাশ্বত ও সর্বজনীন বলে আমরা জানি। পৃথিবীতে এখনও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নৈতিকতার সর্বজনীন আবেদন লক্ষ করা যায়। সামাজিক মূল্যবোধের তারতম্য বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম থাকলেও 'সত্য কথা বলা উচিত', 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করো', 'মানুষের কল্যাণ কামনা করো' ইত্যাদি নৈতিক বাণী সব সমাজের, সর্বকালের জন্য একই অর্থ বহন করে থাকে। নৈতিকতার পরিপূর্ণতা, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন সমাজের মধ্যেই ঘটে থাকে, কেননা নৈতিকতা মানব আচরণের ভালত্ব বা মন্দত্ব নির্ণয় করে থাকে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ধারণা থেকে নৈতিক দায়িত্ব বোধের উৎসারণ হয়ে থাকে।

**নৈতিকতার সংজ্ঞা :**

দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের মতো নৈতিকতার ক্ষেত্রেও একক বা সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। নৈতিকতার স্বরূপ বা সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। নৈতিক জীবন বলতে মানুষের এমন এক ধরনের জীবনকে বুঝায় যা মানুষের সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। নিম্নে নৈতিকতা কী, কাকে বলে এবং এর কিছু সংজ্ঞা দেখানো হলো:

*Encyclopaedia Britannica* -তে নীতিদর্শন বা নৈতিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> Ethics, also called moral Philosophy, the discipline concerned with what is morally good and bad, right and wrong. The term is also applied to any system or theory of moral values or principles. [১]

Dhaka University Institutional Repository

W.K. Frankena তাঁর *Ethics* গ্রন্থেও নৈতিকতা সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলেন, " Ethics is a branch of philosophy; it is moral philosophy or philosophical thinking about morality moral problem, and moral judgment." [২]

Wiliam Lillie তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে বলেন,

We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies-a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad or in some similar way. [৩]

John S. Mackenzie তাঁর *A Manual of Ethics* গ্রন্থে বলেন,

> Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct. It is the general theory of Conduct and considers the actions of human beings wih reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to evil. [৪]

Paul W. Taylor নৈতিকতা সম্পর্কে বলেন, " The term 'Morality' is here used as a general name for moral judgments, standards and rules of conduct." [৫]

Manuel G. Velasquez নৈতিকতা সম্পর্কে বলেন, "We Can define morality as the standards that an individual or a group has about what is right or wrong or good and evil." ৬

দার্শনিক হেগেলের মতে নৈতিকতা কী সে সর্ম্পকে Alfred Weber বলেন,

> Morality is the legality of the heart, the law which is identified with the will of the individual. In the moral sphere the code becomes moral law, conscience, the idea of the good. Morality inquires not only into the act as

Dhaka University Institutional Repository

such, but into the spirit which dictates it. . . . Morality aims higher: it subordinates the useful to the good.

Morality is realized in a number of institutions, which aim to unite the individual wills in the common service of the idea. [৭]

এছাড়াও নৈতিকতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা থেকে কয়েকটি উলেখ করা হলো:

> সমাজে মানুষের আচার-আচরণ সর্ম্পকে তার অনুমোদন কিংবা অননুমোদনকে সাধারণত: ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সঠিক-বেঠিক, সৎ-অসৎ, মূল্যবান-মূল্যহীন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে প্রকাশ করে থাকে। এসব শব্দাবলী এবং তাদের সংযোগে গঠিত বা বা অবধারণের মাধ্যমে মানুষের যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটে তাকে এক কথায় বলা তার মূল্যবোধ; আর মানুষের এ মূল্যবোধেরই আরেক নাম হচ্ছে নৈতিকতা। [৮]

> . . . , নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হল নীতিবোধ। নীতিবোধ মানুষের একটি অন্তর শক্তি (বুদ্ধি ও তেমনি একটি শক্তি)। সেই শক্তির উৎস হল সত্য সুন্দর ও শুভের প্রতি অনুরাগ এবং মিথ্যা অসুন্দর আর অশুভের প্রতি বিরাগ। . . . নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ কোন-না-কোন নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকেই বোঝায়, নৈতিক আদর্শ হল নৈতিক মূল্যবোধের নির্দিষ্ট একটি কাঠামো, যা নৈতিক জীবনের পথ- নির্দেশক কতকগুলো মূল্যের তালিকা দেয় ও সেই মূল্যকে বাস্তবায়নের পথে দিশারী পদ্ধতি বা উপায় দিয়ে দেয়। [৯]

নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নিয়ম- কানুনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ:

> নৈতিকতা যেহেতু ব্যক্তি যে সংস্কৃতির বাহক সে সংস্কৃতির অঙ্গ, তাই ব্যক্তির অজান্তেই তা ব্যক্তির কার্য-কলাপে প্রতিফলিত হয়। নৈতিক বোধ অসচেতনভাবেই ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তির আচরণে
>
> প্রকাশ পায়। ব্যক্তির মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ব্যক্তির সংস্কৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয়, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জগতও সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে ওঠে। আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সে সমাজের বিশেষ সংস্কৃতি দিয়ে ব্যক্তির মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো যে ব্যক্তি খুব সর্তকতার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা-ভাবনা দিয়ে করে তা নয়, ব্যক্তির মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ঘটে কিন্তু অভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে। ব্যক্তির নৈতিকতা তার সংস্কৃতিরই ফসল। নৈতিক বোধ আইন মান্য করতে শেখায়। [১০]

দার্শনিক হবস ( ১৯৫৫-১৯৭৯) নৈতিকতা সম্পর্কে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে ঐশী ইচ্ছা প্রকৃতির কোন ভূমিকা নেই। ব্যক্তি মানুষ নিজেই তার ভাল-মন্দ নির্ধারণ করে থাকে তার নৈতিক জ্ঞানের মাধ্যমে। নৈতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক।

স্পিনোজার (১৬৩২- ১৬৭৭) মতে নৈতিক নিয়মগুলো অনুসৃত হয় অধিবিদ্যক সূত্র থেকে। আর কার্যকারণ সম্পর্কের সাথে জড়িত থাকে নৈতিক ক্রিয়ার ভাল-মন্দের বিষয়টি।

হিউম (১৭১১-১৭৭৬) নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুভূতি এবং ভাব প্রবণতার উপর জোর দিয়েছেন।

কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) মনে করেন, মানুষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে কাজ করবে তাই তার জীবনের নৈতিক আদর্শ। [১১]

উপরের সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নৈতিকতা নৈতিক আদর্শ, আচরণ, মানদন্ড ও বিচার সংক্রান্ত প্রত্যয়কে নির্দেশ করে থাকে। তবে নৈতিকতার স্বরূপ বা সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করলেও তাদের বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। উলেখিত সংজ্ঞাসমূহের মূল তাৎপর্য হল মানব কল্যাণ। মানুষ যাতে সুখী, সুন্দর জীবনের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্যই নৈতিকতা। মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান এবং ভাল-মন্দ বিচারের মধ্যে দিয়ে মানব সভ্যতা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে সেটাই নৈতিকতার মহান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা।

**নৈতিকতার উপযোগিতা :**

বর্তমান পৃথিবীতে আজ যে ব্যাপক সমস্যা ও ভয়াভহ গভীর সংকট চলছে তা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে নৈতিকতা, মানবতা তথা দর্শনের কাছে সমাধান খুঁজতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গভীর সংকটাপন্ন বর্তমান বিশ্বকে এ থেকে উত্তরণের জন্য সমগ্র মানবজাতি তথা বিশ্ববাসীকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে নৈতিকতা মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে।

নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> নৈতিকতা নামের যে মূল্যবোধ, তাও জীবনেরই অঙ্গ, এবং জীবন যাপনের প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত।তা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, এবং তা অন্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন, সেহেতু নৈতিকতার মূল্যবোধও সমাজে-সমাজে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে ভিন্ন হয়ে যায়। [১২]

সামাজিক প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে W. K. Frankena বলেন,

> . . . , morality is sometimes defined as an instrument of society as a whole, as if an individual, family, or social class cannot have a morality or moral action-guide of its own that is different from that of its society. [১৩]

সামাজিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে হেগেল বলেন,

> ..., জীবনে এমন একটি আঙ্গিক একত্ব যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সব বিরোধ সমন্বিত হয়ে যায়। একত্ব, বৈচিত্র্য, বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি সবই এক উচ্চতর সত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানস্বরূপ, এবং এ উচ্চতর সত্তার সঙ্গেই পরিণামে এদের সমন্বয় ঘটে। ভালো সমাজ বলতে সেই সমাজকেই বোঝায় যে-সমাজ স্বাধীন ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত এবং যেখানে ব্যক্তি দেশের রীতি-নীতি ও আইন-অনুশাসন মেনে চলে। এ ধরনের সমাজে ব্যক্তি তার বিবেককে সার্বিক প্রজ্ঞার প্রতিফলন এবং নৈতিকতার উৎস বলে মনে করে। [১৪]

নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রখ্যাত জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ Hans Kung বলেন,

> নৈতিকতা ছাড়া, সবারই জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় নৈতিক নিয়ম ভিন্ন, সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী আদর্শ ব্যতীত, বিশ্বের দেশসমূহ এমন একটা সংকটের মধ্যে পতিত হবে যার পরিণতি হলো জাতীয় বিপর্যয়, অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিপত্তি, সামাজিক বিভাজন এবং রাজনৈতিক দুর্যোগ। ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র কখনো মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করতে পারবে না। ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেও নৈতিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সার্ত্রে মনেকরেন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাধে রয়েছে এক মহা দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব হলো মানুষ যখন কোন কিছু নির্বাচন করে থাকে তখন সে তা শুধু নিজের জন্য নির্বাচন করে না, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য সে নির্বাচন করে। এখানে এ দায়িত্ব বোধের বিষয়টি নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ নৈতিকতা থেকে আসে মানুষের দায়িত্ববোধ। আর তাইতো সার্ত্রে যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, মানুষ পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধন করতে পারে। বিশ্বমানবতার কল্যাণ বা অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে সার্ত্রে নৈতিক আদর্শের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সার্ত্রের মতে, " ব্যক্তি যে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করে, তা কেবল ব্যক্তির জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য।" [১৬]

**উপসংহার :**

পরিশেষে বলা যায় একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিকতার। নীতি-নৈতিকতা ছাড়া মানব সভ্যতার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সভ্যতার ভিত্তিমূলে যদি থাকে শক্ত নৈতিক অবস্থান তাহলে সেই সভ্যতার বিকাশ, অবস্থান এবং টিকে থাকা নিশ্চিত হয়। নীতি-নৈতিকতার চর্চা ব্যতীত কোন সভ্যতা, সমাজ, পরিবার ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না। নীতি-নৈতিকতা বর্জিত জীবন পশুর জীবনের সাথে তুল্য। তাই প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিকতার অনুশীলন। আর নৈতিকতার অনুশীলন মানবজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং বিশ্ব জীবনকে দিতে পাওে কলর পথ ও পৃথিবীর ঠিকানা। তাই নৈতিকতা, নৈতিক নিয়ম বা আদর্শের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সর্বকালে থাকবে, তাই এর মূল্য ও তাৎপর্য অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

**নৈতিকতার উৎস :**

নৈতিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করলে দেখা যায় দর্শনের ইতিহাস যেমন সুপ্রাচীন তেমনি নৈতিকতার ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। নীতি-দর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সক্রেটিস পূর্ব -গ্রীক দর্শন থেকে নৈতিক চিন্তাধারার, নিয়মাবলী, ন্যায়-নীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। আর সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যায় প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম নিয়ম-কানুন, প্রথা বা রীতিনীতির বিশেষ চর্চা বা ভূমিকা ছিল। আর ধীরে ধীরে এই নিয়ম কানুন, প্রথা বা রীতিনীতি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং নৈতিকতা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই নৈতিকতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, ". . . নৈতিকতা একটি স্বঃশাসিত ধারণা এবং কোনো রকম ধর্ম-বিশ্বাস ছাড়াই সুন্দরভাবে ও যথার্থভাবে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব। নৈতিকতা যে স্বঃশাসিত (autonomous) তা আধুনিক যুগে কান্টই প্রথম উপলব্ধি করেন সত্যি, কিন্তু তার বহুপূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত বছর আগে গৌতমবুদ্ধই সর্বপ্রথম এ ধারণাটির প্রবর্তক।" [১৭]

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গেলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের নৈতিক ধ্যান - ধারণাগুলি প্রাচীন সমাজ- ব্যবস্থার আচার- আচরণ, প্রথা এবং রীতি নীতি থেকে সূচিত হয়েছে, তবে ঐ সমাজের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীর প্রাধান্য বেশী ছিল বলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাওয়া- পাওয়া, পছন্দ -অপছন্দের বিষয়টি নৈতিকতার ক্ষেত্রে মূখ্য বলে গণ্য হয়নি। কাজেই তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে উচিত,অনুচিত,ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নে বিবেকের রায় গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। প্রথাগত পর্যায়ে এসব সমস্যার কারণে প্রয়োজন দেখা দেয় বিবেকধর্মী নৈতিকতার।আর যখন প্রথাগত বা রীতিনীতির পর্যায় অতিক্রম করে নৈতিকতা বিচার বিশ্লেষণধর্মী বা বিবেকধর্মী পর্যায়ে এসে পৌছায় তখন নৈতিকতার ব্যাপক অগ্রগতি ও প্রভূত বিকাশ সাধিত হয়। মানব সভ্যতার শুভসূচনা থেকে নৈতিকতার ধারণা আজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়- অন্যায়, পাপ -পূণ্য, সুন্দর-কুৎসিত , শুভ-অশুভ ইত্যাদি ধারণার মধ্যে থেকে মানুষ সুন্দর , শুভ, কল্যাণ এবং মঙ্গলকে কামনা করেছে প্রতিটি সমাজে। খ্যাতনামা *নীতিদার্শনিক* অধ্যাপক জি.ই.ম্যুর তাই বলেছেন: আমাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তাই হল আমাদের নীতিবোধ এবং

Dhaka University Institutional Repository

শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হল আমাদের নৈতিকতা। আর সমাজস্থল নৈতিকতার লালনক্ষেত্র, কেননা শুভ নামক নৈতিকতার মূল ধারণাটি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা একান্তই কাম্য। নৈতিকতা সময় এবং কালের সৃষ্টি। নৈতিকতার সর্বজনীন আবেদন থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষ সমাজ এবং সংস্কৃতিতে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়," . . . নৈতিকতা বিশেষ সময়ের বিশেষ সংস্কৃতি থেকে সে সময় ও সে সংস্কৃতির প্রয়োজনে উদ্ভূত; কোনো কোনো নৈতিক মূল্যবোধ সর্বজনীন ও আপাতদৃষ্টিতে সর্বকালীন হলেও প্রকৃতপক্ষে সর্বকালীন নয় : . ."[১৮]

নৈতিকতা বা নৈতিক ধারণার উদ্ভবের ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগও বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়,

> মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই নৈতিকতার জন্ম হয়েছে। মানুষ যদি শুধুই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হত অথবা শুধুই আবেগ দ্বারা তাড়িত হত তাহলে তার ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই উঠত না। [১৯]

**নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণার ঐতিহাসিক পেক্ষাপট :**

নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা কোন নতুন বিষয় নয়। বিশ্ব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সেই প্রাচীনকাল থেকে দর্শন , সাহিত্য , ধর্ম , গ্রীক মিথলজি, নাটক, উপখ্যান বিভিন্ন বিষয়ে নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এখন আমি দর্শনের আলোকে নৈতিকতার ইতিহাস উৎস, সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে উপাস্থাপনের চেষ্টা করবো।

নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা ঠিক কবে কোথায় শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা প্রথম নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ দেখতে পাই সোফিস্টদের চিন্তায়। প্রোটাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৪৮১– ৪১১) এবং জর্জিয়াস (খৃঃ পূঃ ৪৮৩ –৩৭৫) এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টলের চিন্তাতেও আমরা নৈতিকতা সর্ম্পকিত আলোচনার প্রাধান্য লক্ষ করি। তবে নীতিদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সোফিস্ট, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এর আলোচনার পূর্বে গ্রীক দার্শনিক

Dhaka University Institutional Repository

হিরাক্লিটাস (খ্রি পূ: ৫৩৫– ৪৭৫) এবং ডেমোক্রিটাসের (খ্রি: পূ: আনুমানিক ৪৬০– ৩৭০) অবদান ও লক্ষ করা যায়।হিরাক্লিটাসের নৈতিক চিন্তা সর্ম্পকে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন,

> হিরাক্লিটাসের নৈতিক ধারণা ছিল এক ধরনের গর্বিত কৃচ্ছ্রসাধনের নৈতিক ধারণা। তাঁর এই নৈতিক ধারণার সাথে নিটশের নৈতিক ধারণার খুবই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনি আত্মাকে আগুন ও পানির সংমিশ্রণ হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে, আগুন হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর এবং পানি হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর। যে আত্মার মধ্যে অধিক পরিমাণ আগুন রয়েছে তাকে তিনি 'শুষ্ক' আত্মাই নামে অভিহিত করেন। 'শুষ্ক আত্মাই সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সর্বোত্তম।' 'আর্দ্রতার পরিণত হওয়া আত্মার জন্য আনন্দদায়ক'। [২০]

হিরোক্লিটাসের নৈতিক বাণী- "তোমার আত্মাকে শুষ্ক রাখ"। বা "শুষ্ক আত্মা উত্তম"। ডেমোক্রিটাসের নৈতিক শিক্ষা- "সুখ নীতিশিক্ষার মূলসূত্র"। তাঁদের এসব নীতিবাক্য তৎকালীন চিন্তাচেতনায় বেশ প্রভাব ফেলেছিল।

সক্রেটিসের (খ্রি: পূ: ৪৭০-৩৯৯) দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল মানুষ। তৎকালীন গ্রীক সমাজের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি কথা ও কাজের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়নিষ্ঠ এবং অবিচল। প্লেটোর *সংলাপ* এবং জেনোফনের *মেমোরাবিলিয়া* গ্রন্থ থেকে সক্রেটিসের নীতিদর্শন সম্পর্কে জানা যায়। সক্রেটিসের মুখ্য আলোচনা ও অনুসন্ধান ছিল মূলত মানব জীবনের ধর্ম, নৈতিকতা, জ্ঞান, ন্যায়পরতা, সুবিচার, কর্তব্যবোধ, সংযম, সদগুণ প্রভৃতি সম্পর্কিত। সক্রেটিস তাঁর জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন সুশৃঙ্খল,সুন্দর সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে নীতি-নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়নতা, আদর্শবাদিতা, সদগুণ ইত্যাদি। আর এগুলোকে ব্যক্তির নিজের মধ্যেই লালন করতে হবে। তাঁর ভাষায়, "Know thyself. " সক্রেটিসের দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল মানবজাতির মধ্যে ন্যায়বোধ, নীতি-নৈতিকতার উন্নতি সাধন করা। আর একাজ যে শুধু নৈতিক উপদেশ প্রদান করে সম্ভব নয় তা তিনি ভালো করে বুঝেছিলেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই এথেন্সের রাস্তাঘাট, হাট বাজারে তিনি মানুষকে নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান করেছেন, গড়ে তুলেছেন মানুষের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। এদিক থেকে সক্রেটিসের নীতিদর্শনকে প্রায়োগিক বলে অভিহিত করা যায়। কারণ সোফিস্টদের শিক্ষাও ছিল মূলত নৈতিক প্রকৃতির।

Dhaka University Institutional Repository

সফিস্ট সম্প্রদায় এবং সক্রেটিস মনে করতেন যে ভালত্ব হচ্ছে জ্ঞান আর সেটা মানুষকে শোনানো সম্ভব। তবে ভালত্বের সংজ্ঞা অর্থাৎ "ভালত্ব" বলতে সক্রেটিস সোফিস্টদের সাথে একমত পোষণ করতেন না। সক্রেটিসের জীবন সাধনা ছিল জ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করা। তিনি সমাজকে শুভ, সত্য, কল্যাণ, ন্যায় ও মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন মানুষের মাঝে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে পারলে নৈতিকতার অর্থ সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। তিনি মনে করতেন সত্য-সুন্দর এবং কল্যাণময় জীবনের প্রতি আগ্রহী হওয়া মানে নৈতিকতার প্রতি আগ্রহী হওয়া। সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব একে অপরের পরিপূরক। সক্রেটিসের দর্শন আলোচনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই একটি অপরটির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। জীবন ঘনিষ্ট মানবতাবাদী এই দার্শনিক মনে করতেন জ্ঞান ছাড়া কোনোভাবে নৈতিক হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি মনে করতেন জ্ঞান ও নৈতিকতা অভিন্ন। এর মধ্যে তিনি পার্থক্য করেননি। বিশ্বতাত্ত্বিক দর্শন আলোচনায় তিনি তেমন আগ্রহ দেখাননি। তিনি দৈনন্দিন জীবনের শুভ্রতা, স্বচ্ছতা, সততার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, নৈতিক যুক্তিবোধ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি জীবন ঘনিষ্ট বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ মানব জীবনের ব্যাবহারিক বিষয়ের প্রতিই তাঁর ঝোক ছিল বেশি। তাই তাঁর নীতিদর্শন প্রায়োগিক বা ব্যাবহারিক নীতিদর্শন। জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ নান্দনিকতা ছাড়া মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করা যে সম্ভব নয় তা তিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি *মেমোরাবিলিয়া* - তে বলেন, "সত্য, সুন্দর, শুভময় জীবন প্রতিটি মানুষের কাম্য। এমন জীবন মানুষকে জ্ঞানই দিতে পারে, অজ্ঞানতা তা দিতে পারে না।" [২১]

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শতা, মানবতা ইত্যাদি ধারণা যে নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। সক্রেটিস তাঁর দর্শন তথা নীতিদর্শনে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাইতো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা তাঁর প্রখ্যাত উক্তি; 'know thyself'., 'knowledge is virtue' এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নীতিদর্শনের সারৎসার বা মূলকথা। তাই বলা যায়-" নৈতিক কাজ এমন যা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করে থাকে। এখানে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিষয় জড়িত। নৈতিক ধারণাসমূহ ব্যক্তি বিশেষের অন্তদৃষ্টির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।" [২২]

তিনি মনে করতেন মানুষের উত্তম জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নৈতিকতা। আর জীবনব্যাপী তিনি উত্তম জীবন তথা নৈতিক জীবনের প্রতিভূ অঙ্কন করে গেছেন। সক্রেটিসের নীতি দর্শন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ,

> . . . সক্রেটিসের নীতিদর্শন ছিল মানবিক চেতনায় শক্তিমান। সমকালীন কেন্দ্রিক জীবনদর্শনে অতিক্রম করেছিল তাঁর দর্শন। . . . . তিনি বিশ্লেষণী দর্শনের ও প্রায়োগিক নীতিদর্শনের একজন স্থপতি ছিলেন বলে দাবি করলে তা অত্যুক্তি হবে না। . . . . সক্রেটিস ছিলেন সৃজনধর্মী, মননশীল ব্যক্তিত্ব। সমাজের উপর তাঁর দর্শনের প্রভাব ও প্রক্রিয়া - দুটোই ছিল। . . . . সমাজবোধ তাঁকে আলোড়িত করেছিল বলেই তিনি নীতিদর্শনকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। [২২]

প্লেটোও (খি: পূ: ৪২৮– ৩৪৭ ) সক্রেটিসের মত মানব জীবনের নৈতিকতার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রিয় শিক্ষক সক্রেটিসের শিক্ষা দর্শন, ব্যক্তিত্ব, জীবন সাধনা দ্বারা প্লেটো যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ আট বছর তিনি সক্রেটিসের সান্নিধ্য থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। ন্যায় পরায়ণতা, সততা, কল্যাণ, মানবতা, আদর্শ, নৈতিকতা, সৌন্দর্য, শিষ্টাচার প্রভৃতি যে সকল শিক্ষা তিনি তাঁর শিক্ষক সক্রেটিস থেকে পেয়েছিলেন তা সক্রেটিসের মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবেশে প্রচার করতেন। প্লেটো অনুভব করেছিলেন যে সামাজিক এবং রাষ্টীয় জীবনের বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবক্ষয়, অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে হলে নৈতিকতার বিকল্প নেই। ন্যায়ের সার্বিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সংগীত, শরীরচর্চা, সৌন্দর্য চর্চা, নাটক, মহাকাব্য তথা সাহিত্যের প্রতি গুরুত্ব নির্দেশ করেন। তিনি বলতেন মানুষকে সৌন্দর্য চর্চা করতে হবে। কেননা সৌন্দর্যবোধের গভীরতা মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে সুপথে পরিচালিত করবে। আর ব্যক্তি যখন সুপথে পরিচালিত হবে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের উন্নতি সাধিত হবে। প্লেটো তাঁর দর্শনে শিক্ষা ব্যাবস্থার যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই নৈতিকতার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্লেটো তাঁর নীতিশাস্ত্রের আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেছিলেন সততা কি সে সম্পর্কিত মিথ্যা মতবাদ গুলি খন্ডন করার মাধ্যমে। প্লেটো নৈতিকতার অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে কোন বিষয় যখন সঠিক বলে মনে হয় তখন আমরা সে কাজটি সম্পন্ন করি। আর এরূপ কাজে সততা নিজেই তার অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ নৈতিক কাজের লক্ষ্য নৈতিকতার মধ্যে নিহিত। প্লেটোর চিন্ত াধারায় আমরা লক্ষ করি সকল নৈতিক কাজের লক্ষ্য ও সমাপ্তি সুখ। তিনি সব সময় মানবকল্যাণের চিন্তা করেছেন। তাই তো কারো অনিষ্ট করার, অকল্যাণ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি, এমন কি শত্রুর প্রতি তিনি উত্তম আচরণের নির্দেশ করেছেন।

প্লেটো নৈতিক বিষয়ের জ্ঞানকে আধিবিদ্যক জ্ঞান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ভাব বা ধারণার জগৎ হচ্ছে আসল জগৎ। আর আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে রয়েছে ভাব বা ধারণার জগৎ। ভাব বা ধারণাই হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বস্তুর মৌলিক সত্তা আর সমস্ত ধারণাসমূহের মধ্যে থেকে সবচেয়ে মৌলিক ধারণাই হলো কল্যাণ বা শুভের ধারণা। প্লেটো ধারণা বা প্রত্যয়ের সাহায্যে তৎকালীন গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন। প্লেটো বিশ্বাস করতেন মানব জাতির দুঃখ ও অধঃপতনের মূলে রয়েছে নৈতিক জ্ঞানের অভাব। তাই ব্যক্তিজগৎ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, অবক্ষয় এবং অধঃপতন রোধকল্পে নৈতিক জ্ঞানের বিকল্প নেই। কান্টের মত তিনিও ভাবতেন কোন কিছু পাওয়ার লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্য আমাদের ন্যায় বা ভাল কাজ করা উচিৎ নয়।

মোটকথা প্লেটো, ন্যায়শিক্ষা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, সৌন্দর্যবোধ, শরীর চর্চা, স্থাপত্য কলা, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে এক উন্নত নৈতিক জীবনের ছবি একেছেন যা সুখী-সমৃদ্ধশালী সুন্দর যৌক্তিক জীবন এবং পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য।

অ্যারিস্টটল (খি: পূ: ৩৮৫-৩২২) মানুষের নীতিনৈতিকতা সর্ম্পকে বেশ চিন্তিত ছিলেন। নীতিশাস্ত্রের উপর তিরি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'নিকোমেকিয়ান এথিকস'* (*Nicomachean Ethics*) গ্রন্থে তিনি তাঁর নৈতিকতা সর্ম্পকিত অভিমত তুলে ধরেছেন। তখনকার সমাজের প্রচলিত নৈতিক ধারণার সাথে অ্যারিস্টটলের নৈতিকতা সর্ম্পকিত চিন্তার বেশ মিল ছিল। অ্যারিস্টটল ভাবতেন যে কোন সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের পক্ষে নৈতিক সততা অর্জন করা সম্ভব। নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মানুষের কল্যাণ সাধন করা অর্থাৎ মানব জাতির সুন্দর কল্যাণকর জীবনের জন্য নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাঁর মতে, "যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর বা যে কাজে মানুষের উপকার সাধিত হয় সে কর্মই সৎকর্ম বা উচিত কর্ম। যে কর্ম মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় তা অনুচিত বা অসৎকর্ম।" [২৪] অ্যারিস্টটল তাঁর *নিকোমেকিয়ান এথিকস* গ্রন্থে সততার দুটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো বুদ্ধিগত সততা এবং অন্যটি হলো নৈতিক সততা। বুদ্ধিগত সততার জন্য মানুষ বিচার বুদ্ধির সাথে জীবন যাপন করে আর নৈতিক সততার ফলে মানুষ তার কামনা, বাসনা, আবেগ, সংবেদনকে বিচার বুদ্ধির সাথে পরিচালনা করে থাকে। অ্যারিস্টটল নৈতিকতার ক্ষেত্রে অভ্যাসের গুরুত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

অ্যারিস্টটল ইচ্ছার স্বাধীনতার সমার্থক ছিলেন। তিনি সক্রেটিসের নীতিবিদ্যা সম্পর্কীয় মতবাদের সমালোচনা করেছেন, কারণ সক্রেটিসের নীতিবিদ্যায় ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়নি।

অ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় "পরম কল্যাণের" স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেন পরম মঙ্গলের আসল স্বরূপের চরম উদ্দেশ্য হলো সুখ যা সকল মানুষ একান্তভাবে কামনা করে। অ্যারিস্টটলের নীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় মানব প্রকৃতির বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন নীতিধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে বুদ্ধি ও সংকল্পের সামঞ্জস্য। তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখতে মহানুভবতা, সাহস, সততা, মিতাচার,মহত্ত্ব, শিষ্টাচার, সামাজিকতা, আন্তরিকতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী নীতি ধর্মের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের মনন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি 'অভ্যাসের' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মধ্যে বড় ধরণের কোন তফাত দেখা যায় না। তাঁদের মধ্যে যে ভিন্নতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা শুধুমাত্র পদ্ধতিগত, লক্ষ্যগত নয়। মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড যখন সফল ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তখন তাঁর মূলে নিহিত থাকে নৈতিক উৎকর্ষতা। অ্যারিস্টটল মানুষের মহৎ জীবন বলতে বুঝিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞালোক দ্বারা চালিত নীতিগত ও মূল্যবোধযুক্ত জীবন। প্লেটো মনে করতেন মানুষের নৈতিক গুণাবলী সহজাত, কিন্তু এখানে অ্যারিস্টটল দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, নৈতিক গুণাবলী সহজাত নয়, অর্জনের বিষয়। এগুলো মানুষকে অর্জন করতে হয়। আর এই অর্জিত বিষয়গুলো মানুষের স্বভাব বা অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তন হতে পারে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন নৈতিক প্রগতির লক্ষ্য হলো উন্নত চরিত্রের অর্থাৎ চরিত্রবান মানুষ, সুখী, সুন্দর, সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল উপযোগবাদী দার্শনিকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। উপযোগবাদীরা যেখানে সুখকে নৈতিক মূল্যের ভিত্তি বলেছেন, অ্যারিস্টটল সেখানে বলেছেন সুখ হলো নৈতিক মূল্যের ফলশ্রুতি।

মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অ্যারিস্টটল দু'ধরনের পূণ্যের কথা বলেছেন বৌদ্ধিক পূণ্য ও নৈতিক পূণ্য। বৌদ্ধিক পূণ্যকে তিনি নৈতিক পূণ্যের উপর স্থান দিয়েছেন।উচ্চ স্তরের বৌদ্ধিক পূণ্য যথার্থ জীবন যাপনের স্বার্থক রূপায়ন।আর বৌদ্ধিক ও নৈতিক পূণ্যের সঠিক সমন্বয় ও সংযোগের ভিত্তি তৈরী করে মানব জীবনের সর্বোচ্চ সুখ বা পরম আনন্দ। তবে অ্যারিস্টটল নৈতিক পূণ্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল মনে করতেন মানুষ তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাল অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে শুভ ও কল্যাণময় জীবন যাপন করতে পারে। অ্যারিস্টটল তথ্য ও বাস্তবতার আলোকে প্রকৃত মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক দিক শক্তিশালী নিদর্শন লাভ করেছে এবং তাঁর নৈতিক মত মানবমুখী বলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। প্রকৃত নৈতিক সততাগুলি ক্ষুধা ও প্রবৃত্তি দমন করে মানুষকে বিচারমূলক সততার দিকে ধাবিত করে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল মানুষকে সদভ্যাস অনুশীলন করার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা সদভ্যাসের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে গড়ে তুলতে পারে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে। অ্যারিস্টটল ছিলেন বাস্তববাদী দার্শনিক তাই তিনি নৈতিক জীবনের মূর্ত দিক নিয়ে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণে বেশী আগ্রহী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

**সিনিক গোষ্ঠী :**

সিনিকদের মতে বিচার -বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত সুখ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তাঁদের মতে বিচার -বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত জীবন হবে আদর্শ জীবন। আর এই জীবনে কামনা বাসনার কোন স্থান থাকবে না।তাঁরা মানুষের জীববৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা বলেছেন। বিচার -বুদ্ধির আলোকে পরিচালিত সাদা-মাটা সুন্দর জীবন যাপনের মধ্যে নৈতিকতা নিহিত বলে তাঁরা মনে করেন। সিনিকরা মানুষের প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করে নির্জন ও স্বাধীন জীবন যাপনের উপর গুরুত্বরোপ করেছেন।সিনিকদের নৈতিকতা সর্ম্পকে W. T. Stace বলেন,

> Virtue, for the cynics, is alone good.Vice is the only evil. Nothing else in the world is either good or bad. Everything else is "indifferent." Property, pleasure, wealth, freedom, comfort, even life itself, are not to be regarded as goods. Poverty, misery, illness, slavery,and death itself, are not to be regarded as evils. It is no better to be a freeman than a slave, for if the slave virtue, he is in himself free, and a born ruler. [২৫]

আত্মোন্নতির মাধ্যমে মানব জীবনে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে সিনিকরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধিতা করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সব সময় সুনীতির প্রয়োগ এবং অনুশীলনের উপর জোর দিয়েছেন।

এপিকিউরিয়গণ এরিস্টিপাসের মতো নৈতিকতাকে সুখের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এপিকিউরিয়াস জীবনব্যাপী স্থায়ী সুখের কথা বলেছেন। এপিকিউরিয়গণ দৈহিক সুখের চেয়ে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সুখকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এপিকিউরিয়াস মানুষকে সহজ-সরল সাদামাঠা জীবন যাপন করতে উৎসাহ দিতেন। কারণ এপিকিউরাস সরলতা, উৎফুল্লতা, ধৈর্য, সংযমকে সুখ লাভের সর্বোত্তম উপায় বলে মনে করতেন। এপিকিউরাস সুখকেই পরম মঙ্গল মনে করলেও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের কথা তিনি বলেননি। তাঁর মতে মনের সুখই প্রকৃত সুখ। কেননা মানসিক সুখ স্থায়ী আর ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণস্থায়ী । এই সুখ দ্রুত উৎপন্ন হয় এবং দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এপিকিউরাসের মতে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ স্থায়ী সুখ কামনা করা। এরিস্টিপাস যেখানে ক্ষণিকের সুখ কামনার কথা বলেছেন এপিকিউরাস সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

সারাজীবনের স্থায়ী এবং তৃপ্তিদায়ক প্রকৃত সুখের চিত্র একেঁছেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দর জীবনের জন্য ইন্দ্রিয়জ সুখকে তিনি অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

**স্টোয়িকগণ :**

স্টোয়িকগণও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো স্টোয়িকগণও মনে করতেন নৈতিকতা হল প্রজ্ঞাসম্মত জীবন। স্টোয়িকদের কর্তব্যের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ক্ষুদ্র এবং সব ধরনের নিচু জিনিসের প্রতি তাঁদের আপোসহীন ঘৃণাবোধ ছিল। স্টোয়িকদের নৈতিকতা সর্ম্পকে Schwegler বলেন যে, " in an age of ruin they held fast by the moral idea." [২৬]

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল স্টোয়িকদের নৈতিক দর্শন। স্টোয়িকদের নৈতিকতার মূলে নিহিত ছিল মানুষের প্রাপ্য অধিকার যে অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা। স্টোয়িকরা এপিকিউরিয়দের প্রচারিত সুখবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। স্টোয়িকরা ধর্মীয় পূণ্যকর্মকে নৈতিক নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।স্টোয়িকরা ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে বিশ্বজনীন কল্যাণ সাধনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। আর এ লক্ষ্যে মানুষ যদি আত্মোৎসর্গ করে তবে সেটা হবে তার নৈতিক আদর্শ।

আরেকজন স্টোয়িক দার্শনিক সেনেকা তাঁর নীতি দর্শনের আলোচনাই মানুষের আচার-ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের আচার- ব্যবহারের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন নৈতিক দর্শনের কাজ বলে তিনি মনে করেন। তিনি মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ বিলাসপূর্ণ জীবনের কঠোর সমালোচনা করে মানসিক সুখের উপর জোর দিয়েছেন।

সেনেকা অন্যের ভুল-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজের সর্ম্পকে সচেতন হওয়ার জন্য মানব সমাজকে পরামর্শ দেন। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি অন্যের প্রতি ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা বলেছেন। স্টোয়িকদের নীতিদর্শনে ব্যক্তির চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার করার ক্ষমতা এবং আত্মার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তাঁরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিময়, প্রজ্ঞাময় জীবনের কথা বলেছেন।স্টোয়িকদের নৈতিকতা সম্পর্কে W. T. Stace বলেন,

> . . . definition of morality as the life according to reason is not a principle peculiar to the stoics. Both plato and Aristotle taught the same. In fact, as we have already seen, to found morality upon reason, and not upon the particular foibles, feelings, or intuitions, of the individual self, is the basis of every genuine ethic. [২৭]

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে মিল :**

উনিশ শতকের বৃটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) উপযোগবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর মিলের নৈতিক মতবাদই উপযোগাবাদ নামে পরিচিত। মূলত সুখবাদ থেকে এসেছে মিলের উপযোগবাদ। উপযোগবাদ অনুসারে সুখ হচ্ছে নৈতিকতার মানদন্ড। সুখবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন গ্রীসের এরিস্টিপাস এবং এপিকিউরাসের হাতে সুখবাদের প্রচলন ঘটে। এরিস্টিপাস স্থুল সুখবাদের এবং এপিকিউরাস মার্জিত সুখবাদের কথা বলেছেন। মিলের উপযোগাবাদে এপিকিউরাসের মতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মিলের মতে সুখবাদের সাথে উপযোগবাদের কোন পাথর্ক্য নেই। উপযোগবাদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মিল বলেন, "Utilitarianism is the doctrine that the greatest happiness of the greatest number should be the guiding principle of conduct."[২৮] উপযোগ নীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মিল আরও বলেন যে," *উপযোগিতা* বা *অধিকতম সুখ নীতিকে* নৈতিকতার ভিত্তি স্বরূপ যে মতবাদ গ্রহণ করে তা মনে করে যে কাজ ঐ পরিমাণে সঠিক হয় যে পরিমাণে তা সুখ বৃদ্ধি করে এবং অন্যায় হয় যে পরিমাণে তা সুখের বিপরীতটি ঘটায়"। [২৯]

মিল তাঁর উপযোগবাদের আলোচনায় নৈতিক অনুমোদনের কথা বলেছেন। বেনথাম যেখানে শুধু বাহ্যিক অনুমোদনের কথা বলেছেন। মিল সেখানে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অনুমোদনের কথা বলেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অনুমোদনে বাহ্যিক অনুমোদন বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে থাকে। আর অভ্যন্তরীণ অনুমোদন হলো মানুষের অন্তঃস্থিত বিষয়। বাহ্যিক অনুমোদন সর্ম্পকে মিল বলেন,

> আমাদের কর্তব্যের মানদন্ড যাই হোক -না -কেন, কর্তব্যের অন্তঃস্থ অনুমোদন হলো একটিই এবং একটি মাত্র বিষয়ই-সেটাহলো আমাদের মনের মধ্যকার একটি আবেগময় অনুভূতি: কর্তব্য কাজ করতে অপারগ হলে এক ধরনের অল্প- বিস্তর বেদনাদায়ক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, যে যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে চর্চা করা হলে আমাদের নৈতিক প্রকৃতি এমনভাবে জেগে ওঠে যে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঐ সকল কর্তব্য কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। [৩০]

মূলত বিবেকের বাণীই বা শাসনই হলো অভ্যন্তরীণ অনুমোদনের বিষয়বস্তু। আর এই বিবেকের শাসন ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে নৈতিক কাজ করতে বাধ্য করে।এই বিবেকের শাসনের ফলে মানুষ ইচ্ছা করলে অনৈতিক বা খারাপ কাজ করতে পারে না। আর মিলের উপযোগ নীতির পরম অনুমোদনের ফলে মিল মানবতার প্রতি আকৃষ্ট হন, কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার। মিলের মানবতাবাদী চিন্তা সর্ম্পকে বলা যায়, "মানবতাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণকে একসূত্রে গ্রথিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন; শুধু তাই নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ববোধ –এ বিষয়গুলোকেও উপযোগবাদে অন্তর্ভূক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।" [৩১]

মিলের উপযোগবাদ নীতি অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখই হবে মানুষের জীবনের নৈতিক আদর্শ। মিলের ভাষায়,

> Utility, or the greatest happiness principle holds that the actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to promote the reverse of happiness. [৩২]

মিল মনে করেন মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে সুখ কামনা করা এবং দুঃখকে পরিহার করা, কেননা সুখ মানুষকে আনন্দ দেয় আর দুঃখ নিয়ে আসে বেদনা। সুতরাং সুখই একমাত্র কামনার বস্তু এবং মানুষ তা সত্যি সত্যি কামনা করে থাকে। মিলের নিজের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

> The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it, the only proof that sound is audible is that people hear it, the sole evidence that anything is desirable is that people do actually desire it. [৩৩]

মিলের উপযোগবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ নয় সর্বসাধারণের সুখই মানব জীবনের নৈতিক লক্ষ্য বা আদর্শ। মানুষ আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক হলেও পরের কল্যাণ কামনা করা মানব জীবনের মহৎ নৈতিক আদর্শ বলে মিল মনে করেন। মিলের মতবাদের সাথে এখানে ফরাসী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। জ্যাঁ পল সার্ত্রের মতে মানুষ যখন নির্বাচন করে তখন সে মানুষ যখন নির্বাচন করে। মিল মনে করেন মানুষ যেহেতু মর্যাদা সম্পন্ন প্রাণী তাই সে নিম্নস্তরের সুখের চেয়ে উচ্চ স্তরের সুখকে প্রাধান্য দেয়। এ প্রসঙ্গে মিলের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied." [৩৪]

মিলের মন্তব্য থেকে বোঝায় যায় তিনি উন্নত ও উচ্চতরের সুখকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম লিলির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> If one of two pleasures is preferred by those who are competently acquainted with both we are justified in saying that this preferred pleasure is superior in quality to the other. ৩৫

সমাজ সংস্কারমূলক, মানব কল্যাণকর কাজের প্রতি বেশ আগ্রহী ছিলেন তিনি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতা থাকলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ আনায়ন করা সম্ভব হবে। *Portraits from Memory* গ্রন্থে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষ্যমতে,

> চিন্তা -ভাবনার মৌলকত্বের তুলনায় জে. এস. মিল বেশী অগ্রগতি সাধন করেন নৈতিক উন্নতি ও যথার্থভাবে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে। তিনি জোর দিয়ে আর ও বলেন যে, বর্তমান বিশ্ব অধিকতর শান্তিময় হতো যদি মিলের নৈতিক আর্দশের প্রতি মানুষের অধিকতর শ্রদ্ধাবোধ জাগতো। [৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছার স্বাধীনতার অধিকারী বলে তিনি মনে করতেন। মিলের মতে মানুষের কাজের উৎস তার কর্মকান্ডের জন্য দায়ী। প্রটিতি ব্যক্তি নিজেই তার নৈতিকতার উৎস বলে তিনি মনে করেন। কারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া, কামনা-বাসনাগুলি তার আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন কাজের ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন কাজ যেটুকু সুখ আনায়ন করবে সে কাজ ততটুকু ভাল, আর যে কাজ যতটুকু দুঃখ নিয়ে আসবে সে কাজ ততটুকু খারাপ বা মন্দ।অর্থাৎ মিল কোন কাজের ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে সুখকে নৈতিক মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত সুখের কথাই ভেবেছেন। সেজন্য তিনি পূর্বসূরী বেনথামের মতো বেশী সংখ্যক মানুষের জন্য বেশি পরিমাণ সুখ অনুসন্ধান করাকে মানুষের নৈতিক আদর্শ বলে মনে করেন। তবে বেনথাম যেখানে শুধু পরিমাণগত সুখের কথা বলেছেন মিল সেখানে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় সুখের কথা বলেছেন। আর মিলের গুনগত সুখ বিশ্লেষণ করলে উচ্চতর ও নিম্নতর সুখের বিষয়টি দেখা যায়। মিলের উপযোগবাদ সরাসরি সামাজিক সহানুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত যা কান্টের নীতিদর্শনে দেখা যায়না। তাছাড়া মিল তাঁর নীতি দর্শনে পরার্থপরতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মিলের উপযোগবাদী নীতি অনুযায়ী মানুষের কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ইচ্ছে সুখ আবার এই সুখই নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। মিলের উপযোগবাদ তথা নীতি দর্শনের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য আমাদের সার্বিক কল্যাণের তাগিদ দেয় । সুস্থ সামাজিক পরিবেশ, সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা, অপরের প্রতি ভালোবাসা, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মিলের নীতি দর্শন কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে কান্ট :**

নীতি দর্শনের ইতিহাসে যার নামটি সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তিনি হলেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তিনি করেছেন নীতিদর্শনের ইতিহাসে আর কেউ তাঁর সমকক্ষ আলোচনা করতে পারেন নি। কান্ট মানুষের আবেগ, অনুভূতির প্রাধান্যের চেয়ে বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্বরোপ করে মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কান্ট বিশুদ্ধ নৈতিকতার অনুসন্ধান করেছেন। আর এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানুষের বৌদ্ধিক জগৎ। কান্ট মনে করেন মানুষ অভিজ্ঞতার জগতে

Dhaka University Institutional Repository

সব সময় বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে না। কিন্তু বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের উচিত হল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া বা বুদ্ধির নির্দেশ অনুসরণ করে কাজ করা। আর এই বুদ্ধির নির্দেশ মেনে চলাই হলো নৈতিক বাধ্যবাধকতা। বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত মানুষ সব সময় যা ভাল তাই নির্বাচন করে।

জ্ঞানের জগতের ক্ষেত্রে কান্টের দর্শনের গুরুত্ব প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সম পর্যায়ের। আঠার শতকে আত্মসুখবাদের প্রবল প্রভাবে যখন আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র ইউরোপ তখন কান্টের নীতিদর্শন মানবতাবাদের প্রেক্ষিত গড়ে তুলতে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ এবং একুশ শতকেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কান্টের মতবাদ যথাযথ গুরুত্ব বজায় রেখেছে।

*Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals* (1785), *Critique of Practical Reason* (1788), *The Metaphysics of Morals* (1797), *Religion within the Limits of Reason Only* (1793) প্রভৃতি গ্রন্থে কান্ট নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তবে নীতিদর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals* গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উক্ত গ্রন্থে কান্ট নৈতিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। কান্ট চেয়েছেন নৈতিকতার একটা সর্বজনীন রূপ দিতে।কান্ট তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা তিনি মনে করেন মানুষের নৈতিকতার মূলে রয়েছে তার কাজের স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে তিনি মানুষের বাহ্যিক তাড়না এবং অভ্যন্তরীণ তাড়নার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়,

> বাহ্যিক কোন চাপের কারণে কোন নৈতিক কাজ করা যথার্থ নৈতিকতা নয়, বরং সে ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা প্রবলভাবে ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ (necessitation) চাপ বশতঃ যে কাজ করা হয়, সেটাই সত্যিকার নৈতিক স্বাধীনতার পরিচায়ক। এ কারণে তিনি আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার পরিমাণ অনুযায়ী মানুষকে নৈতিকভাবে স্বাধীন বলেছেন। [৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

কান্টের মতে জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের হবে রাষ্ট্রের সাংবিধনিক দায়িত্ব। আর রাষ্ট্রনীতির মূলে থাকতে হবে নৈতিকতা। অর্থাৎ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রব্যবস্থা। কান্ট মনে করেন প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ স্বার্থে যুদ্ধের পথ বর্জন করে শান্তির পথ বেছে নেয়া উচিত। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কান্ট শান্তির পথ অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। কান্টের নৈতিকতা বিষয়ক মতবাদ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে,

1. সদিচ্ছা (Good will)
2. কর্তব্যের জন্য কর্তব্য (Duty for duty sake)
3. শর্তহীন আদেশ (Categorical imperative)

এখন উল্লেখিত তিনটি মূলনীতি সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

## 1. সদিচ্ছা (Good will) :

কান্টের নীতিদর্শনে এই "সদিচ্ছা"ই হচ্ছে নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র, কেননা কান্টের নৈতিকতা সর্ম্পকিত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথমে গুরুত্ব পেয়েছে সদিচ্ছার ধারণাটি। ব্যাক্তিমন তাঁর প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, লোভ লালসার উর্ধ্বে উঠে নিজস্ব যুক্তিবোধ এবং কর্তব্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় তখনই তার ইচ্ছাবৃত্তিটিকে সদিচ্ছা বলে অভিহিত করা হয়। কান্ট সদিচ্ছাকে পবিত্র ইচ্ছা বলে অভিহিত করেছেন। কান্টের মতে,

> A good will is good not because of what it performs of effects, not by it's aptness for the attainment of some proposed end, but simply by virtue of the volition . . . .৩৮

মানুষের বহুবিধ বৃত্তি রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার ইচ্ছাবৃত্তি। আর শ্রদ্ধা এবং প্রজ্ঞাবোধ থেকে যে ইচ্ছাবৃত্তিটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে সদিচ্ছা বলে। এই সদিচ্ছা নিজগুণেই সৎ এবং তা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কান্টের মতে, " একমাত্র সৎ ইচ্ছা (Good will) ছাড়া পৃথিবীর অথবা পৃথিবীর বাইরের কোন কিছুকে বিনাশর্তে সৎ(ভাল) বলা যায় না।" ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সদিচ্ছা কোন প্রকার শর্তের জালে আবদ্ধ নয়, এটি অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কান্ট মনে করেন এমন কোন গুণ বা জিনিস নেই যা সদিচ্ছার সামনে বাধাঁ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কান্ট সদিচ্ছার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তি যখন উদ্দেশ্যর দ্বারা পরিচালিত হন তখন তার ইচ্ছা থাকে সৎ। সদিচ্ছার অন্তর্নিহিত মূল্যের কারণে সদিচ্ছাকে তিনি শর্তহীনভাবে ভাল বলেছেন। কান্টের ভাষায় -

> সৎ ইচ্ছা এর কর্ম বা ফলের জন্য বা কোন উদ্দেশ্য সম্পাদনে এর যোগ্যতার জন্য যে সৎ তা নয় , এ কেবল এর ইচ্ছাশক্তির (Volition) গুণে সৎ, অর্থাৎ এ নিজ গুণেই সৎ কোন প্রকার তুলনা করা ছাড়া,... যদি একমাত্র সৎ ইচ্ছা (নিশ্চিত হতে হবে যে এ শুধু কোন খেয়াল-খুশি নয়, বরং আমাদের সর্বশক্তি খাটিয়েও) ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, তখনও এ (সৎ ইচ্ছা) একটি মণির (jewel) মত নিজ গুণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, যেভাবে কোন বস্তুর সম্পূর্ণ মূল্য তার সত্তায় নিহিত থাকে। এর উপকারিতা বা ফলপ্রসূতা এর মূল্যের সাথে কিছু যোগ করতে বা এর মূল্য থেকে কিছু কমতে পারেনা। [৪০]

সদিচ্ছার সাথে মানুষের আচরণ এবং নৈতিকতা জড়িত। তাই সদিচ্ছাযুক্ত কাজকে তিনি নৈতিক এবং মূল্যবান বলে মনে করেন। সদিচ্ছার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নীতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য। এখানে কাজের ফলাফলের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় আসেনা। সদিচ্ছা মানুষের অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা, নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে সদিচ্ছার।

## (2) কর্তব্যের জন্য কর্তব্য (Duty for duty sake) :

"কর্তব্যের জন্য কর্তব্য" এটি কান্টের নীতিদর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন অর্থে 'কর্তব্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কান্টের নীতি দর্শনে কর্তব্যের ধারণা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কান্ট তাঁর নীতি দর্শনে নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে কর্তব্যের ধারণার ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। কান্টের মতে মানুষের উচিৎ কর্তব্যের জন্য কাজ করে যাওয়া, ফলাফল লাভের চিন্তা এখানে অবান্তর। কর্তব্যকে সামনে রেখে যখন কোন কাজ করা হয় তখন কাজটির নৈতিক মূল্য থাকে। কান্টের কর্তব্যের ধারণাটি মূলত সদিচ্ছার ধারণা থেকে উৎসারিত। কর্তব্যের ধারণাকে কান্ট উচ্চ প্রশংসার যোগ্য বলে মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এই ধারনা সৎ ধারণা। কান্টের কর্তব্যের জন্য কর্তব্য এবং সদিচ্ছার ধারণা মূলত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কারণ সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটে কর্তব্য করার মধ্য দিয়ে। কান্ট মূলত তাঁর সদিচ্ছার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে কর্তব্যের ধারণাটি গ্রহন করেছেন। কান্টের ভাষায়,

> ... আমাদেরকে এমন একটা ইচ্ছার ধারণা উদ্ভাবন করতে হবে যা স্বয়ং (শুধু নিজের জন্যই) উচ্চ প্রশংসার যোগ্য এবং যা অন্য আর কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াই সৎ (ভাল) - যে ধারণা একটা সুস্থ (Sound) ও স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তিতে পূর্ব থেকে নিহিত এবং যা শিক্ষা দিতে হয়না বরং স্পষ্ট করতে হয় এবং যা সব সময়ই আমাদের কাজের মূল্যায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে, এটা করার জন্য আমরা কর্তব্যের ধারণাকে গ্রহণ করবো,...[৪১]

কান্ট মনে করেন মানুষ যখন তার কর্তব্য কাজ পালন করবে তখন সেখানে কোন প্রকার শর্ত বা স্বার্থের স্থান থাকবে না । এমনকি কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রশংসা লাভ করার অভিপ্রায়ও থাকবে না । কান্ট মনে করেন মানুষ তার কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করা হল কর্তব্যবোধ থেকে কর্তব্য করা। আর এই কাজটি সম্পাদিত হওয়া মানে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াবোধ থেকে কাজ করা।

কান্টের মতে নৈতিকতার সাথে সঙ্গতি নেই এমন ধরনের কোন কাজের নৈতিক মূল্য নেই। কান্টের ভাষায়,

> কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত একটা কাজের নৈতিক মূল্য, এই কাজের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে তার দ্বারা নয় বরং এ কাজ যে নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এবং সেজন্যই, এ রকম কাজ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের উপর নয় বরং যে নীতির উপর কাজটি সংঘটিত হয়েছে, তার উপর নির্ভরশীল। এবং এর সাথে ইপ্সিত জিনিসের কোন সম্পর্ক নেই। যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, আমাদের কাজের যে উদ্দেশ্যই হোক না কেন অথবা ইচ্ছার উৎস ও পরিণতি হিসাবে তাদের যে ফলই থাকুক না কেন সেগুলো কাজকে কোন শর্তহীন বা নৈতিক মূল্য দিতে পারে না। [৪২]

কান্ট বলতে চেয়েছেন যে নৈতিক কাজ স্বাধীন তবে তা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। আইন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সর্বজনীন নিয়মকে। তিনি মনে করেন ব্যক্তিকে এমনভাবে কাজ করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে যা বিশ্বজনীন আইনে পরিণত হতে পারে। কান্টের নীতিদর্শন বিশ্লেষণ করলে কর্তব্যের ধারণাটি তিনটি মূল সূত্রের মধ্যে নিহিত যা নিম্নরূপ:

১. কোন কাজের নৈতিক মূল্য থাকার জন্য সে কাজকে কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হতে হবে।
২. কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত একটি কাজের নৈতিক মূল্য, সে কাজ যে নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৩. কর্তব্য হলো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে কাজ করার অত্যাবশ্যকীয়তা। [৪৩]

## (3) শর্তহীন আদেশ (Categorical imperative ) :

কান্ট অনুযায়ী শর্তহীন আদেশ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

**আদেশ :**

মানুষ যখন নৈতিক আইন অনুযায়ী কাজ করে তখন সেই আইনকে আদেশ বলা হয়। কান্টের মতে কোন বস্তুনিষ্ঠ নীতির ধারণা কোন ইচ্ছার ক্ষেত্রে যতটুকু বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে সেটুকুকেই একটা যুক্তির নির্দেশ বলা হয়ে থাকে আর এই নির্দেশের মূলসূত্রকে বলা হয়ে থাকে আদেশ। কান্টের মতে সকল আদেশই উচিৎ বলে বিবেচিত হয়। আর যে সকল আদেশের ঔচিত্যবোধ বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অবশ্যই পালনীয়। এভাবে কান্ট দেখিয়েছেন যে আদেশের মধ্যে দু'টো বিষয় রয়েছে :

১. ঔচিত্যবোধ এবং
২. অবশ্য পালনীয়

কান্ট আবার আদেশের প্রকারভেদের কথা বলেছেন। তাঁর মতে আদেশ তিন ধরণের হতে পারে। যথা:

১. বিবৃতিমূলক আদেশ ,
২. শর্তাধীন আদেশ ও
৩. শর্তহীন আদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

**(১) বিবৃতিমূলক আদেশ :**

বিবৃতিমূলক বাক্য উক্তিমূলক হয়ে থাকে। বিবৃতিমূলক আদেশে কোন ধরণের শর্ত থাকেনা। এই আদেশ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালিত হয় না। যেমন - মানুষ সুখ চায়। এই জাতীয় আদেশ সবার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এই আদেশের মূলে থাকে কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জন।

**২) শর্তাধীন আদেশ :**

শর্তাধীন আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের বিষয়টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরিচালিত হয় অর্থাৎ কোন কিছু পাওয়ার জন্য যখন কোন কাজ করা হয় তখন তাকে শর্তাধীন আদেশ বলে। কান্টের মতে শর্তাধীন আদেশের মধ্যে অনেকগুলো শর্ত পরিলক্ষিত হয়। আর যে সব শর্ত এই আদেশের মধ্যে থাকে তা প্রকাশ না করলে আমরা বুঝতে পারিনা যে তাতে কি কি শর্ত রয়েছে। এই আদেশ নিজ গুণে ভাল নয়, অন্যের গুণে এই আদেশ গৃহীত হয়। যেমন-যদি ভালভাবে পড়াশুনা কর, তবে পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জন করবে।

**৩. শর্তহীন আদেশঃ**

কান্টের নীতি দর্শনে শর্তহীন আদেশ অন্যতম, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই আদেশ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদেশ যে আদেশ নিজ গুণেই গৃহীত হয়। কোন ফলাফল বা লক্ষ্যে অর্জনের জন্য এই অদেশ গৃহীত হয় না । এই অদেশে কোন কিছু পাওয়ার আশা থাকে না, থাকে না কোন শর্ত। তাই এই ধরনের আদেশকে বলা হয়ে থাকে শর্তহীন আদেশ। এই আদেশে কোন -কিছু প্রাপ্তির আশা থাকেনা বিধায় এই আদেশ নিজেই নিজ গুণে সৎ। যেমন- সৎভাবে জীবন যাপন করো। এই ধরনের আদেশকে বলা হয় নৈতিক আদেশ। অর্থাৎ নৈতিক আদেশগুলোই হলো শর্তহীন আদেশ। এই আদেশের সাথে আইনের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই আদেশের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শর্ত থাকেনা বলে এই আদেশ প্রদান করার সাথে সাথেই বোঝা যায় এর মধ্যে কি রয়েছে। শর্তহীন আদেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং ঔচিত্যবোধ থাকে বলে এই আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক। তাই ব্যক্তির এই আদেশ পালন করা আবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শর্তহীন আদেশ কোন কাজ বা আচরণকে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করে। শর্তহীন আদেশ কোন শর্ত দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধ নয়। শর্তহীন আদেশের মূল সূত্রের মধ্যে রয়েছে সার্বিকতা, তাই আদেশের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা অনুপস্থিত।

কান্ট বলেছেন মানুষই হচ্ছে শর্তহীন আদেশের উৎস। তিনি মনে করেন এই আদেশ ঐশ্বরিক কিংবা অতিন্দ্রিয় কোন বিষয় নয়। এই আদেশ ব্যক্তির মধ্যে থেকে আসে। আর তা আসে আমাদের একাধিক মানবিক গুণ থেকে। কান্টের মতে এই গুণই হচ্ছে বুদ্ধি। কেননা নৈতিক আইনের অপরিহার্যতা এবং সার্বিকতা অভিজ্ঞতার জগতে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতার সীমানা সীমিত এবং তা ব্যক্তি নির্ভর। তাই তা সর্বজনীনতা বা সার্বিকতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় বলে তা আবশ্যিক হতে পারে না। সেজন্য শর্তহীন আদেশের যথার্থ অনুসন্ধান ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের বৌদ্ধিক জগত। কান্টের মতে শর্তহীন আদেশ সংখ্যায় এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর ভাষায়, "There is therefore but one categorical imperative." [৪৪]

তবে এই আদেশ তিনটি প্রেক্ষাপটে তিনটি বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই শর্তহীন আদেশ স্বাধীন এবং স্বনিয়ন্ত্রিত। সদিচ্ছা এবং কর্তব্যবোধ থেকে এই আদেশ আসে। এখানে কোন প্রকার ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে না। এই আদেশ সর্বজনীন বিধায় এই আদেশ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এই আদেশ চূড়ান্ত এবং চরম আদেশ।

কান্ট তাঁর শর্তহীন আদেশকে শর্তের বাইরে রেখেছেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজ মহৎ গুণের ভিত্তির উপর। তাঁই তার শর্তহীন আদেশের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

কান্টের নীতিবিদ্যাকে বলা হয় মানমুক্ত নীতিবিদ্যা। আর মানমুক্ত নীতিবিদ্যাই হচ্ছে সঠিক বা যথার্থ নীতিবিদ্যা। কান্টের নীতিবিদ্যার অনেক সমালোচনা থাকলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আঠার শতকে সমগ্র ইউরোপে তাঁর নীতিদর্শন আত্মসুখবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানকালেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবতাবাদ, এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কান্টের নীতিদর্শন বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে রাসেল :**

বট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বিশেষ করে বিশ্লেষণী দর্শনের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য নাম। দার্শনিক রাসেল তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *What I Belive* (১৯২৫) এবং *An Outline of Philosophy* (১৯২৭) গ্রন্থদ্বয়ে মানুষের ভাল বা উত্তম জীবন সর্ম্পকে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। রাসেল উত্তম বা ভালোজীবনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে যেয়ে নীতিবিদ্যা, নৈতিকতা, নীতিশিক্ষা, পরম নৈতিক আদর্শ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাসেল মনে করেন "নীতিবিদ্যা" এবং "নৈতিকতা" শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে থাকে। মানব আচরণের ক্ষেত্রে উক্ত শব্দ দুটো প্রয়োগযোগ্য।

কান্ট যেখানে চিরন্তন এবং সর্বজনীন নৈতিকতার কথা বলেছেন রাসেল সেখানে বিপরীত কথা বলেছেন। রাসেলের মতে নৈতিকতার মধ্যে সর্বজনীনতা বলে কিছু নেই। রাসেল প্রগতিশীল নৈতিক চিন্তাচেতনা বিশ্বাসী ছিলেন। রাসেল বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি যখন চিন্তা-চেতনা ধারণ করে তখন সে ব্যক্তি জীবনের স্বার্থপরতার গন্ডি অতিক্রম করে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়,

> উত্তম জীবন সম্বন্ধে বলা যায় যে উত্তম নৈতিক জীবন যাপন করার জন্যে সমাজে বসবাসকারী একজন ব্যক্তির এমন বিশেষ চেতনা থাকা উচিত যা কিনা তাকে বিশেষভাবে কাজ করতে নির্দেশনা দেবে। আর এই বিশেষ চেতনা হচ্ছে সমাজে অন্যান্যদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ যে শ্রদ্ধাবোধ থেকে অন্যান্যদের প্রতি তিনি ন্যায়সুলভ আচরণ প্রকাশ করবেন। [৪৫]

রাসেল মনে করেন নৈতিক নিয়ম যে কোন সমাজে যে কোন স্থানে সবার জন্য প্রযোজ্য। নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে রাসেল তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিককে গ্রহণ করেছেন।রাসেল তাঁর *Human Society in Ethics and Politics* গ্রন্থে দুই ধরনের নৈতিকতার কথা বলেছেন। যথা:

1. ব্যক্তিগত নৈতিকতা (Private morality)
2. গণ নৈতিকতা (Civic morality)

Dhaka University Institutional Repository

রাসেল ব্যক্তির নৈতিক চিন্তা-চেতনা এবং মূল্যেবোধকে ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রের নৈতিক চিন্তা-চেতনা, মূল্যেবোধকে গণ নৈতিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসেল মনে করেন একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সুন্দর পৃথিবীর জন্য এই উভয় প্রকার নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসেলের নীতি দর্শনে প্রেম এবং জ্ঞানের সমন্বয় দেখা যায়। রাসেলের ভাষায়, "The good life is one inspired by love and guided by knowledge. " [৪৬]

সামাজিক, মানবিক এবং কল্যাণমূলক চিন্তা নিহিত ছিল তাঁর নীতি দর্শনে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে রাসেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাসেলের নীতিবিদ্যা পর্যলোচনা করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন বিষয়গত নৈতিক মতবাদের শক্তিশালী সমর্থক। মানুষের আবেগ, অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তিগুলো নৈতিক জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তা রাসেল ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সহজাত প্রবৃত্তি, মন এবং আত্মাকে রাসেল মানুষের নৈতিক জীবনের আচরণগত ভিত্তি বলে মনে করেন। কেননা তিনি মনে করেন নৈতিক জ্ঞানের উৎসমূলে রয়েছে মানুষের আবেগ আর অনুভূতি। আর এই আবেগ, অনুভূতি মানব মনকে পরিচালিত করে থাকে। নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। রাসেল সর্বদা পরিবর্তনশীল নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসম্মত। নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে রাসেল বাস্তব জীবনের প্রয়োগ বা অনুশীলনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর তাইতো রাসেলের নীতি দর্শনে ফুটে উঠেছে মানব কল্যাণমুখী জীবনের প্রতিচ্ছবি।

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে ম্যুর :**

প্রফেসর জি. ই. ম্যুর (১৮৭৩-১৯৫৮) ছিলেন একজন অভিজ্ঞতাবাদী এবং বাস্তববাদের পথিকৃৎ। ম্যুরের দর্শন ছিল মূলত তাঁর সমকালীন ব্রাডলী, বোসাঙ্কে প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন নীতি দর্শনে তিনিই প্রথম বিশ্লেষণী পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। ম্যুর তাঁর বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ *Principia Ethica* (১৯৩০) - তে নৈতিকতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাঁড়া তাঁর *Ethics*(১৯১২) *Philosophical Studies* (1922) এবং *Philosophical Papers* (1995; সংকলন) গ্রন্থে নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে *Principia Ethica* গ্রন্থে তিনি নীতি দর্শনের দু'টি ভাগ দেখিয়েছেন। যথা:

১. Naturalistic Ethics বা প্রাকৃতিকীয় নীতিবিদ্যা এবং

২. Meta-physical Ethics বা আধিবিদ্যক নীতিবিদ্যা

সুখবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক মতবাদগুলো প্রাকৃতিকীয় নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। মিল, বেনথাম, হবস, হার্বার্ট স্পেন্সার, জর্জ সান্তায়ানা, জন ডিউঈ, র‍্যাল্প পেরি, রোডারিক ফার্থ প্রমুখ প্রাকৃতিকীয় নীতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে কান্ট , ব্রাডলি প্রমুখ নীতিদার্শনিকের নীতিদর্শন আধিবিদ্যক নীতিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত বলে ম্যুর অভিহিত করেছেন। তবে উল্লেখিত গতানুগতিক এই উভয় প্রকার নীতি দার্শনিকরা "ভালত্ব" বা "goodness" প্রত্যয়টিকে সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে পারেননি। তাই ম্যুর তাঁর নীতি দর্শনে প্রথমে 'ভালত্ব' নামক প্রত্যয়টি বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। ম্যুরের মতে, ভালত্বকে অন্য কোন কিছু দ্বারা সংজ্ঞায়ন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ম্যুর বলেন:

> নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গুণগুলো সকল ভালো জিনিসের মধ্যে বিদ্যামান রয়েছে তা আবিষ্কার করা। কিন্তু ভালো ছাড়া অন্য বিভিন্ন গুণের নামকরণ করে বহু দার্শনিক মনে করেন যে, এভাবে প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা ভালোকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁরা বলেন, এ গুণগুলো মূলত অন্য কোন গুণ নয়, বরং এগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পরিপূর্ণভাবে ভালো এর সদৃশ। এই মতবাদকেই আমি প্রাকৃতিকীয় অনুপপত্তি নামে অভিহিত করছি।[৪৭]

ম্যুর মনে করেন ভালত্ব হচ্ছে একটি সরল ধারণা যাকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। আর এসব কারণেই ভালত্বের সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। এই ভালত্ব কোন প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোন গুণও নয়। তবে ভালত্ব জাগতিক বা প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যুর "ভাল" বা "শুভ" শব্দটিকে নৈতিকতার মূল ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ম্যুর তাঁর পূর্ববর্তী নীতিদার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে তাঁরা সবাই "ভালত্বকে" ভালত্ব ছাড়া অন্য কোন এক বা একের অধিক গুণ বা ধারণার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। আর এই এক করে দেখার কারণে এক ধরনের অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে ম্যুর যার নাম দিয়েছেন 'Naturalistic Fallacy' বা প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি। ম্যুর মনে করেন ভালত্ব এমন একটি নৈতিক গুণকে নির্দেশ করে যে গুণটি অন্য কোন গুণ বা উপলক্ষণের সাথে এক করা যায় না। তাই ম্যুর "ভাল" বা শুভ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'ভাল কী ?' আমার একমাত্র উত্তর হ'ল ভাল মানেই ভাল এবং ইহাই শেষ কথা। অথবা, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'ভাল কী ভাবে সংজ্ঞায়িত হবে ?' আমার উত্তর হ'ল যে এ-র সংজ্ঞায়ন হয় না, . . . . । [৪৮]

ম্যুর ভাল' র সংজ্ঞা নির্ধারন করতে গিয়ে অর্ন্তনিহিত অর্থে একে গ্রহন করেছেন, ম্যুর বলেন ভাল নিজ কারণেই ভাল। ম্যুর উত্তম বা ভাল কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? এই মৌলিক প্রশ্নটিকেই তাঁর নীতিদর্শনের কেন্দ্রীয় আলোচনায় নিয়ে আসেন। ভাল' র মত ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান নীতিদর্শনের কাজ বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ম্যুর বলেন,

> শুধুমাত্র বিশ্লেষণ মাধ্যমেই একটি প্রত্যয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা দান করা যায়, যেহেতু সরল প্রত্যয় যৌক্তিক কারনেই বিশ্লেষণসাপেক্ষ নয়, এবং যেহেতু উত্তম একটি সরল প্রত্যয়, অতএব যৌক্তিক কারনেই উত্তমের সংজ্ঞা দান অসম্ভব। উত্তমকে শুধু উত্তম মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব উত্তমকে অন্য জাতীয় প্রত্যয় দিয়ে বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞাদান করা সম্ভব নয়। [৪৯]

কোন ব্যক্তি যদি ভাল বা শুভ এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেন তবে তা হবে ভুল। আর এই ভুলের ফলে প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে। এই ভাল' র ক্ষুদ্রতম অংশকে যেমন বিশ্লেষণ করা যায় না তেমনি অন্য কোন শব্দ বা প্রত্যয়ের সঙ্গে একে তুলনা করা যায় না। ম্যুর মনে করেন শুভ বা ভাল যেহেতু সরল গুণ তাই তা নিজের সত্তায় বিরাজ করে। জাগতিক অন্য বিষয় বা বস্তুর

Dhaka University Institutional Repository

সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। জি. ই. ম্যুরের নৈতিক মতবাদ মূলত "অ-প্রকৃতিবাদ" নামে পরিচিত। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

## ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদ (Non Naturalism ) :

ম্যুরের নৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত মূলগ্রন্থ হলো *Principia Ethica*. এই গ্রন্থে তিনি "ভালত্ব" কি ?একে কি সংজ্ঞায়ন করা যায়? -এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে যৌক্তিক এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সমকালীন নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে নৈতিক প্রকৃতিবাদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ শতকের প্রথম দিকে যে নৈতিক মতবাদের প্রচলন হয় তাই অপ্রকৃতিবাদ নামে পরিচিত। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ভালত্ব বা মন্দত্ব সংক্রান্ত কিছু ঘটনা বা ক্রিয়ার প্রাকৃতিক গুণ, উপলক্ষণ প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরা পড়ে বলে অভিমত প্রকাশ করেন নৈতিক প্রকৃতিবাদীরা। কিন্তু অপ্রকৃতিবাদী নীতিদার্শনিকগণ এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন নৈতিকতার ক্ষেত্রে "ভাল" বা "মন্দ" অ-প্রাকৃতিক (Non- natural)। তাই এক কোনভাবে বিশেষ গুণ, উপলক্ষণ বা অন্য কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, একে একমাত্র সংজ্ঞার মাধ্যমে জানা যায়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে একে জানা যায় না। ম্যুর মনে করেন আমাদের নৈতিক জ্ঞান স্বজ্ঞার মাধ্যমে আসে। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় গোচরীভূত হয় না।এই অ-প্রকৃতিবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক জি. ই. ম্যুর। ম্যুর পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে এচই. এ. প্রিচার্ড, ডাব্লিউ. ডি.রস, সি. এফ. ক্যারিট প্রমুখ নীতিদার্শনিক অ-প্রকৃতিবাদকে সমর্থন করেছেন। নৈতিক শব্দ, পদ, অবধারণ প্রত্যয়, বা ধারণাসূমহের অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণকে নীতিবিদ্যার মূল কাজ বলে তিনি মনে করেন। ম্যুরের ভাষায়,

> . . . , নীতিবিদ্যাসহ দর্শনের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠনে যেসব অসুবিধা ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাদের মূল কারণ একটি, যথাম যে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা হয়, তার স্বরূপ না জেনেই উওর দেবার প্রচেষ্টা। উত্তর অনুসন্ধানের আগেই সংশিষ্ট প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টায় যদি দার্শনিকরা উদ্দ্যোগী হতেন, তাহলে আলোচ্য ভুলের সমাধান কতটুকু হতো জানি না, তবে এধরনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলকাম হতো বলেই আমার ধারণা। [৫০]

Dhaka University Institutional Repository

ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে তাঁর নৈতিক মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, ভাল একটি সরল ধারণা, এটি প্রাকৃতিক নয় এবং সংজ্ঞায়নযোগ্য ধারণা নয়। একে কেবলমাত্র স্বাজ্ঞিক উপায়ে জানা যায়। ম্যুর মনে করেন মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আচরণ দ্বারা "ভাল" কামনা করা এবং"মন্দ" বা "খারাপ" পরিহার করা।ম্যুর ভাল-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নৈতিক বহুত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ম্যুরকে আমরা দেখি সর্বজনীনতার বিশ্বাস হিসেবে। ম্যুর ভালত্বের ধারণাটিকে ব্যবহারিক জীবনে বেশী বেশী প্রয়োগ এবং অনুশীলনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ,

> ম্যুর তা হলে ভালত্ব নামক নৈতিক আদর্শটি আমাদের কর্তব্য বা ঔচিত্য বোধের মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়নের নিদের্শ দেন এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতির নিদের্শ করতে গিয়ে এক ধরনের উপযোগবাদী ধারণার আশ্রয় নেন। তাঁর মতে, নৈতিক কর্মের ভালত্ব-মন্দত্ব তথা আমাদের ঔচিত্য -অনৌচিত্যবোধ নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে কর্মে উৎপাদিত যথাসম্ভব বেশী বা কম কাম্য ফলাফল। মিল-বেনথামের উপযোগবাদী মতবাদ অনুসারে যেমন আমাদের নৈতিক ভালত্ব " সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বধিক সুখ" (greatest happiness for the greatest number of people) দ্বারা নিরূপিত হয়; ম্যুরের উপযোগবাদী ধারণা অনুসারেও,আমাদের নৈতিক কর্তব্যবোধ কর্মে উৎপাদিত সম্ভাব্য সর্বাধিক ভাল ফলাফল (maximum possible good consequences) এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ম্যুর এ কারনেই তাঁর নৈতিক বাধ্যবাধকতা বিষয়ক ধারণায় একজন কার্য-উপযোগবাদী ( act-utilitarian) হিসেবে পরিচিত। আবার কখনও কখনও তার উপযোগবাদী ধারণাকে আদর্শ উপযোগবাদ (ideal utilitariamim) বলে আখ্যায়িত করা হয়। [৫১]

ম্যুর নৈতিকতার ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাবাদের কথা বলেছেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ম্যুর স্বজ্ঞাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন । তবে ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদ প্রচলিত স্বজ্ঞাবাদ থেকে ভিন্ন। মূরের স্বজ্ঞাবাদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়,

> নীতিবিদ্যায় ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদ তাই খানিকটা ভিন্ন ধরনের। ম্যুরের মতে, নৈতিকতার মূল কথা তথা ভালত্ব- মন্দত্বের ধারণা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব নীতিবোধে বিরাজ করে। এই বাস্তব নীতিবোধের সাহায্যে বস্তুর মধ্যে অবস্থিত ভালত্ব-মন্দত্বকে আমরা সরাসরি উপলব্ধি করতে পারি। নৈতিকতায় কোন মানটির চেয়ে কোন মানটি শ্রেয়: বা কোন কাজটির চেয়ে কোন কাজটি অধিকতর শুভ পরিণতির সহায়ক, তা উপলব্ধি করবার মত এক ধরনের স্বত:সিদ্ধ নৈতিক চেতনাকেই তিনি স্বজ্ঞাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন। ম্যুরের মতে, স্বজ্ঞা হচ্ছেই তাই আমাদের সামান্যতম নীতিবোধের সাহায্যে বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নিহিত ভালত্ব - মন্দত্বের ধারণা সম্পর্কে এক ধরনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা জ্ঞান। স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত নৈতিক ভালত্ব-মন্দত্বের ধারণা সার্বজনীন। কোন বিশেষ অবস্থায় যদি আমরা কোন বস্তু বা ঘটনাকে ভাল বলি, তবে উক্ত বস্তু বা ঘটনা অনুরূপ অবস্থায় সর্বকালে ও সর্বযুগে সবার কাছে ভাল বলে বিবেচিত হবে। [৫২]

**উপসংহার :**

ম্যুরের নীতিদর্শনের সমালোচনা থাকলেও মানব জীবনে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর নৈতিক মতবাদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, আচরণ, বোধশক্তি, অভিরুচির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নীতি দার্শনিকদের মধ্যে ম্যুরই প্রথম প্রচলিত নৈতিক শব্দ সমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে গ্রহনযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন যা তাঁর পরবর্তী নীতি-দার্শনিক নেয়াল স্মিথ, অস্টিন, টোলমিন, স্টিভেনসন এয়ার প্রমুখের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যুগিয়েছে। তাই নীতি দর্শনের ম্যুরের অবদান সম্পর্কে A. Edel যথার্থই বলেছেন,

" . . . . at one blow the ethical theorist was emancipated from theologian and utilitarian, from Marxian and Spencerian, from Scientist and Bradlian." [৫৩]

**মার্কসীয় দর্শনে নৈতিকতা :**

কার্ল মার্কসের (১৮০৮-১৮৩৩) তত্ত্ব অনুসারে এই দর্শনের নাম হয়েছে মার্কসীয় দর্শন। তবে মার্কসীয় দর্শনে শুধুমাত্র কার্ল মার্কসের চিন্তা-চেতনা ছিল না, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এঙ্গেলস এর চিন্তা-চেতনা। পরবর্তীতে লেনিনের চিন্তা-ভাবনা, বিশেষকরে প্রায়োগিক বা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অবদানরেখেছে। সংক্ষেপে বলা যায়- মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, এবং মাও সেতুং এর অবদান রয়েছে মার্কসীয় দর্শনে। তবে মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে এঙ্গেলস এর।

Dhaka University Institutional Repository

সময় এবং কালের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে দর্শন। আর দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ করে সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা বিশ্বে প্রথম লক্ষ করা যায় মার্কসীয় দর্শনে। দর্শনের সাথে সমাজ এবং অর্থনীতির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই বিষয়টাও প্রথম ফুটে উঠে মার্কসীয় দর্শনে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ হচ্ছে একই সত্তার দুটি দিক। মার্কস তাঁর চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের একটা দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজের একটি ভাল পরিবর্তনও দেশের অন্যতম কাজ। তাই তিনি তাত্ত্বিক দর্শনের চেয়ে প্রায়োগিক দর্শনের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। মার্কস নিজে কোন দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণ করেননি। প্রচলিত দর্শনের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তা থেকে আমরা তাঁর দার্শনিক পরিচয় পাই। এখন সংক্ষেপে মার্কসীয় দর্শনে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দার্শনিকদের একটা বড় অংশ নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নৈতিকতা কোন পরিবর্তনশীল বিষয় নয়। এই ধারণা অনুযায়ী নৈতিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয়টি গ্রহনযোগ্য। এখানে নৈতিকতা চিরন্তন, শ্বাশত, স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বিষয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সব দেশে, সব কালে এবং সব যুগের ক্ষেত্রে এই ধারণা উপযোগী আর এই ধারণাকে অন্যভাবে বলা হয় ভাববাদী ধারণা। এই ভাববাদী ধারণা দ্বারা দর্শনের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে দীর্ঘকাল। এই ভাববাদী ধারণার বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেন কার্ল মার্কস এবং তিনি সক্ষম হলেন ভাববাদের বলয় অতিক্রম করতে। ভাববাদের সমালোচনা করে, মার্কস তাঁর *The German Ideology* গ্রন্থে বলেন," Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence" ৫৪

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত নৈতিকতা তথা চিরন্তন সত্যের দাবীকে বাতিল করে দেন। এর বিপরীতে মার্কস প্রবর্তিত ইতিহাসের বস্তুবাদী চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় সুগভীর যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত নীতিবিজ্ঞানীরা নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড ( চিরন্তন বা সার্বিক নৈতিক নিয়ম) দিয়ে জীবন তথা মানুষের সামাজিক আচরণকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সমাজ জীবনকে তাঁরা একটা নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চান। এভাবে তাঁরা নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ করেন; যেমন, সুখবাদ, উপযোগবাদ, পূর্ণতাবাদ ইত্যাদি কিন্তু মার্কস এমন কোন তত্ত্ব নির্মাণ করেননি। তিনি কোন নৈতিক আদর্শ দিয়ে সমাজ জীবনকে ব্যাখ্যা করেননি। সমাজ জীবনকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। সমাজের এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই হলো ইতিহাসের বস্তুবাদী ও দ্বান্দিক ধারণা। এই ধারণা বৈজ্ঞানিক এই অর্থে যে তা সমাজ বিকাশের একটি বস্তুগত নিয়ম আবিষ্কার করে। এই ধারণা অনুযায়ী, সমাজ বিকশিত হয় ,বস্তুগত নিয়ম অনুযায়ী, কারো ইচ্ছামাফিক নয়। মার্কসের মতে, সমাজ জীবনের শুরু বৈষয়িক উৎপাদন দিয়ে, বৈষয়িক উৎপাদনই সমাজ জীবনের ভিত্তি এবং এই বৈষয়িক উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ীই সমাজ বিকশিত হয়। সমাজের এই বস্তুগত ভিত্তি থেকেই নীতি, নৈতিকতা ও আদর্শের উদ্ভব। সমাজ এক জায়গায় থেমে থাকে না, পরিবর্তিত হয়। ফলে নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদিও পরিবর্তিত হয়। কাজেই চিরন্তন নৈতিক নিয়ম অর্থাৎ সব দেশে সব কালে একই রকম নৈতিক নিয়ম থাকতে পারে না। ভালো- মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, স্বাধীনতা, অধিকার এসব ধারণাগুলো স্থায়ী নয়, সমাজের বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও পরিবর্তিত হয়। [৫৫]

মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী চূড়ান্ত, স্থায়ী বা পরম বলে কিছু নেই। যুগ এবং কালের প্রেক্ষাপটে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে। কার্ল মার্কস নৈতিকতা সম্পর্কে আলাদাভাবে কোন আলোচনা বা তত্ত্ব দাড়ঁ করান নি। তবে তারঁ গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় রচনাগুলো থেকে নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণা লাভ করা যায়। মার্কসীয় দর্শনের সূক্ষন বিচার বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মানবতা, ন্যয়পরতা, মানব প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি, অর্থাৎ মার্কসীয় নৈতিকতার মর্মকথা মার্কসের বস্তুবাদ, গতি, দ্বন্দ্ব এবং যুক্তির বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে । আর এ থেকেই আমাদেরকে বুঝতে হবে মার্কসীয় নৈতিকতা ।

মার্কসীয় ধারণা মতে যুগ এবং কালেই সৃষ্টি হয়ে থাকে নৈতিকতা। যুগ এবং কালের বাইরে আলাদা কোন নৈতিকতার অবস্থান নেই। তাছাড়া সার্বিক এবং সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম বলে জগতে কোন কিছু নেই। মার্কসীয় দর্শনে আমরা শ্রেণী বিভক্ত নৈতিকতার উল্লেখ দেখতে পাই। শ্রেণী নিরপেক্ষ নৈতিকতা বলে কোন কিছু নেই। শাসক এবং শোষক শ্রেণীর ভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার বিষয়টি এখানে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা শাসক শ্রেণীর নৈতিকতা, আর তা উচ্ছেদ করা শোষিত শ্রেণীর নৈতিকতা। মার্কস মনে করেন বুর্জোয়া ব্যবস্থার আইন, নৈতিকতা, ধর্ম সবসময় ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে। মার্কসের নিজের ভাষায়, "Law, morality, religion are. . .[ to the working class-TW] so many bourgeois prejudices, behind which lurk in ambush just as many bourgeois interest." [৫৬]

মার্কসের সহযোগী এঙ্গেলসও শাসক ও শোষক শ্রেণীর নৈতিকতাকে শ্রেণী নৈতিকতা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন নৈতিকতার বিষয়টি কোন নির্দিষ্ট সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির সাথে জড়িত । সাম্প্রতিককালে মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অবস্থান নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে বিভক্তি লক্ষ করা যায়। এক দলের ধারণা মার্কসবাদ বা মার্কসীয় দর্শনে কোন নৈতিক বা আদর্শগত দিক নেই। অন্যদল মনে করে মার্কসীয় দর্শনে অবশ্যই নৈতিকতা, মানবতা, ন্যায়-পরতা, মানব কল্যাণের সুদৃঢ় যৌক্তিক অবস্থান রয়েছে। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী মার্কসবাদে আমরা মানবিকতা, নৈতিকতা এবং আদর্শ দেখতে পাই তা প্রচলিত নৈতিক ভাববাদ এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে ভিন্ন ধরণের। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রচলিত বা সনাতনী নীতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা না করলেও তাঁদের রচনার একটু ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাতে নৈতিকতা, মানবিকতা, মানবকল্যাণ, ন্যায়পরতা, প্রভৃতি বিষয়গুলোর অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে আছে। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি বোঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে চার্লস টেইলর এর বক্তব্য উল্লেখ্য করা যায়। তিনি বলেন,

> "Morality" means the Kantian morality, whose foundation is the moral quality of the will, and which issues in injunctions binding without regard to time or circumstance, then clearly Marx is bound to reject "morality". But if we use the term in a less restricted way, if we mean by "morality" a doctrine touching the fundamental human good and the way to realize it, where "fundamental" good is taken to mean a good which is inescapably

Dhaka University Institutional Repository

and universally the good of man, then there can be no objection to speaking of a Marxist morality. [৫৭]

মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদ বা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার যে সমালোচনা করেন তাঁর মূলে আমরা একটা নৈতিক অবস্থান দেখতে পাই। মার্কস এবং এঙ্গেলস এর রচনার বিভিন্ন স্থানে নৈতিকতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তাঁদের লেখায় ব্যক্তির মুক্তি, স্বাধীনতা, আত্মরূপায়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত নৈতিকতার উল্লেখ্য দেখতে পাওয়া যায়। কার্ল মার্কস ১৮৪৪ সালে তাঁর *অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পান্ডুলিপি*-তে বিচ্ছিন্নতার ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। মার্কসের এই বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর পেছনে রয়েছে একটি মানবিক নৈতিক মূল্যবোধ। মার্কসের *কমিউনিজম* এ বিচ্ছিন্নতাবিরোধী যে অবস্থান লক্ষ্য করা যায় সেখানে ও একটি নৈতিক অবস্থান লক্ষ করা যায়। মার্কস পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার উৎপাদক বা শ্রমিকের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরেছেন তার পেছনে রয়েছে মার্কসের মানবিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানবিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে শ্রমিক জীবন পতিত হয় পাশবিকতার মধ্যে, সে হারায় তার মানবিক সত্তা।মার্কসের মতে মানুষ হচ্ছে প্রজাতি সত্তা। স্বাধীনতা, নিজস্বতা, সক্রিয়তা এই প্রজাতি সত্তার বৈশিষ্ট্য। মানুষ সৃষ্টি বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে দেখতে পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার কারণে সে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মানবেতর জীবনে নিমজিজত হয়। আর এসব ক্ষেত্রে মার্কস পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার যে সমালোচনা করেছেন তার মূলে রয়েছে মানুষের মর্যাদা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক আদর্শ। পুঁজিবাদী উৎপাদনে মানুষ পণ্যে পরিণত হয়ে মানসিক এবং শারিরীকভাবে অ-মানবিক সত্তায় পরিণত হয়। মার্কস দেখাতে চেয়েছেন যে সামাজিক বাস্তবতার সবকিছুর মূলে থাকবে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি। অর্থনীতিই হবে সমাজের মূল চালিকা শক্তি। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনই হবে সবকিছুর মূল চালিকা শক্তি। ন্যায়, নীতি, আদর্শ সবকিছুই হলো অর্থনীতির উপরিকাঠামো। তাই নেতিকতা কোন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, উৎপাদন পদ্ধতির উপর এটা নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং তা যুগে যুগে রূপ বদলায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী, সমাজের বস্তুগত ভিত্তি হল অর্থনীতি এবং এই অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত একটি উপরিকাঠামোগত দিক হলো নৈতিকতা। অর্থাৎ কোনো সমাজের নৈতিকতা তার অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ। ন্যায়, স্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদি নৈতিক আদর্শগুলো ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়। ইতিহাস- নিরপেক্ষ কোন নৈতিক আদর্শ থাকতে পারে না। অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি থেকে আলাদা কোন নৈতিক আদর্শ থাকতে পারে না। কোনো সমাজের নৈতিক আদর্শ সেই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। নৈতিক আদর্শের ভিত্তি যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতি সেহেতু উৎপাদন পদ্ধতি যেমন হবে নৈতিক আদর্শও তার অনুরূপ হবে এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে নৈতিক আদর্শও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হবে। কাজেই স্থায়ী বা চিরন্তন নৈতিক নিয়মের ধারণার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। [৫৮]

মার্কস পরিবর্তনশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করে মানবিক সমন্বয়ের কথা বলেছেন। কমিউনিজমে মানুষ নিজের স্বার্থের পাশাপাশি অন্যের স্বার্থকে ধারণ করবে। মানুষ নিজের এবং অন্যের কথা ভাববে। এখানে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে উঠবে সামাজিক মানুষ। এখানে মানুষের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষে মানুষে যে বিরোধ, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, বৈষম্য প্রভৃতি ব্যবস্থার অবসান ঘটবে কমিউনিজমের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মার্কসের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য,

> . . . Communism, as fully developed naturalism, equals humanism, and as fully developed humanism equals naturalism; it is the genuine resolution conflict between man and nature resolution of the strike between existence and essence . . . [৫৯]

পুঁজিবাদী নৈতিকতা যেখানে শোষণ, অন্যায়, লুণ্ঠন, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতা, প্রতারণা, মুনাফা অর্জন ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়, মার্কস সেখানে মানবিক নৈতিকতার উপর শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদের বিপরীত ব্যবস্থা হিসেবে মানবতাবাদী কমিউনিজমের কথা বলেছেন। তাই কমিউনিজমের মধ্যে আমরা মানবিক নৈতিকতার বিষয়টি দেখতে পাই। আর এই কমিউনিজমের মাধ্যমে মার্কস মানবিক নৈতিক মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যার ফলে ঘটবে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মুক্তি এবং সর্বাঙ্গীন পূর্ণ বিকাশ। আর তখনই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ মিলিত হবে বিশ্বমানবতা তথা পৃথিবীর কল্যাণের সাথে।

পরিশেষে বলা যায় মানুষকে মার্কস দেখেছেন ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবে। মানুষ প্রতিনিয়ত সে নিজেকে বিনির্মাণ করে। মার্কসীয় নৈতিকতা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে মন্তব্য করেছেন। যেমন- Alasdair MacIntyre তাঁর *A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century* গ্রন্থের Hegal and Marx অধ্যায়ে বলেন,

> We can express Marx's attitude to morality in another way. The use of moral vocabulary always presupposes a shared from of social order. Appeal to moral principles against some existing state of affairs is always an appeal within the limits of that form of society; to appeal against that form of society we must find a vocabulary which does not presupposes its existence. Such a vocabulary one finds in the form of expression of wants and needs which are unsatisfiable within the existing society, wants and needs which demand a new social order. [৬০]

মার্কস মানুষকে কখনো উপায় হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নীতি দর্শনেও আমরা দেখি যে মানুষকে কখনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষকে ব্যবহার না করার মূলে রয়েছে মানুষকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করা। আর এই মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে কাজ করেছে সুদৃঢ় নৈতিক অবস্থান। সমাজের কল্যাণ সাধন এবং মানব জাতিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেওয়ায় যেন মার্কসীয় নৈতিকতার বিশেষত্ব। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, "মার্কসবাদ চেষ্টা করেছে সকল প্রকার ধর্মীয়, সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নীতিমালার ও আদর্শের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়ান তথা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নীতিমালার ও আদর্শের বিকাশ ঘটাতে।" [৬১]

Dhaka University Institutional Repository

তাই বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে মার্কসীয় দর্শন যে পরিবর্তনশীল নৈতিকতার কথা বলে তা মানব কল্যাণের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ।

**মুসলিম দর্শনে নৈতিকতা :**

মুসলিম দর্শন দর্শনের কোন শাখা নয়। মুসলিম দর্শন মুসলিম জাতির চিন্তা - চেতনার ফসল। বিশ্বে প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রে নিজস্ব জীবন দর্শন। নীতি- নৈতিকতা, সামাজিক মুল্যবোধ লক্ষ করা যায়। তেমনি মুসলিম জাতিও তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান, মেধা এবং অন্ত র্দৃষ্টির সাহায্যে জগৎ এবং জীবনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন। মানব জাতির ইতিহাসে মুসলিম চিন্তাবিদগণ জীবন ও জগতের বিভিন্ন সমস্যা সর্ম্পকে যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাই মুসলিম দর্শন। মুসলিম দর্শনের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা যায়,

Muslim Philosophy is a wider name which includes within its scope the strict philosophy of the Qur' an and the Hadith as well as the ideas of different schools of thought that arose in Islam from time to time. [৬২]

গ্রীক, পাশ্চাত্য, ভারতীয়সহ অন্যান্য দর্শনের মত মুসলিম দর্শনের ক্ষেত্রে ও আমরা নৈতিকতার বিষয়টি দেখতে পাই। আর মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনায় নৈতিকতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এখন কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিকের নৈতিক মত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

**আল রাজী :**

আল-রাজী (৮৬৫-৯২৫) মুসলিম দর্শনে নৈতিকতা সর্ম্পকিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল-রাজী তাঁর নৈতিকতা সর্ম্পকিত মতামত ব্যক্ত করেছেন *আল-তিবব আল-রুহানী* এবং *আল-সিরাত আল-ফালসাফিয়াহ* গ্রন্থদ্বয়ে। নীতি দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি সক্রেটিস এবং প্লেটোর চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। *আল-সিরাত আল-ফালসাফিয়াহ* গ্রন্থটিতে আল-রাজীর ব্যক্তিগত জীবন যাপনের কিছু দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন দার্শনিকগণ তাঁদের জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, খুব বেশি ভোগ-বিলাসী হবে না। আবার

Dhaka University Institutional Repository

খুব বেশি কৃচ্ছতাবাদী হবে না। তিনি মনে করতেন খাওয়া-দাওয়া পোশাক, পরিচ্ছদ,আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুতে মানুষ প্রজ্ঞার অধীন থেকে মিতাচারী জীবন যাপন করবে। আর এটা হবে মানুষের নৈতিক কর্তব্য। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর অনুশীলন করতেন। তিনি কখনো মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন না, লোভ-লালসা, নেশা কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সংযমী জীবন স্থাপনের প্রতি তিনি সঠিক গুরুত্ব নিদের্শ করেছেন।

আল-রাজী *আল-তিবব আল-রুহানী* গ্রন্থে বিশটি অধ্যায়ে নীতিবিদ্যার বিভিন্ন মূখ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে পাপ কি? অসদগুণ কি? ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই সাথে এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় সর্ম্পকেও আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি প্রথমে জ্ঞান বা বুদ্ধি এবং পরবর্তীতে উচ্ছাস-উৎসাহ, আবেগ-অনুভূতি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে মানুষকে বৌদ্ধিক জীবন যাপন করতে হবে। মানুষকে সব সময় তাঁর দোষ-ত্রুটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আর এক্ষেত্রে মানুষ তার ভাল বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ করবে যাতে তার বন্ধুরা তার দোষ-ত্রুটি সংশোধনে সাহায্যে করে। প্রতিবেশী এবং অন্যের সমালোচনা থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহন করবে। তাঁর মতে,

> It is necessary that a man should know his own defects. For this, he can appeal to a reasonalde friend who will tell him about his defects. He should get information about what other people, neighbours, and friends, think of him. [৬৩]

সুখ সর্ম্পক তিনি বলেন সুখ হচ্ছে এমন কিছু যা অশুভ শক্তি দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং সুখ পূর্ববর্তী খারাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। সুখ সর্ম্পক আল রাজীর ধারণা ছিল এরূপ :

> . . . Pleasure is nothing but the return of what was removed by something harmful to the previous state, for example, one who leaves a shadowy place for a sunny and hot place gets pleasure on coming back to the shadowy place. [৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অহঙ্কার ঈর্ষাপরায়ণতা, প্রতিশোধ, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে মানুষকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন, কেননা এগুলো মানব জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনে। মিথ্যা কথা বলার মত বদ অভ্যাসকে তিনি ঘৃণা করতেন। তবে মানুষের কল্যাণের জন্য মিথ্যা বলাকে তিনি সমর্থন করতেন। অধিক সুখ ভোগের জন্য কৃপণতার পন্থা অবলম্বন করা থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন তিনি। অতিরিক্ত ধন-সম্পদ, অধিক জৈবিক সম্পর্ক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে। তাই তিনি এগুলো থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলেন। তিনি মানুষকে উদার এবং প্রগতিশীল জীবন স্থাপনের কথা বলেছেন। তাই পরিশেষে বলা যায় তাঁর নীতিদর্শন মানব সমাজের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে।

**আল-ফারাবী :**

আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০খ্রি:) মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এবং একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তাই দর্শন শাস্ত্রে ফারাবীর নীতি দর্শন বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। ইসলামী শিক্ষার সাথে নিবিড় সংযোগ ছিল তাঁর নীতিদর্শনের। ফারাবীর নৈতিক চিন্তা-চেতনাতে আমরা প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের প্রভাব দেখতে পাই। ফারাবীর দর্শনে Ethics এবং Political Philosophy'র আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁর মতে Ethics এবং Politics দুটো বিষয় নয়। এরা আসলে দর্শনের একটি শাখা। ফারাবীর নৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব অধিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মতে অধিবিদ্যার ফল হলো নীতিবিদ্যা এবং রাষ্ট্রদর্শন। ফারাবী বিশ্বাস করতেন রাজনীতির মধ্যে নৈতিকতা থাকতে হবে।এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,

> ফারাবির মতে আমরা যাকে রাষ্ট্রদর্শনও নীতিবিদ্যা বলি, তা অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বেরই সম্প্রসারণ। এজন্যই দেখা যায় যে, *পবিত্র নগরীর অধিবাসীদের অভিমত (Opinions of the Inhabitants of the virtuous city)* নামক গ্রন্থটিকে তিনি প্লেটোর *রিপাবলিক* - এর মতো ন্যায়পরতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শুরু না করে শুরু করেছেন আদিসত্তার স্বরূপ, গুণাবলি ও সৃষ্টিক্রিয়ার আলোচনা দিয়ে। ফারাবির মতে, জ্ঞানতাত্ত্বিক, বিশ্বতাত্ত্বিক ও আধিবিদ্যক -এ তিনটি প্রধান দিক ছাড়াও নৈতিক ও রাজনৈতিক বলে বুদ্ধির আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। [৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

ফারাবীর নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ফারাবী মনে করতেন যুক্তিবিজ্ঞান যেমন জ্ঞানের নীতিমালা সর্ম্পকে জ্ঞান দেয়, তেমনি নীতিবিজ্ঞান ও মানুষের আচারণের ভাল-খারাপ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়পরতা প্রভৃতি বিষয় সর্ম্পকে জ্ঞান দেয়। নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রজ্ঞাকে তিনি নৈতিকতার মানদন্ড বলে অভিহিত করেন। কেননা, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কর্মের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার হয়ে থাকে। নৈতিক জ্ঞানকে তিনি সর্ব্বোচ জ্ঞান বলে মনে করতেন।

ফারাবী তাঁর নীতিদর্শনে মানব জীবনের শান্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানব জীবনের সার্বিক কার্যাবলীর সফল সমাপ্তি বা পরিণতিকে তিনি শান্তি বলেছেন। আল ফারাবীর নৈতিক মত সর্ম্পকে বলা যায়,

> মানুষের নৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য যা উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি (peace) লাভ। শান্তি বলতে মনের এমন একটি সুখকর বা আনন্দদায়ক অবস্থাকে বুঝায়, যা সৎ এবং মহৎ কাজের ফল হিসেবে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমাদের উপলব্ধিতে আসে। ফারাবি তাঁর নৈতিক আলোচনায় শান্তিকে ইহলোকিক, পারলৌকিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদি সকল অর্থে ব্যবহার করেছেন। . . . . শান্তি স্বয়ংসর্ম্পূণ, বিনাবিচারে শুভ। এটা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। তবে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়। শান্তি পাওয়ার বা লাভ করার উপায় হচ্ছে সদগুণ (virtue) অর্জন। [৬৬]

তাই ফারাবী মনে করেন সদগুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তাঁর কাঙ্ক্ষিত শান্তি পেতে পারে। তাঁর মতে সদগুণ মানবাত্মার মধ্যে অবস্থান করে তাই মানুষের পক্ষে এই সদগুণের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করা সম্ভব। শান্তি লাভের জন্য সাধারণ মানুষকে তিনি দার্শনিক এবং নবী-রাসূলের জীবন দর্শন অনুসরণ এবং তা নিজের জীবনে প্রয়োগের কথা বলেছেন। প্লেটোর মত তিনিও মনে করতেন দার্শনিকদের শাসক হওয়া উচিৎ, কেননা দার্শনিকরা সদৎগুণে গুণান্বিত। ফারাবীর নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থায় আসবে কল্যাণকর পরিবর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

**ইবনে মিসকাওয়াহ :**

ইবনে মিসকাওয়াহ (মৃত্যু: ১০৩০ খ্রি:) এর বিশেষত্ব হল তাঁর নৈতিক পদ্ধতি। তিনি মুসলিম দর্শনে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন একটিমাত্র কারণে, আর তা হলো তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক পদ্ধতি মুসলিম দর্শনে এনেছেন যা ছিল গ্রীক নীতিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। মিসকাওয়াহর পূর্বে আল-কিন্দি নীতিদর্শন বা নৈতিকতা সর্ম্পকে সামান্য আলোচনা করেছেন। কিন্দির পরে আল-ফারাবীর মধ্যে নৈতিকতা সর্ম্পকে বেশ কিছুটা আলোচনা লক্ষ করা যায়, তবে সেটা ছিল রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং তাঁদের দুইজনের কেউই বিশুদ্ধ নীতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেননি। মিসকাওয়াহ সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মিসকাওয়াহ তাঁর *Tahdhib al-Akhlaq* বা *The Refine of Character* গ্রন্থে নৈতিক পদ্ধতি বা মতবাদটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর নৈতিক পদ্ধতিতে নব্য-প্লেটোবাদ, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। এছাড়া সুফিবাদ, কুরআন এবং হাদীসের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় তাঁর নীতিদর্শনে।

মিসকাওয়াহ প্রথম আলোচনা করেছেন Concept of 'saadah' (hapiness) নিয়ে। 'saadah' আরবী শব্দ এর অর্থ হল সুখ। এই saadah র ধারণা প্রথম দিয়েছেন অ্যারিষ্টটল। তবে অ্যারিষ্টটল saadah শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি saadah'র পরিবর্তে 'Eudaemonia' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মিসকাওয়াহ বলেন saadah দুই ধরনের। একটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বা উচ্চ স্তরের সুখ (Intellectual hapiness ) এই saadah'র আলোকে মানুষ তাঁর কাজের ভাল-মন্দ বিচার করে থাকে। আরেকটি হচ্ছে Moral saadah যা একটু নিচের লেবেলের। অ্যারিষ্টটল এই saadah'র কথা বলেছেন। চরিত্রের গুণাবলীর সাহায্যে Moral saadah অর্জিত হয়। মিসকাওয়াহ বলেন এই saadah দুই ভাবে লাভ করা যায়। যথা: (1) virtue বা সদগুণ দ্বারা এবং (11) Intellect বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা।

মিসকাওয়াহ তাঁর নৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন মানব আত্মা সরল এবং একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক দ্রব্যও। এই আত্মা তাঁর স্বীয় অস্তিত্ব, জ্ঞান, ক্রিয়া সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকে। আত্মাকে তিনি আধ্যাত্মিক সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। এই আত্মা একই সঙ্গে বিপরীত বা বিরোধী গুণসমূহও ধারণ করে থাকে। ফলে আত্মা একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আধ্যাত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের ধারণা গ্রহনেও কার্যকর। সেজন্য জ্ঞানের বিষয়টি শুধু অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, তখন আত্মার জ্ঞান-কর্ম দৈহিক সীমারেখা অতিক্রম করে অনেক উপরে স্থান লাভ করে। মানবাত্মার যেহেতু আত্ম-বিবেচনা শক্তি রয়েছে তাই এই শক্তির মাধ্যমে মানুষ তাঁর ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য বুঝতে পারে। আর এসব কারণেই মানুষকে নৈতিক সত্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

মিসকাওয়াহ বলেন মানুষের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হলে সংশোধন করতে হবে। তিনি বলেন, শত্রু আমাদের দোষ ত্রুটিগুলো সঠিকভাবে বলবে। বিনা বিচারে গ্রহণ করতেন না। বন্ধু কখনো দোষ-ত্রুটির কথা বলবে না। তিনি বলেন দোষ-ত্রুটির বিপরীত কাজ করে পুরোপুরি সদগুণ অর্জন করতে হবে। আর পূর্ণাঙ্গ সদগুণ অর্জিত হলে সুখ বা Pleasure আসবে। নৈতিক গুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ বৃত্তিসূমহের আদর্শ রূপায়ণ ঘটাতে পারলে উচ্চতর মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠবে বলে মিসকাওয়াহ বিশ্বাস করতেন। তাই পরিশেষে বলা যায় তৎকালীন যুগের পেক্ষাপটে তাঁর নৈতিক মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

**আল-গাযালি :**

মুসলিম দার্শনিকের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন আল-গাযালি (১০৫৮-১১১১খ্রিঃ)। ইসলামের মূল চিন্তার সাথে তাঁর চিন্তার সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব হল এই যে, যৌক্তিক বিচার- বিশ্লেষণ ছাড়া কোন কিছুকে তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করতেন না। সূক্ষ্ম এবং গভীর বিশ্লেষণ ছাড়া কোন মতবাদ বা বিষয়কে তিনি গ্রহণ করতেন না। নৈতিকার ক্ষেত্রে তিনি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআনে মানব জীবনের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণিত আছে তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আল-গাযালির নৈতিক তত্ত্ব। তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের প্রবণতা সমূহের সুষম বিকাশই হল তাঁর চরিত্র। ব্যক্তির অর্ন্তনিহিত প্রবণতার উপর আল-গাযালি বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন চরিত্র হল কোন ব্যক্তির অন্তঃস্থিত প্রবণতা ও শক্তিসমূহের প্রকাশ। আল-গাযালি তাঁর নীতি দর্শনে পাপ-পূণ্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়েও

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করেছেন। গাযালির নীতিদর্শনের পাপ-পূণ্যের ভিত্তি এবং উৎস সর্ম্পকে উল্লেখ করা যায়,

> এই জগতের কিংবা নিজের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভীতির অভাব হৃদয়ের সমুদয় পাপের মূল। আর আচরণের যাবতীয় পাপের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হলো হৃদয়ের পাপ। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা ভীতি,জগৎ ও নিজের প্রতি ভালোবাসার অনুপস্থিতি যাবতীয় পূণ্যের উৎস। আল-গাযালির সমগ্র নৈতিক দর্শনের চালিকাশক্তি হলো আল্লাহ। এই চালিকাশক্তি শুধু ব্যক্তির চিরন্তন মুক্তিই নিশ্চিত করে না, বরং সর্বোত্তম সামাজিক ও নৈতিক পূণ্যের ফসল উৎপন্ন করে। [৬৭]

গাযালি মনে করতেন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান, সৎ,সাহসী এবং ভাল আচরণের প্রতিভূ। আর এসব গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন করেন না, পরিবার, সমাজ তথা বিশ্ব সমস্যা মোকাবেলায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

**আল্লামা ইকবাল :**

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রি:)। ইকবাল নৈতিকতা সর্ম্পকে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো:

মুসলিম সমাজের উত্থান এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রগতিশীল কর্মকান্ডকে ইকবাল সমর্থন করতেন। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য ইসলামী চিন্তা-চেতনার সংস্কার এবং পুনর্গঠনের কথাও তিনি বলেছেন। সমকালীন যুগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তাঁর দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই তো তিনি সাহসিকতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমূলক পুনর্গঠনের কাজে। আর তিনি এটা করতে চেয়েছিলেন ইসলামের মূল শিক্ষাকে অক্ষুন্ন রেখে। ইকবাল সংসার ত্যাগী, আশাহীন, নির্লিপ্ত, বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে কর্মময় ও জ্ঞানময় জীবনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মানুষের জীবনের বিকাশ এবং প্রগতির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ইকবালের কাছে নিষ্ক্রিয় জীবন ছিল পাপময়। তাই তিনি গতিশীল সুষ্ঠু জীবন ধারার কথা বলেছেন। তিনি জীবনের ক্রিয়াকে সদগুণ এবং নিষ্ক্রিয় জীবনকে পাপ বলে অভিহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তো তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত মুসলমানদের চেয়ে সক্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত নাস্তিক বেশীগুণের, বেশীপূণ্যের অধিকারী। তাহলে দেখা যাচ্ছে নৈতিকতার সামাজিক দিকের উপর ইকবাল বেশি জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ব্যক্তিরপক্ষে সমাজের সঙ্গে জড়িত থাকা একটি আর্শীবাদ স্বরূপ, কারণ সমাজেই তার মূল্য পূর্ণতা লাভ করে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি তার উচ্চতর লক্ষ্য সর্ম্পকেও বিস্মৃত: এবং সে ধাবিত হয় অবক্ষয়ের দিকে। সমাজ জীবন ব্যক্তিকে প্রদান করে অন্যান্য ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রেণের ভার। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত, এবং মিলেমিশে চলার অবিরত সংগ্রামের ফলেই সম্ভব হয় নৈতিক প্রগতি। সন্ন্যাসী মাত্রই ধর্ম বিরোধী, কারণ তিনি এ সংগ্রামের মুখোমুখি হন না। [৬৮]

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইকবাল মানুষের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন Goodness বা ভালত্ব কোন বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়, বরং এই ভালত্ব বা শুভ নিহিত থাকে ব্যক্তির স্বাধীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে নৈতিকতার প্রতি আগ্রহে। তাই ভালত্ব, ন্যায়পরতা, উচিত-অনুচিত বিষয়গুলোর বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিষয়টি অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য,

> ইকবাল গতানুগতিক নৈতিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী নন। নৈতিকতার চিরাচরিত ধারণা বলতে কিছু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া নৈতিক বাধ্যবাধকতা তার প্রতি অন্ধ নিষ্ক্রিয় আনুগত্য দাবি করে। এ জাতীয় নৈতিক চিন্তা বা ধ্যান ধারণা নৈতিক ব্যাক্তিত্ব অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে ইকবাল মনে করেন। কেননা, তিনি মনে করেন যে, নৈতিক ভালত্ব-মন্দত্ব কোন বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়। নৈতিক ভালত্ব-মন্দত্বের ধারণা তাঁর মতে, নৈতিক আদর্শের প্রতি ব্যক্তির স্বাধীন সমর্থনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত বা পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কর্মের মধ্যে নৈতিক কল্যাণ বা ভালত্বের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং খুদীর বিকাশের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা অপরিহার্য। [৬৯]

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইকবাল তাঁর যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথাই বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর বুকে স্বর্গাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন যে সব ব্যক্তি জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে আগ্রহী নয় তারা কখনো ন্যায়নিষ্ঠ বা নীতিবান নয়। একটি ভাল সমাজ তথা বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকবালের

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত নৈতিক পথ অবলম্বন করলে মানব জীবন উন্নত তথা শান্তিময় হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**উপসংহার :**

উল্লেখিত দার্শনিকগণ ছাড়াও আল-কিন্দি, ইবনে সিনা, শাহ ওয়ালীউল্লাহসহ অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকগণও নীতি-নৈতিকতা সর্ম্পকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তৎকালীন যুগ এবং কালের প্রেক্ষাপটে মুসলিম দার্শনিকগণ নীতি-নৈতিকতা সর্ম্পকে যে মতামত ব্যক্ত করে মানব কল্যাণে যে ভূমিকা রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবীদার। তাই মুসলিম দার্শনিকদের নীতিদর্শন মুসলিম সমাজ তথা বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে কাজ করছে।

**চীনা নৈতিকতা :**

চৈনিক দর্শন জীবন কেন্দ্রিক। জীবনের উৎকর্ষ থেকেই এই দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছে। চৈনিক দর্শনের ক্ষেত্রে তিনটি শ্রেণী বিভাগ লক্ষ করা যায়। যথা:

১. গৌতম বুদ্ধের দর্শন

২. তাওদের দর্শন

৩. কনফুসিয়াসের দর্শন

নৈতিকতা, মানবতা, মূল্যবোধ এবং উৎকর্ষতা নিয়ে গড়ে উঠে ছিল চীনা দর্শন। চীনা দর্শনের উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটে কনফুসিয়াসের মাধ্যমে। চৈনিক দর্শনের বিকাশকাল এবং উন্নতিকাল কনফুসিয়াস থেকে শুরু হয় এবং তা শেষ হয় কিউ স্কুলে (Qin school) এসে। জার্মান দার্শনিক Karl Jasper এই বিকাশ এবং উন্নতিকালকে একসিয়াল (Axial Age) যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত সময়কালকে একশত স্কুলের সময়ও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে হেন রাজবংশের (Han Dynasty, 206 Bc -4AD) সময়ে এই শত শত স্কুলকে কমিয়ে নতুন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। এই শ্রেণীবিন্যাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি সীমা ট্যান

Dhaka University Institutional Repository

(Sima Tan) সকল স্কুলকে ভাগ করে ৬টি স্কুলে রূপদান করেন। চীনা বা চৈনিক দর্শনের এই ৬টি স্কুল হলো:

১. ইং উয়াং চিয়া (Ying Yang chia),

২. মিং চিয়া (Ming Chia),

৩. মো চিয়া (Mo-Chia)

৪. ফা-চিয়া (Fa- Chia)

৫. তাও টি চিয়া স্কুল (Tao-Te-Chia)ও

৬. জু চিয়া (Ju-Chia) স্কুল।

চীনা দর্শনের এই স্কুলগুলো নৈতিকতার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বরোপ করেছে। মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুন্দর ও নিপুণ দিক নির্দেশনার উন্মেষ ঘটেছে চীনা নীতি দর্শনে।

কনফুসিয়াসের পূর্বেও ধর্মীয় অভিমতের পাশাপাশা দর্শন চিন্তা বিরাজিত ছিল তবে কনফুসিয়াসের সময় থেকে প্রকৃত দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। কনফুসিয়াস ছিলেন সক্রেটিস এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। পাঁচ হাজার বছরের পুরানো চৈনিক সংস্কৃতিতে মানবতাবাদী নৈতিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কনফুসিয়াসের মতে মানব জীবনের পূর্ণতা ও সততা মানব কল্যাণমুখী কর্ম কান্ডের মধ্যে নিহিত। চৈনিক দর্শন তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের কথা ভাবতে গিয়ে নৈতিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। চৈনিক দর্শনেও আত্মগত সুখবাদ এবং উপযোগবাদের আলোচনা পাওয়া যায়। পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে দার্শনিক ইয়াং জু (yang chu) এবং মো জু (Mo Tzu) যথাক্রমে আত্মগত সুখবাদ এবং উপযোগবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনা আধুনিককালের সুখবাদ এবং উপযোগবাদের আলোচনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নিচে কনফুসিয়াসের মত উল্লেখ করা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

**কনফুসিয়াস :**

তিনি দুটি বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন-

১. আদর্শ রাষ্ট্র এবং

২. উত্তম বা ভাল মানুষ

কনফুসিয়াস( খ্রি. পূ. ৫৫১-৪৭৯) মনে করতেন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে থাকবে নৈতিকতা। কেননা নৈতিকতাহীন রাষ্ট্র বিশ্ববাস্তবতায় টিকে থাকা অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্রের প্রগতি এবং উন্নতি নির্ভর করে এই সুদৃঢ় নৈতিক অবস্থানের উপর। কনফুসিয়াস মনে করতেন নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক সদগুণের অধিকারী বলে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে। তিনি মনে করতেন মানুষ যখন স্বেচ্চায় নিয়ম-নীতি মেনে চলবে তখন মানুষ অবশ্যই ভাল হবে। তাঁর নীতি দর্শনে আবেগের চেয়ে বিবেকের প্রাধ্যন্য বেশি লক্ষ করা যায়। তিনি মানুষকে সৎচিন্তা, সত্যবাদিতাকে কর্মে অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছেন। কনফুসিয়াসের চিন্তা-চেতনা ছিল মানুষের সুকুমার বৃত্তি এবং মানস জগতকে জাগিয়ে তোলা। তিনি আধ্যাত্মিকতার উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে সৌজন্যতা, নৈতিকতা, আনুগত্য, সততার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। শুধু তাই নয় নৈতিকতার পথে অন্তরায় বা বাঁধাগুলো দূর করার কথাও তিনি বলেছেন। কনফুসিয়াসের নৈতিক মতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়,

> তিনি শুধু নৈতিকতার উপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। অধিকন্তু, যেসব বিষয় নৈতিকতার অন্তরায় হতে পারে তা-ও দূর করতে চেয়েছেন। যেমন, তিনি মনে করতেন যে, একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা আমাদের নৈতিক পথের অন্তরায় হতে পারে। তাই, প্রথমেই তিনি শব্দের অর্থ নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কনফিউসিয়াসের মতে, তিনিই সমাজের শ্রেয় ব্যক্তি (Superman), যিনি সৎ ও মধ্যপন্থা (middle path) অবলম্বন করেন। এই মধ্যপন্থা বলতে তিনি মনে করেন, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় এবং বিশ্ব শান্তি। [৭০]

কনফুসিয়াস মনে করেন অন্যান্য প্রচলিত বা সামাজিক আইনের চেয়ে নৈতিক আইন অনেকটা শক্তিশালী। তাঁর মতে মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিকসহ অন্যান্য আইন না মানলেও

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক আইন মানে। সামাজিক অন্যায়, অনৈতিকতা থেকে নৈতিক সদগুণ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

কনফুসিয়াস মূলতঃ তাঁর ( Lun-Ya) *Analects* গ্রন্থে নীতিদর্শন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কনফুসিয়াসের চিন্তা-চেতনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল নৈতিক শিক্ষা যে কারণে তিনি সমগ্র বিশ্বে একজন নীতি শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি চেয়েছেন সৎ, ন্যায় ও নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ যার থাকবে কিছু মহৎ সদগুণ। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ন্যায়পরতা, নৈতিকতা ভ্রাতৃত্ববোধ, আনুগত্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভবলোবাসা বা মমত্ববোধ ইত্যাদিকে তিনি সদগুণের অর্ন্তভূক্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমাজের উন্নতিকল্পে উল্লেখিত সদগুণাবলী সম্পন্ন নৈতিক মানুষের যে প্রয়োজন সে বিষয়টি তিনি ভালভাবে বুঝেছিলেন। আর সেজন্য তিনি পরিবেশের সর্ম্পকে তথা উন্নত পরিবেশের উপর জোর দিয়েছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। তিনি আলোকিত মানুষ চেয়েছেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে রয়েছে মানবতাবাদের জয়গান। সংক্ষেপে বলা যায় কনফুসিয়াসের দর্শনের প্রধান দিক ছিল নৈতিকতা আর এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল মানুষ। মানুষকে তিনি আত্মা বিশ্লেষণের কথা বলেছেন। তাই তাঁর নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বও তাৎপর্য স্মরণযোগ্য।

চীনে নব্য কনফুসিয়বাদ অর্থাৎ কনফুসিয়বাদের পাশাপাশি চীনে তাওবাদ, মোহিবাদ, নাম সম্প্রদায়, ইং ইয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায় নীতি দর্শন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছে।

**জাপানি নৈতিকতা :**

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মত জাপানিদের ক্ষেত্রেও দর্শন চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। এই জাতির মধ্যে দর্শন চিন্তার কিছু ধারা বা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। জাপানিদের দর্শন চিন্তার মধ্যে ছিল শিনতো ধর্ম, পরমসত্তা ও অবভাসিক জগত। প্রকৃতিকে তারা সম্মান বা শ্রদ্ধা করতো। জাপানিদের দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা বড় একটা স্থান দখল করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানিরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানবপ্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, দয়া, উদারতা প্রভৃতিকে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে জাপানিরা মানুষের আচার-ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাপানিদের মতে মানুষ যদি তার প্রকৃত স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হয় তবে অবশ্যই ভাল করবে। প্রকৃত স্বভাব বলতে তারা মানুষের ভাল আচরণকে বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা গৌতম বুদ্ধের আদর্শকে ইঙ্গিত করেছেন।

জাপানিদের ব্যক্তি চিন্তায় সহনশীলতা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আর এই সহনশীলতার কারনে দর্শন, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার ধর্মকে তারা সহজে গ্রহণ করেছে। তাই দেখা যায় জাপানিদের নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিনয়ী এবং ভদ্র জাতি হিসেবে জাপানিরা মানুষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মানুষকে তারা দেখে প্রকৃতির সন্তান হিসেবে অর্থাৎ তাদের কাছে মানুষ হলো প্রকৃতির সন্তান।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে জাপানিরা মানুষের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের উপরই বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। এবং সেই সাথে প্রায়োগিক দিকটাকে তারা বেশী করে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। তাই বলা যায় উদার মন-মানসিকতার অধিকারী জাপানিরা যে সহজ-সরল অর্থাৎ 'ভাল জীবন' যাপনে অভ্যস্ত তা আজকের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বাস্তবতায় বর্তমান সমাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

**ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা :**

ভারতীয় দর্শনের এক বিস্তৃত-বিশাল পরিসর জুড়ে অবস্থান করছে নৈতিক চিন্তা-চেতনা। তাই এই দর্শনে নৈতিকতার স্থান এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নীতি- নৈতিকতা সর্ম্পকেও গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার বিষয়টি মানবকল্যাণমুখী। পাশ্চাত্য দর্শনে যেখানে আমরা জগৎকেন্দ্রিক নৈতিকতার আলোচনা বা অবস্থান দেখতে পাই সেখানে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি অনেকটা জীবন ঘনিষ্ঠ অর্থাৎ জীবন কেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয়টির উত্থান ঘটেছে ভারতীয় দর্শনে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার বিষয়টি মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বাস্তব সমস্যা বা

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখবোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে। এই জীবনবাদী নৈতিকতার আলোচনা আমরা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই। তবে বর্তমান আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ নয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থাৎ (১) চার্বাক (২) জৈন (৩) বৌদ্ধ (৪) সাংখ্য (৫) যোগ (৬) ন্যায় (৭) বৈশেষিক (৮) মীমাংসা এবং (৯) বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত থাকবে নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা। ভারতীয় দর্শনের উল্লেখিত নয়টি সম্প্রদায় আবার দু 'টি ভাগে বিভক্ত। যথা: নাস্তিক ও আস্তিক সম্প্রদায়। যেসব সম্প্রদায়গুলো বেদে বিশ্বাসী তারা আস্তিক আর যেসব সম্প্রদায়গুলো বেদে বিশ্বাসী নয় তারা নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। তবে উভয় সম্প্রদায়গুলি তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তৃত পরিসরে ভারতীয় দর্শনের উল্লেখিত সম্প্রদায়গুলোর নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য নির্দেশ :


১. *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 4, 15th Edition, p. 578

২. Frankena, W. K., *Ethics*, Second edition, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1997, p .6

৩. Lillie, W. , *An Introduction to Ethics, Mathuen*, London, 1966, p.1-2

৪. Mackenzie, Johns., *A Manual of Ethics*, University Tutorial Press Ltd., London, 1964, p.1

৫. Taylor, Paul W., Principles of Ethics: An Introduction (Dickenson Series in Philosophy), Dickenson Publishing Company, 1975, p.1

৬. Velasquez, Manuel G., Business Ethics: Concepts an cases, Prentice Hall, 5th Edition, 2001. p.8

৭. Weber, Alfred, *History of Philosophy*, Tr. Frank Thilly, Suejeet Publications, Delhi, 2002, p. 422

৮. রহমান, আ. ফ. ম. উবায়দুর, *দর্শন-৪: নীতিবিদ্যা*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ০৩

৯. বেগম, হাসনা, *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯০, পৃ. ২৭

১০. খানম, রাশিদা আখতার, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১৪-১১৫

১১. হামিদ, ড. এম. আবদুল, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫

১২. হোসেন , সেলিনা , *সংস্কৃতি ও নৈতিকতা* , দৈনিক সমকাল পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক *কালের খেয়া*, সংখ্যা -২১১, ১৫জানুয়ারি ২০১০ পৃ. ৪

১৩. Frankena, W. K., *Ethics*, Second edition, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1997, p .6

১৪. ইসলাম, ড. আমিনুল, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২১৭-২১৮

১৫. চাকমা, ড. নীরুকুমার, *বিশ্বনৈতিকতা*, প্রথম অ্যালামনাই বক্তৃতা ২০০৯, *প্রাণপ্রবাহ*, দ্বিতীয় পুনর্মিলনী ২০০৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২০ (মূলঃ Global Responsibility, Page- 25)

১৬. হারুন, শরীফ, *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৩

১৭. চাকমা, ড. নীরুকুমার, *বিশ্বনৈতিকতা*, প্রথম অ্যালামনাই বক্তৃতা ২০০৯, *প্রাণপ্রবাহ*, দ্বিতীয় পুনর্মিলনী ২০০৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৩

১৮. হোসেন , সেলিনা , *সংস্কৃতি ও নৈতিকতা* , দৈনিক সমকাল পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক *কালের খেয়া*, সংখ্যা -২১১, ১৫জানুয়ারি, ২০১০ পৃ. ৫

১৯. ইসলাম, কাজী নূরুল (সম্পাদিত), *দর্শন সমাজ ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে রাসেল*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন- ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ১০৭

২০. রায়, ডক্টর প্রদীপ, (অনু.) বার্ট্রান্ড রাসেল *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন : নির্বাচিত অংশ]*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৩৩

২১. খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১৭ মূলগ্রন্থঃ A. D. Lindsay, ed., *Socratic Discourse,* Dent and Sons, London, 1954, PP. 121-23

২২. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

২৩. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৫
২৪. সিদ্দিকী, জহুরুল আলম, *অ্যারিস্টটল*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৭
২৫. Stace, W.T., *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan, ST Martin's Press, 1972, p. 159 – 160
২৬. *Ibid*, p. 353
২৭. *Ibid*, p. 350
২৮. Oxford Dictionary, 2nd Edition, p. 1107
২৯. খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৪৬ মূলগ্রন্থ: J. S. Mill, *Utilita Rianism, Liberty and Representative Government*, Everyman's Library, London, 1964, P. 5
৩০. মিল,জন স্টুয়ার্ট, *উপযোগবাদ*, অনুবাদ, হাসনা বেগম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৫
৩১. খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৫২
৩২. Mill, J. S., *Utilitarianism*, Everyman's Library, New York, 1964, p. 257
৩৩. *Ibid*, p. 37
৩৪. *Ibid*, p. 10
৩৫. Lillie, W., *An Introduction to Ethies*, Mathuen, London, 1966 p. 167
৩৬. আবদুল বারী,*মুহম্মদ,উপযোগবাদ: তত্ত্ব ও সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪ পৃ. দশ
৩৭. কান্ট, ইমানুয়েল, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৬৮
৩৮. ওয়াহাব, শেখ আব্দুল, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১২ মূলগ্রন্থ: *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, Tr. T.K. Abbott, with an introduction by Marvin Fox, Boobs- Merrill, Educational Publishing, Indianapolis.
৩৯. কান্ট, ইমানুয়েল, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৯
৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৬০
৪৪. Kant, Immanuel, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, Tr. T.K. Abbott, with an introduction by Marvin Fox, Boobs- Merrill, Educational Publishing, Indianapolis, P. 38
৪৫. খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৭৭
৪৬. Russell, B., *An Outline of Philosophy, Routledge, London, 1993, p. 188*
৪৭. হোসেন, মো. শওকত, *জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুরের দর্শন*, তিথি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২৮ মূলগ্রন্থ: Moore, G. E., *Principia Ethica*, Cambridge University Press, London, 1976.
৪৮. মতীন, আবদুল, (সম্পা.), *দর্শন ও প্রগতি*, ম্যুরের নীতিতত্ত্বে 'ভাল'- *এর সংজ্ঞায়নাতীত ধারণা ও তার প্রমাণ*, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ. ৫০
৪৯. ওয়াহাব, শেখ আব্দুল, বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

৫০. হামিদ, ড. এম. আবদুল, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৬ মূল: Moore, G. E., *Principia Ethica*, Cambridge University Press, London, 1976, Preface.
৫১. হামিদ, ড. এম. আবদুল, *বিশ্লেষণী দর্শন: জি. ই. ম্যুর*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮৯-৯০
৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫
৫৩. Edel, A., *Methods in Ethical Theory*, London, R&K. Paul, 1963, p. 112.
৫৪. Marks, Karl., & Engels, Friedrich *The German Ideology*, 1996, p . 47
৫৫. রশীদ, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭,পৃ. ১৬৫-১৬৬
৫৬. Marx, Karl., & Engels, Friedrich, The *Communist Manifesto*, (Oxford World's Classic), Oxford University Press, USA, *2008, p.* 44
৫৭. Charles Taylor, *"Marxism and Empiricism" in British Analytical Philosophy*, B. Williams and A. Montefiore (ed.), (York: Humanities press, 1966), pp. 144-145
৫৮. রশীদ, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭,পৃ. ১৬৬
৫৯. Marx, Karl., *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Moscow : progress Publishers, 1977, p. 96
৬০. MacIntyre, Alasdair, *A short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century*, Second Edition, ( Routledge, London) 1988, p. 213
৬১. yy মতীন, আবদুল, (সম্পা.), *দর্শন ও প্রগতি*, মার্কসবাদ ও নৈতিকতা, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ. ৯৯
৬২. Hai, Saiyed Abdul, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation Bangladesh, Second Edition, Dhaka, 1982, p.1-2
৬৩. Sharif, M.M., *A History of Muslim philosophy*, (ed.) Low price publications, Delhi-2004, vol.1, p. 447
৬৪. *Ibid*, p. 447
৬৫. ইসলাম, ড. আমিনুল, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২ পৃ. ১৪১
৬৬. রহমান, মো. মাহবুবুর, *মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক পরিচিতি*, ইছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৭
৬৭. আলম, ড. রশীদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, মূল: Prof. Umaruddin, *The Ethical philosophy of Al-Ghazli,* p. 153
৬৮. ইসলাম, ড. আমিনুল, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮০
৬৯. হামিদ, ড. মো. আবদুল ও হাই ঢালী, ড. মুহাম্মদ আবদুল, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২১৬
৭০. ইসলাম, আজিজুন্নাহার ও ইসলাম, কাজী নূরুল, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ভারতীয় দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে নৈতিকতার আলোচনা

**ভূমিকা :**

সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং রাখছে। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, সঙ্গীত, কৃষ্টি, শিল্পকলাসহ প্রভৃতি মানবিক এবং মননশীল বিষয়গুলো যুগ যুগ ধরে সভ্যতার বিকাশের উপাদান হিসেবে মানব জীবনের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এর মধ্যে ভারতীয় দর্শন এবং এর নৈতিকতা মানব জীবনকে করেছে আরো পরিশীলিত, সহনশীল এবং উন্নত। নিচে প্রথমে ভারতীয় দর্শন এবং পরে ভারতীয় নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

**ভারতীয় দর্শন কি :**

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের অবদান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে দর্শন। আর ভারতীয় উপমহাদেশের জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা ও তার যৌক্তিক অনুসন্ধানই হচ্ছে ভারতীয় দর্শন। সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শন বলতে বুঝায়, "প্রাচীন যুগ হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের হিন্দু, অহিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর চিন্তাবিদের বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত মতবাদই ভারতীয় দর্শন। ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতবর্ষের সমগ্র তত্ত্বচিন্তাকে বুঝায়।" [১]

ভারতীয় দর্শন সর্ম্পকে আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায়,

'ভারতীয় দর্শন' কথাটির অর্থ অনেকের কাছে সুস্পষ্ট নয়। কারণ, এই কথার পৃথক দুটি অর্থ হতে পারে। যথা: এক, ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখার অধীন চিন্তাবিদ্‌গণের বিশ্বব্যবস্থা সম্বন্ধীয় যাবতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুচিন্তিত অভিমতকে বোঝাতে পারে। অথবা দুই, ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত চিন্তাবিদদের দ্বারা জগৎজীবন সম্বন্ধীয় চিহ্নিত-সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুচিন্তিত মতামতকে ভারতীয় দর্শন বোঝাতে পারে। . . . . তাই, ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্গত যাবতীয় মনীষীগণের সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা সম্বন্ধে চিহ্নিত সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সুচিন্তিত, মৌলিক, পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে আলোচনা, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন বা সত্যানুসন্ধান তাকেই ভারতীয় দর্শন বলা যায়। [২]

আধ্যাত্মিকতা এবং সত্যের ব্যবহারিক উপলব্ধির উপর ভারতীয় দর্শন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। জীবন দর্শন বা জীবনের মূল্য উপলব্ধির উপর এই দর্শন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতবর্ষে ভারতীয় দর্শন তার নিজস্ব ভিত্তি এবং স্বকীয়তা নিয়ে স্বমহিমায় অবস্থান করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন,

> In India Philosophy stood on its own legs, and all other studies looked to it for inspiration and support. It is the master science guiding other sciences, without which they tend to become empty and foolish. [৩]

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ সমস্ত দেশের দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে ক্রমিকানুসারে। একটি দার্শনিক সম্প্রদায় আবির্ভূত হওয়ার পর তা কিছুকাল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কিছুদিন পর আরেকটি দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ, বিকাশ, প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্মেষ একই সঙ্গে না ঘটলেও একই সময়ে সম্প্রদায়গুলো সমান্তরালভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় ভারতবর্ষে দর্শন জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরেছে। ভারতীয় দর্শন জীবনের বাস্তবতা এবং প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে অঙ্কিত হয়েছে মানব জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ। দূরদৃষ্টি এবং অর্ন্তদৃষ্টির এক

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে ভারতীয় দর্শনে। ভারতীয় দর্শন মানব জীবনকে তুলে ধরেছে সুউচ্চে, ভারতীয় দর্শন তার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে জীবন এবং জগতের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়সমূহকে। S.C Chatterjee এবং D.M. Datta' র মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়-

> Indian Philosophy discusses the different problems of Metaphysics, Ethics, Logic, Psychology and Epistemology, but generally it does not discuss them separately. Every problem is discussed by the Indian philosopher from all possible approaches, metaphysical, ethical, logical, psychological and epistemological. [৪]

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় একে অন্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোন দার্শনিক সম্প্রদায় তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতামত ভালো করে জানার চেষ্টা করতেন এবং যুক্তির সাথে তা খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। আর এই পারস্পরিক যুক্তি-তর্ক এবং আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ দর্শন ভাণ্ডার। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> ভারতে বিভিন্ন দর্শন একই সময়ে বিরাজ করে পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে পরস্পরের জানার সুযোগ লাভ করে। সে জন্য প্রত্যেক দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগ ব্যাখ্যা করে তা খণ্ডন করে, নিজের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক দর্শন অপরের অভিযোগ শ্রদ্ধার সাথে বিচার করে দেখার ও সুস্পষ্ট করার সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়। ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাশের আলোচনায় পারস্পরিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। [৫]

ভারতীয় দর্শন যে বিশালত্বকে ধারণ করেছে সেখানে এসে মিশে গেছে বিভিন্ন পথ এবং মত। এ প্রসঙ্গে S.C. Chatterjee এবং D.M. Datta 'র বক্তব্য উল্লেখ করা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

"Indian philosophy denotes the philosophical speculations of all Indian thinkers, ancient or modern, Hindus or non- Hindus, theists or atheists." [৬]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দর্শনের মত ভারতীয় দর্শনও সে দেশের মূল সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে নিবিড়ভাবে। আর এর ফলে ভারতীয় জীবনবোধ লাভ করেছে পরিশীলিত রূপ। ভারতীয় দর্শনের সব দার্শনিক সম্প্রদায় বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। সব দর্শনই প্রাধান্য দিয়েছে যুক্তিবাদিতাকে। সাথে সাথে গ্রহণ করেছে সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা এই দর্শনের পরিধিকে করেছে আরো ব্যাপক। ভারতীয় দার্শনিকগণ আত্মোপলব্ধির জন্যে জগৎ সম্পর্কে যাবতীয় সম্ভাব্য প্রশ্নের যথার্থ বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন জীবনের তাৎপর্য। বিশ্ব সম্পর্কে চিহ্নিত মৌলিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতবর্ষে যুগ পরিক্রমায় অর্থাৎ প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় জীবন এবং জগৎ সম্পর্কিত নানামুখী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর এই আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকগণ থেকেছেন সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। তাই ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটা সর্বজনীন আবেদন লক্ষ করা যায় যার ফলে এই দর্শন অর্জন করেছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি এবং তীব্র প্রয়োজনবোধ এই দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে দর্শন অনুশীলনের গুরুত্ব ভারতীয় দর্শন যথাযথভাবে তুলে ধরেছে। তাই তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই দর্শন স্বতন্ত্র দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভারতীয় দর্শন শুধু জীবন ও জগতের জ্ঞান অনুসন্ধান করেনি, অনুসন্ধান করেছে পরজগতের জ্ঞানও। আর এ ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রহণ করেছে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে দার্শনিক জ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারতীয় দর্শন মানব জীবনে হতাশা থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। মানুষকে দেখায় আশার পথ। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় মানব জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির উপর যথেষ্ট গুরুত্বআরোপ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই সংক্ষেপে বলা যায় জীবন ও জগতের প্রকৃতি, স্বরূপ, অর্থ, উৎপত্তি, অবস্থান এবং বিশ্বের মৌল নীতি ও সূত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে দর্শন তাই ভারতীয় দর্শন। অন্যভাবে বলা যায় ভারতীয় সীমারেখার মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের মনীষীগণ বিশ্ব সম্পর্কে চিহ্নিত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক, সুচিন্তিত এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নকে ভারতীয় দর্শন বলে।

**ভারতীয় দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে নৈতিকতা :**

পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, গ্রীকসহ অন্যান্য দর্শনের মত ভারতীয় দর্শন ও নৈতিকতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতীয় দর্শন যেহেতু অন্যান্য দর্শনের মতো তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়, এই দর্শনের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে প্রয়োগবাদিতা। ভারতীয় দর্শনের এই প্রয়োগিক দিকটিই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও নীতিবিদ্যা বা নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা এই দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম উৎস হচ্ছে গীতা। এই গীতায় নৈতিকতা সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গীতায় মুক্তি লাভের জন্য তিনটি পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো : জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ।এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়,

> গীতা কর্ম,জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সাধন তত্ত্ব প্রচার করে। গীতার মতে ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান বন্ধনের কারণ। আসক্তি ও অহং বুদ্ধিত্যাগ করে ফলাফলে উদাসীন হয়ে কর্ম সম্পাদনে বন্ধন হয় না। আবার আত্মজ্ঞান ব্যতীত আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। অতএব কর্মযোগ সিদ্ধিলাভের জন্য জ্ঞান লাভের দরকার। আত্মজ্ঞান লাভ হলে ভগবানে পরাশক্তি জন্মায়। এভাবে কর্মের সাথে জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সাথে ভক্তির সংযোগে সাধনা সর্ম্পূণতা লাভ করে। [৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় দর্শন যেহেতু জীবন ঘনিষ্ট দর্শন তাই এই দর্শনের নৈতিকতাও জীবন ঘনিষ্ট। ভারতীয় চিন্তা-চেতনার জীবন ঘনিষ্টতার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপলব্ধি আমরা তাদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় দর্শন বলতে জীবনের মূল্য উপলব্ধি অর্থাৎ নৈতিকতার উপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় মানুষের বর্তমান জীবনের বাইরে মহত্তর জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবনের মূল্যবোধের উপর গুরুত্বরোপ করেছেন। এই মূল্যবোধকে তাঁরা মনে করেন জীবনের পরমার্থ। তাই আমরা দেখতে পাই ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের স্বীয় মূল্যবোধ এবং আদর্শের দ্বারা মোক্ষ লাভের কথা বলেছেন। তবে মোক্ষের স্বরূপ বা প্রকৃতি সর্ম্পকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ভারতীয় দর্শনের অভ্যন্তরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নীতিবিদ্যা এবং ধর্ম। আর এই ধর্ম এবং নৈতিকতা একত্রে অনুসন্ধান করেছে মানব কল্যাণের পথ।

তাই সর্বভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে দর্শন ও ধর্মকে আমরা দেখি অভিন্ন সত্তায় একীভূতরূপে। ভারতীয় দার্শনিকগণ বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করার জন্য নিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণ বা নৈতিকতাকে জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বকে বোঝা এবং তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুশীলন দ্বারা জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব। আর এই সত্য ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে বলে এই দর্শন একই সঙ্গে বাস্তববাদী এবং নৈতিকতাসম্পন্ন।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি নৈতিকতা সর্ম্পকে এই আলোচনা করেনি। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্নভাবে নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা দেখা যায়। তবে বৃহৎ নয়টি দর্শন সম্প্রদায়ে এই আলোচনার উল্লেখ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। চিত্তের

Dhaka University Institutional Repository

শুদ্ধতা, মানব জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, নৈতিক শুচিতা প্রভৃতির উপর ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় বেশ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

একমাত্র চার্বাক দর্শন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অন্য সব (আটটি সম্প্রদায়) সম্প্রদায়গুলো জগৎব্যাপী এক নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকে। আর এই বিশ্বাসের কারণেই ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানুষ যদি এই সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম-কানুন মেনে না নিত তাহলে দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তবে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায় এই "নিয়ম" কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে, যেমন-ঋকবেদে "ঋতু", মীমাংসা দর্শনে "অর্পূব", ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে "অদৃষ্ট" নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> বেদে যা 'ঋতু' মীমাংসায় যা 'অপূর্ব' এবং ন্যায় বৈশিষিক দর্শনে যা 'অদৃষ্ট ' তা-ই সাধারণভাবে 'কর্মবাদ' বলে বলে পরিচিত। কর্মবাদকে আমাদের কর্মের নৈতিক ফলাফল অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের সংরক্ষণ সংক্রান্ত নিয়ম বা নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম বলা যেতে পারে। ভারতীয় দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, এরকম একটি নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ কাজের ফলে পুণ্য এবং অসৎ কাজের ফলে পাপ হয়। [৮]

ভারতীয় দার্শনিকরা জগতকে চিত্রিত করেছেন নৈতিক রঙ্গমঞ্চ হিসেবে যেখানে জীব হল অভিনেতা আর জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হল পোশাক স্বরূপ। জীব এসব পোশাক পরে নিজস্ব ভূমিকায় অভিনয় করে দুঃখকে অতিক্রম করে কল্যাণের পথে এগিয়ে যায়। ভারতীয় দর্শন নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধ্যান এবং শুচিতা বা আত্মসংসম অনুশীলনের কথা বলেছে। ভারতীয় দর্শন মতে ধ্যান করলে প্রকৃত সত্য ধরা দেয় যা মানব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি ঘটে। আর আত্মা শুদ্ধ না হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি থেকে যায় ফলে মানুষের পক্ষে সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আর এজন্য সমস্ত ভারতীয় দর্শনে আত্মশুদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলা হয়েছে। কেননা আত্মার শুদ্ধি না ঘটলে নৈতিক জ্ঞান তথা সত্য জ্ঞান সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শন একদিকে নৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি শুভ কাজ, ইন্দ্রিয় সংবরণ, সততা, ভোগ-বিলাস, নিয়ন্ত্রণ, অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতি নৈতিক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

প্রায় সব ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে। আর এই মোক্ষকেই একমাত্র পরম পুরুষার্থ বা কাম্য বলা হয়েছে। মোক্ষের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকরা ভিন্ন মত পোষণ করলেও তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে মোক্ষ হল দুঃখ থেকে নিবৃত্তি। আর এই মোক্ষ বা মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে নৈতিক জীবন যাপন করা। নৈতিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন ছাড়া মানুষের পক্ষে এই মোক্ষ লাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ আরেকটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল দর্শন বিষয়ে পড়াশুনা করতে হলে নৈতিক জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। ভারতবর্ষের দার্শনিকরা মনে করতেন সমগ্র মানব জীবনকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে হলে দার্শনিক জ্ঞান অপরিহার্য। আর এই জ্ঞান অর্জন করতে গেলে ব্যক্তিকে অবশ্যই নৈতিক হতে হবে। আর এই নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে ঘটবে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ। ভারতীয় দর্শন হলো জীবনকেন্দ্রিক দর্শন জগৎ কেন্দ্রিক নয়। তাই জীবন যাপন প্রণালীর উপর স্বাভাবিকভাবে এই দর্শন বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পাশ্চাত্য দর্শন জগৎকেন্দ্রিক। বিশ্বের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে এই দর্শন। কিন্তু ভারতীয় দর্শন জগৎ সমস্যার পরিবর্তে জীবন সমস্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে জীবন জিজ্ঞাসা। জীবনের লক্ষ্য কি, জীবনের অর্থ এবং পরিণতি কী, কিভাবে জীবন যাপন করলে মৃত্যুকে জয় করে পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ আলোচনা করেছেন। আর এই সব আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় দার্শকিগন নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মের আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবাসীর চোখে দর্শন হলো সত্যের সন্ধান। আর এই দার্শনিক অনুসন্ধান শুধু জীবন সম্পর্কে নয় জগৎ সম্পর্কেও। জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে মানুষ তাঁর নিজস্ব ঠিকানাটি সহজে বুঝে নিতে পারবে না। জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে স্রষ্টা এবং জীবকূলের জ্ঞান লাভ যেমন সম্ভব নয় তেমনি নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনাও সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে দর্শনের উৎপত্তি যেভাবে এবং যেখান থেকে হোকনা কেন দর্শন থেকে নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা এবং নীতিবিদ্যা সম্পর্কে *M. Hiriyanna* তাঁর *Outlines of Indian Philosophy* গ্রন্থের বলেন,

> Owing to the spirit of renunciation that runs through them all, the way of life which the Indian doctrines prescribe may be characterized as aiming at transcending morality as commonly understood. In other words, the goal of Indian philosophy lies as much beyond Ethics as it does beyond logic. [৯]

কেননা দর্শনের প্রভাব জীবনের উপর খুব বেশি। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শনের বিভিন্ন বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন- নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, মনোদর্শন ইত্যাদি বিষয় পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ একটি সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই ভারতীয় দর্শনে একটি বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে চলে এসেছে একাধিক বিষয়। যেমন- নীতিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, পুরুষার্থ, পরম পুরুষার্থ লাভের বিভিন্ন মার্গগুলো। এখন এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

**কর্মবাদ :**

কর্মবাদ ভারতীয় দর্শন এবং জীবনবোধকে পরিচালিত করে থাকে। ভারতবর্ষের দার্শনিকরা এই কর্ম নিয়ম বিশ্বাস করে থাকেন। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সব সম্প্রদায়েই (যেমন: সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন) এই কর্ম-নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই কর্মবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষকে তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ যে মানুষ যেমন কাজ করবে তাকে তেমন ফলাফল অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই কর্ম নিয়ম সর্ম্পকে S. C. Chatterjec and D. M. Datta বলেন,

> In general the law of *karma* (action) means that all actions, good or bad, produce their proper consequences in the life of the individual who acts, provided they are performed with a desire for the fruits thereof. [১০]

এই কর্মবাদের নীতিটি অনেক বেশি পুরাতন বা প্রাচীন। পবিত্র বেদে আমরা এই কর্মবাদের উল্লেখ দেখতে পাই। এই কর্মবাদের নীতিটি এমন একটি নীতি যা শুধু মানুষ নয় দেবতাদেরও মানতে হয়। এ প্রসঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন,

> Turning to the ethics of the Rg-Veda, we find that the conception of Rta is of great significance. It is the anticipation of the law of karma, one of the distinguishing characteristics of Indian thought. It is the law which pervades the whole world, which all gods and men must obey. [১১]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মবাদের এই নিয়ম বা নীতিকে কখনো খণ্ডন বা লঙ্ঘন করা যায় না। কর্মফলকে কখনো নষ্ট করা যায় না, ভাল-খারাপ, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পূণ্য প্রভৃতি গচ্ছিত থাকে মানুষের কর্মের ফলের মাধ্যমে। তাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শনে এই কর্মবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

**উৎপত্তিগত অর্থে কর্ম :**

কর্ম শব্দটি এসেছে "কৃ" ধাতু থেকে। "কৃ" ধাতুর অর্থ হলো কাজ করা। এই কাজ বলতে দৈহিক এবং মানসিক সব ধরনের কাজকেই বোঝায়। আর এই প্রতিটি কাজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন করে থাকে। প্রতিটি কর্মের আবার তিন ধরনের ফল লক্ষ করা যায়- ভাল, মন্দ ও মিশ্র। ফলাফল হবে কর্ম অনুযায়ী। জীবন কর্ম অনুসারে তার কর্মের ফল ভোগ করে থাকে। ভাল বা সৎকর্মের ক্ষেত্রে ফলাফল প্রাপ্তি হয় পূণ্য এবং সুখময় জীবন। আর মন্দ বা অসৎ কর্মের ক্ষেত্রে ফলাফল হিসেবে দেখা দেয় দুঃখবোধ এবং প্যাপময় জীবন। ভারতীয় দর্শনে এই কর্মবাদকে বলা হয়ে থাকে নৈতিক কার্যকারণবাদ। কার্যকারণবাদ অনুযায়ী যেখানে কারণ থাকবে সেখানে কার্য থাকবে, তেমনি কর্মবাদ অনুযায়ী যেখানে কর্ম থাকবে সেখানে কর্মের ফল থাকবে। আর কর্মানুযায়ী এই ফল ভোগ করতে হবে। কর্মফল ভোগকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এই পৃথিবীতে মানুষ সর্বদাই তার কর্ম করে যাচ্ছে। আর মানুষের এসব কর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) সকাম কর্ম এবং (খ) নিষ্কাম কর্ম। এখন এই দুই প্রকার কর্ম ব্যাখ্যা করা হলো:

**(ক) সকাম কর্ম :**

যে কর্মের পেছনে ফল লাভ এবং ভোগের আশা থাকে তাকে সকাম কর্ম বলা হয়। এই সকাম কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের লোভ-লালসা, রাগ, হিংসা-দ্বেষ, মোহ ও কামনা যুক্ত থাকে। মানুষের কামনা-বাসনা থেকেই জাগ্রত হয় এই সকাম কর্ম। সংসারের প্রতি জীবনের বন্ধন তৈরির

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে এই সকাম কর্ম। মানব জীবনের দুঃখ-কষ্ট এই সকাম কর্মের মাধ্যমে এসে থাকে। মীমাংসা দার্শনিকরা মনে করেন, জীব সকাম কর্ম সম্পাদন করে বলে তাকে বারবার জন্ম নিতে হয় এবং এই জগতের সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করতে হয়। [১২]

**(খ) নিষ্কাম কর্ম :**

কোন কাজের ফল লাভ বা ভোগের আশা না করে যে কর্ম বা কাজ করা হয় তাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। এই নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে মানুষ জীবন ও জগতের স্বরূপ জেনে-বুঝে, বিশ্লেষণ করে কর্ম করে থাকে। এই কর্মের পেছনে কোন রকম লোভ-লালসা, হিংসা, মোহ থাকেনা। অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ের প্রতি মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষা এখানে থাকে না। মানুষের জীবনের মুক্তি নির্ভর করে এই নিষ্কাম কর্মের উপর। মানব জীবনে মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে এই নিষ্কাম কর্ম। তাই আমরা দেখতে পাই সব কর্মবাদী দার্শনিক মানব জীবনের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য মানুষকে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে এ সর্ম্পকে বলা হয়েছে যে, নির্বাণ লাভ করার পর যদি অসক্তিহীনভাবে যদি কর্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে বন্ধন মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। জীব যখন বুঝতে পারে যে সব সুখের মূলে আছে মূলত দুঃখ এবং জীবন ও জগতের প্রতি যখন তাঁর ঔদাসীন্য প্রকাশ পায় তখন সে সকাম কর্ম সম্পন্ন করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। মীমাংসা দার্শনিকরা এই নিষ্কাম কর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন যে, কর্মের জন্য কর্ম করতে হবে, এখানে কোন ফল লাভের আশা করলে চলবে না। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টও অনুরূপ কথা বলেছিলেন কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে, কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয়।

**জন্মান্তরবাদ :**

ভারতীয় দর্শনের নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে জন্মান্তরবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান দখল করে আছে। এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জন্মান্তর নীতি অনুযায়ী জীবের মৃত্যু ঘটলে শুধু দেহের বিনাশ হবে, আত্মার নয়। আত্মার

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্জন্ম হয়ে থাকে, আর তখন সেই আত্মা পুনরায় একটি নতুন দেহ ধারণ করে থাকে। জীবনের কর্ম এবং কর্মের ফলভোগের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। জীবনকালের মধ্যে জীব যদি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ না করতে পারে, তবে এই ফলভোগের জন্য আত্মাকে আবার নতুন কোন দেহ ধারণ করে এই জগৎ সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ কর্মের ফল কখনো নষ্ট বা ধ্বংস হয় না। কর্মফলের নৈতিক মূল্য ভাল-খারাপ যাই হোক না কেন তা গচ্ছিত থাকে। জন্মান্তর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে জন্ম হতেই থাকবে যতক্ষণ না কর্মফল ভোগ শেষ হবে। শুধুমাত্র সকাম কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম হয়ে থাকে। নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না, যদি পূর্বে জীবের কৃত কর্মের ফল ভোগ করা হয়ে থাকে। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি যেসব ব্যক্তি ধর্ম কর্ম করেন তারা অনেক সময় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন, আর যারা অন্যায় বা পাপকর্মে লিপ্ত থাকেন তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে সবসময় ব্যক্তির বর্তমান জীবন যাপন প্রণালীর ব্যাখ্যা দ্বারা এর ফল ব্যাখ্যা করা যায় না। উল্লেখিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য জন্মান্তরবাদ অনস্বীকার্য। যদি দেখা যায় ধার্মিক ব্যক্তি এ জীবনে দুঃখ ভোগ করছেন তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি তার পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন। যারা অন্যায় করেছেন বা পাপকর্ম করেছেন তাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের দার্শনিকরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন কর্মবাদের দ্বারা। অতীত বর্তমান রচনা করছে, আবার এই বর্তমান ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। গীতায় নতুন পোশাক পরার সাথে তুলনা করা হয়েছে এই জন্মান্তরকে। জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক বাদ দিয়ে মানুষ যেমন নতুন পোশাক পরে তেমনি মানবত্মাও পুরানো দেহ বাদ দিয়ে নতুন দেহ ধারণ করে থাকে। আর একেই বলে জন্মান্ত র। অর্থাৎ সংসার জীবন মানেই হলো জন্ম-জন্মান্তর। বৌদ্ধ দর্শনে এই জন্মান্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভবচক্র হিসেবে। বেদান্ত দর্শনেও কর্মবাদের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। জড়বাদী চার্বাক দর্শন এই কর্মবাদ কিংবা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে না। একমাত্র চার্বাক দর্শন ছাড়া অন্য সকল নাস্তিক ও আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলো কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে নিয়েছে। অন্য একটি নীতি অনুযায়ী কর্মের আবার দুটি ভাগ দেখানো হয়েছে -(ক) অনারব্ধ কর্ম ও (খ) আরব্ধ কর্ম। যে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মের ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি তাকে অনারব্ধ কর্ম এবং যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়ে গেছে তাকে আরব্ধ কর্ম বলা হয়। এই কর্ম জীবের অতীত জীবনে ঘটে গেছে এবং এর ফল ভোগ শুরু হয়ে গেছে। [১৩]

অনারব্ধ কর্মকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম: অতীত জীবন সম্পর্কিত কর্ম। এই কর্মের ফল ভোগ হয়নি। (খ) সঞ্চীয়মান বা ক্রিয়ামান কর্ম: বর্তমান জীবনের ক্ষেত্রে এই কর্ম গচ্ছিত হতে থাকে। সঞ্চীয়মান কর্মগুলি মানুষের বর্তমান জীবনের সঞ্চয়। এই কর্মের ফল মানুষ বর্তমান জীবনে ভোগ করতে পারে, আর না পারলে তা পরবর্তী জীবনে ভোগ করা যায়। উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার কর্ম সর্ম্পকে উল্লেখ করা যায়,

> আমরা যে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি লাভ করেছি তা প্রারব্ধ কর্মের ফল। সঞ্চিত কর্ম যেন অপক্ব ফল, এখনও তা ভোগের যোগ্য হয়নি। প্রারব্ধ কর্ম পরিপক্ব ফল, তা ভোগের উপযুক্ত হয়েছে। ইহজন্মের যা প্রারব্ধ কর্ম তা ভোগ করতেই হবে। ভোগ ভিন্ন তাঁর ক্ষয় হবেনা। অপরপক্ষে, ক্রিয়মান যে কর্ম তাকে বর্তমান কর্ম বলা হয়। মানুষ ইহজন্মে অনেক কর্ম করছে। বহুসংখ্যক ভাবনা, বাসনা, চেষ্টনার সে কর্তা। এ সবই তার ক্রিয়মান কর্ম। কিন্তু ইহজন্মই তো মানুষের প্রথম জন্ম নয়। সেই যে আমাদের পূর্বজন্ম, সেসব জন্মেও আমরা নানা কর্মের অনুষ্ঠান করছি। সেই আমরা আবার ইহজন্মে কর্ম করছি। অতএব যে জীব ক্রিয়মান কর্মের কর্তা সেই জীবই ওইসব পূর্ব জন্মকৃত কর্ম অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মেরও কর্তা। আমাদের পূর্ব জন্মে কৃত কিংবা ইহজন্মে ক্রিয়মান কর্ম হয় শুভ, না হয় অশুভ। কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতেই হবে। এক জন্ম কেন, বহু জন্ম বয়ে গেলেও যতক্ষণ না কৃত কর্মের ভোগ হচ্ছে ততক্ষণ সেই কর্মের ক্ষয় নেই। যে জন্মে যে কর্ম করা হয়েছে তাঁর অল্প অংশই সেই জন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। অধিকাংশ কর্মই পরজন্মে ভোগের জন্য 'সঞ্চিত' হয়ে থাকে। এই অভূক্ত প্রাক্তন কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলে। [১৪]

আবার মীমাংসা দর্শনে আমরা তিন ধরনের কর্মের উল্লেখ দেখতে পাই। যথা: নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম। যে সকল কর্ম প্রত্যেকদিন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় তাকে নিত্যকর্ম বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যেমন: প্রতিদিন যথাসময়ে প্রার্থনা করা। কোন বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সকল কর্ম করা তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। যেমন: রমজান মাসে রোজা রাখা, নামাজের আগে ওযু করা ইত্যাদি। এখানে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কর্ম করা হয়।নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলো মানুষের জন্য আবশ্যকীয় বা বাধ্যতামূলক। এ সকল কর্ম সঠিকভাবে পালন করলে পূর্বের জন্মে যে সকল পাপ জমা হয়েছে তা থেকে পাপ কমতে থাকে। আর কোন সুনির্দিষ্ট ফল লাভের আশায় আমরা যে সকল কর্ম করি তাকে কম্যকর্ম বলে। যেমন: স্বর্গ বা বেহেশত লাভের আশায় আমরা প্রার্থনা করি, বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান করি। এই তিন প্রকার কর্ম মানব জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখিত কর্মবাদের বিস্তারিত আলোচনা আমরা জৈন দর্শনেও দেখতে পাই। জৈন দার্শনিকরা মনে করেন আত্মার দেহ ধারণ হয়ে থাকে সকাম কর্মের জন্য, আর জীবের পুনর্জন্ম হয়ে থাকে কর্মফল ভোগ করার জন্য। জীবন থেকে ভোগ-বিলাস, কামনা-লালসার বিলোপ সাধন হলেই জীব মুক্তি পাবে। জৈনরা বলেন কর্ম হচ্ছে বন্ধনের কারণ। জৈনরা আট প্রকার কর্মের কথা বলেছেন-

(১) জ্ঞানাবরনীয় কর্ম: এই কর্ম আত্মার প্রকৃত জ্ঞানকে আড়াল করে রাখে।

(২) দর্শনাবরনীয় কর্ম: এই কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্থ করে।

(৩) মোহনীয় কর্ম: এই কর্ম মোহ বা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে জীবকে অশুভ পথে পরিচালিত করে।

(৪) বেদনীয় কর্ম: এই কর্মগুলো মানব জীবনে সুখ - দুঃখের অনুভূতির উদ্রেক করে।

(৫) নাম কর্ম: এই কর্মের জন্য জীব তার দেহ এবং বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ লাভ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) অন্তরায় কর্ম: এই কর্ম জীব যখন ভাল কাজ করে তখন তার পথে বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে।

(৭) গোত্র কর্ম: এই কর্ম জীবের বংশ, উৎপত্তি কোথা থেকে হয় তা নির্ধারণ করে থাকে।

(৮) আয়ুষ্য কর্ম: এই কর্ম জীবের জীবনকাল নির্ধারণ করে থাকে।

এছাড়া জৈন দার্শনিকরা আরো দু' প্রকার কর্মের কথা বলেছেন। যথা: (ক) ভাব কর্ম ও (খ) দ্রব্য কর্ম। ভাবকর্ম জীবের আত্মার কুভাবনার উদ্রেক করে। আর দ্রব্য কর্ম জীবদেহে সূক্ষ্ম পুদগল পরমাণু সৃষ্টি করে জীবদেহের কর্ম শরীর গঠনে সাহায্য করে থাকে।

সাংখ্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং মীমাংসা দর্শনে কর্মবাদের স্বাধীনতার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখিত দার্শনিক সম্প্রদায় কর্মবাদের যে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে ঈশ্বরের সাহায্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে জীব তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে নৈতিক জগতের সঙ্গতি রক্ষা করে। এক্ষেত্রে ন্যায় এবং বৈশেষিক এবং অন্যান্য দর্শনের ভিন্ন বক্তব্য লক্ষ করা যায়। এদের মতে কর্মবাদের নিয়ন্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। এখানে ঈশ্বর কর্মবাদের নিয়ন্ত্রক হলেও নিজস্ব খেয়াল খুশি অনুযায়ী যা খুশি তাই করেন না, তিনি কর্মবাদকে সামনে রেখে একটি জগৎ সৃষ্টি করেন সেখানে জীব তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে থাকে। ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন এই জগৎ একটা বিরাট রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা এবং বিভিন্ন জীব এখানে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। আর এই অভিনয়ে যিনি ভালো বা পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন তিনি প্রশংসা অর্জন করেন আর যিনি খারাপ করেন তিনি তিরষ্কার বা নিন্দার পাত্র হন। জীবও অনুরূপ পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী দেহ ধারণ করে উপযুক্ত পরিবেশে জন্মলাভ করে নিজস্ব দায়িত্ব সম্পন্ন করেন এবং সেই অনুযায়ী সুখ বা দু:খের অংশীদার হন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান জীবনের ভাল কাজের দ্বারা জীবের উত্থান এবং খারাপ কাজের দ্বারা পতন হয়। তাই বলা যায় জীব নিজেই নিজের ভাগ্যকে গড়ে। এক্ষেত্রে মানুষ তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিতে ব্যবহার করে ভাল কর্ম করার ফলে মুক্তি লাভ করতে পারে। কাজেই ভবিষ্যৎ জীবের অধীনস্থ একথা সহজে বলা যায়। কর্মবাদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,

> কর্মবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ বা অদৃষ্টবাদ নয়। কর্মবাদ হল স্বনিয়ন্ত্রিণ। শুধু স্বনিয়ন্ত্রণ নয়, কর্মবাদ একদিকে যেমন অনিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধী, অপরদিকে তেমনই ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে জীবের নৈতিক দায়িত্বও খণ্ডিত হয়নি। মানুষের জীবন ও আচরণে কর্মবাদের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিস আর নেই। ইহজন্মে আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা বিনম্রতার সাথে গ্রহণ করা বিধেয়, কেননা এগুলি আমাদেরই অতীত কর্মের ফল। তবু ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন এবং আমরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারি। কর্মবাদ ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ এবং অতীতের কাজে বিনতি স্বীকারে প্রণোদিত করে। কর্মবাদের জন্যই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, জাগতিক জিনিস, জগতের ঐশ্বর্য ও বঞ্চনা কোন কিছুই মানুষেব আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। [১৫]

**৭. পুরুষার্থ :**

পুরুষার্থ বলতে বোঝায় জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে ( highest goal or *summum bonum*). আর প্রতিটি মানুষের জীবনে এই পুরুষার্থ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তবে সাধারণভাবে পুরুষার্থ বলতে বোঝায় মানুষের কামনার বস্তুকে। আর সেই অর্থে পরম পুরুষার্থ বলতে বোঝায় সেই বস্তুকে যে বস্তু মানুষ পরমভাবে কামনা করে থাকে। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো এই পরম পুরুষার্থ। পরম পুরুষার্থ লাভ করলে মানুষের আর কিছু চাওয়ার থাকেনা। তবে এই পুরুষার্থ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা স্বাভাবিকভাবে একমত হতে পারেননি, সৃষ্টি হয়েছে মতবিরোধ। তাই ভারতীয় দর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। এই চারটি বিষয়কে একত্রে আবার চর্তুবর্গও বলা হয়ে থাকে। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি এই জগতের প্রতিটি মানুষের প্রকৃতি আলাদা আলাদা। একজনের কাছে যা মূল্যবান আরেকজনের কাছে তা মূল্যবান নাও হতে পারে। যেমন- একজন হয়তো অর্থকে বড় করে দেখছে। আবার অন্যজনের কাছে মোক্ষই জীবনের বড় পাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে চার প্রকার পুরুষার্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই চার প্রকার পুরুষার্থ একটি অন্যটি থেকে আলাদা নয়। অর্থ ও কামকে গৌণ পুরুষার্থ এবং ধর্ম ও মোক্ষকে মূখ্য পুরুষার্থ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখন সংক্ষেপে চারটি পুরুষার্থ সম্পর্কে বলা হলো:

**ক. ধর্ম :**

যা কোন কিছুকে ধারণ করে সাধারণভাবে তাকেই ধর্ম বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে গুণ বা শক্তির দ্বারা কোন কিছু ধারণ করা বা ধৃত হয় তাকে ধর্ম বলা হয়। তবে ভারতীয় দর্শনে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টমার্গকে ধর্মের লক্ষণের অন্তগর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঐহিক অভ্যুদয় ও পারলৌকিক পরম মঙ্গলপ্রাপ্তি থেকে যা উৎপন্ন হয়ে থাকে। মীমাংসা দর্শনে কর্তব্য কর্ম করাকেই ধর্ম বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় স্মৃতি, নিবন্ধ, সদাচার ও আত্মপ্রসাদকে ধর্মের লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণু সংহিতায় যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, প্রভৃতিকে ধর্মের পথ বলা হয়েছে এবং ভগবানকে জ্ঞাতব্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জৈমিনির মীমাংসা সূত্রে মানুষ ও সমাজের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষের চিন্তাবিদগণ মনে করেন জগতের সকল জীবের মধ্যে মানুষকে যে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা শুধুমাত্র তাঁর ধর্মবুদ্ধির কারণে, শুধু বুদ্ধির জন্যে নয়। ধর্মকে তাঁরা মানুষের অতিরিক্ত গুণ বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন মানুষ তার চেতনা শক্তির সাহায্যে তাঁর স্বরূপ বা সত্তাকে উপলব্ধি করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। মানুষ তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে কর্তব্যরূপ ধর্ম স্থির করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ বলতে স্বভাবকে বোঝানো হয়েছে। আর ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এই ধর্মের গুরুত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

**খ.অর্থ :**

সমাজে বসবাস করে কামনার বস্তু লাভ বা ভোগ করতে হলে জীবনে অর্থ সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা এগুলো ছাড়া কাম্য বস্তুকে অর্জন করা যায় না। এদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষের জীবনে অর্থ হলো অন্যতম পুরুষার্থ। মানুষকে সমাজে বসবাস করে অর্থ উপার্জন করতে হয়। আর এই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকরা গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্ম এবং নৈতিক পথের উপর। অসুদপায়ে অর্থ উপার্জনকে যেমন সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন তেমনি শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থে অর্থোপার্জনের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা।

**গ. কাম :**

ভারতীয় দর্শনে তৃতীয় পুরুষার্থ হচ্ছে কাম। স্থূল বা সংকীর্ণ অর্থে কাম বলতে জীবের বৃত্তি নিবৃত্তি করাকে বোঝায়। এই জৈবিক বৃত্তির মাধ্যমে জীব জগতের বুকে তার বংশ বিস্তার করে থাকে, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। যেহেতু জীবকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাই জীব তার কামনাকে পরিতৃপ্তি করে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে, বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে থাকে। আর এজন্য ভারতীয় দর্শনে কামকে অন্যতম পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে যথেচ্ছ কামাচরণকে ভারতীয় দর্শন সমর্থন করেনা। ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী কামাচরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে ভারতীয় দর্শন।

**ঘ. মোক্ষ :**

ভারতীয় দর্শন মতে মোক্ষ হল সর্বশেষ পুরুষার্থ। মোক্ষ বলতে আত্মার মুক্তি, দুঃখ থেকে চির পরিত্রাণ, ভববন্ধন ও কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়াকে বোঝায়। জীব যখন পরিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

আত্মাজ্ঞান লাভ করে তখন এই মোক্ষ লাভ হয়। চার্বাক দর্শন ছাড়া প্রায় সব ভারতীয় দর্শন মোক্ষের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছে যে, মোক্ষলাভ করলে জীবত্মার সকল দুঃখের নিঃবৃত্তি ঘটে। তবে মোক্ষের স্বরূপ, পথ ও পদ্ধতি সর্ম্পকে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন- বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার জন্য নির্বাণের কথা বলা হয়েছে। জৈন দার্শনিকরা বলেছেন আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন মোক্ষ লাভ ঘটে। ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকরা মনে করতেন মোক্ষ হচ্ছে সুখ দুঃখহীন অবস্থা। এক্ষেত্রে মোক্ষ অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মতার যে উপলব্ধি তাই হচ্ছে মোক্ষ। এখন এই পরম পুরুষার্থ লাভ করার বিভিন্ন উপায় বা পথ সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো:

## ৮. পরম পুরুষার্থ লাভের বিভিন্ন পথ বা মার্গ :

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষই যেহেতু পরম পুরুষার্থ সেহেতু এই মোক্ষ লাভের তিনটি পথ বা পন্থার কথাও বলা হয়েছে। যথা: (ক) কর্মমার্গ, (খ) ভক্তিমার্গ ও (গ) জ্ঞান মার্গ। এখন এগুলো সর্ম্পকে সংক্ষেপে সমালোচনা করা হলো:

### (ক) কর্মমার্গ :

পুরুষার্থ লাভের একটা অন্যতম পন্থা হচ্ছে এই কর্মমার্গ। বেদে এই কর্মকেই প্রধান চিন্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তত্ত্ববিচারকে কর্মকে এখানে গৌন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। গীতায় আরো বলা হয়েছে, " ভক্ত ভগবানের আশ্রয়ে সর্বদা সর্বকর্ম করলে ভগবানের প্রসাদে জন্মন্তর ও পুনর্জন্ম চক্রের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থ লাভের মোক্ষের পথে চালিত হতে পারে।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মযোগের নীতি অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে আপন কর্তব্যবোধ থেকে কর্ম করে যেতে হবে। এখানে কোন প্রকার আসক্তি থাকতে পারবে না। নিরাসক্ত কর্ম কর্মযোগীকে আত্মশুদ্ধি ও নিজস্ব সত্তাবোধের উদ্রেক ঘটিয়ে মোক্ষের পথে নিয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যর্থতা-সফলতা অর্থাৎ ফল আকাঙ্ক্ষা না করেই কাজ করতে হবে চিত্তের সমত্ব অর্জনের জন্য। কর্মযোগী ব্যক্তি প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হবেন, তিনি ব্যর্থতা-সফলতার জন্য কোন রকম বিচলিতবোধ করবেন না।

**(খ) ভক্তিমার্গ :**

মোক্ষ সাধনার অন্যতম একটি পথ হলো ভক্তিমার্গ, এই ভক্তিমার্গকে ঈশ্বরভক্তিও বলা হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গে বলা হয় ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ আত্মাজ্ঞান লাভ করে থাকে। পরম পুরুষার্থের বিভিন্ন মার্গের মধ্যে ভক্তিমার্গ তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য এবং সুখময়। ভক্তিমার্গে মানুষের স্বভাবজাত আবেগ, ভালবাসা কাজ করে। আর এই ভালবাসা, আবেগ ঈশ্বরের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগ, অনুরাগই ভক্তি মার্গের মূলকথা। ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ বলতে বুঝায় ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদি। অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সবকিছুকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে। এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের থাকবে নিবিড়, আন্তরিক যোগসূত্র। ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা না থাকলে হৃদয় থেকে ভক্তির উদ্রেক হবেনা। আর ভক্তের মন থেকে যখন সর্ব প্রকার মলিনতা দূরীভূত হবে তখনই সে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করবে। এই ভক্তিমার্গের সাধনার জন্য ভক্তের জ্ঞান এবং নৈতিক কর্মের সমন্বয় থাকা দরকার।

**(গ) জ্ঞান মার্গ :**

জ্ঞানমার্গ পুরুষার্থ লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। জ্ঞানবাদীরা বলতে চেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত পথ। ঈশ্বরের জ্ঞান, জগতের জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্য, শাশ্বতের জ্ঞান, ভেদের জ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান ব্যতীত জীব জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না। কর্ম জীবের জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে আর জ্ঞান দেয় সেই বন্ধন থেকে মুক্তি। মোক্ষলাভ করার

Dhaka University Institutional Repository

যতগুলি পথ রয়েছে তাঁর মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং কঠিন পথ হচ্ছে জ্ঞানের পথ। এই জ্ঞানমার্গ সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধি, যুক্তি এবং জ্ঞান উচ্চ পর্যায়ের তাদের জন্য প্রযোজ্য এই জ্ঞানমার্গ। এই জ্ঞান চর্চার ফলে মানব জীবনে আসবে প্রকৃত মুক্তি। জ্ঞানবাদীরা মনে করেন জ্ঞানমার্গে ব্যক্তিকে কর্ম ও ভক্তিকে অতিক্রম করতে হবে। তবে জ্ঞানমার্গ কর্ম কিংবা ভক্তিমার্গের বিরোধিতা করেনা বরং কর্ম ও ভক্তির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে জ্ঞানমার্গকে। তাই প্রতিটি ব্যক্তির উচিৎ জ্ঞানমার্গের অনুশীলন দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলা।

**উপসংহার :**

পরিশেষে বলা যায় ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। উল্লেখিত অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নৈতিকতা সর্ম্পকে কম বেশি আলোচনা করেছে। বেদ এবং গীতায় নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভারতীয় জীবনবোধ, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এই নৈতিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। ভারতীয় দার্শনিকরা শুধু নৈতিকতার আলোচনা করে ক্ষান্ত হননি তাঁরা নৈতিকতা অর্জনের পথ, পদ্ধতি বা পন্থা সর্ম্পকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সাথে সেগুলি অনুশীলনের উপর যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন সেখানেই ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য নির্দেশ :


১. চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুন বিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ২

২. সান্যাল, জগদ্বীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩-৪

৩. Radhakrishnan, S. , *Indian Philosophy*, Oxford University Press, New Delhi, 1989; Vol. 1, p. 23

৪. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 3

৫. সরকার, সোলায়মান আলী, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৩

৬. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 3

৭. হাই, সাইয়েদ আবদুল, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫২

৮. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০ পৃ. ১৫-১৬

৯. Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal banarsidass publishers private Limited, Delhi, 2000, p. 22

১০. Chatterjee, S. C. and Datta, D. M. , *An Introduction to Indian philosophy*, Calcutta University, 1984, p.15

১১. Radhakrishnan, S. , *Indian Philosophy*, Oxford University press , New Delhi, Vol. 1, p. 109

১২. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, ১ম খণ্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ.৩৬

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১৪. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০ পৃ. ২৯

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

১৬. সরকার, সোলায়মান আলী, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## ভারতীয় আস্তিক দর্শনে নৈতিকতা

**ভূমিকা :**

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত: আস্তিক ও নাস্তিক। সাধারণভাবে আমরা আস্তিক বলতে ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বুঝে থাকি। আর নাস্তিক বলতে বুঝি তাদেরকে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিক কথাটি ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একদিকে রয়েছে আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়, অন্যদিকে রয়েছে নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়। ছয়টি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আস্তিক দর্শন। আর তিনটি সম্প্রদায়কে গড়ে উঠেছে নাস্তিক দর্শন। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রের সাহয্যে বিষয়টি সহজ করে দেখানো যেতে পারে।

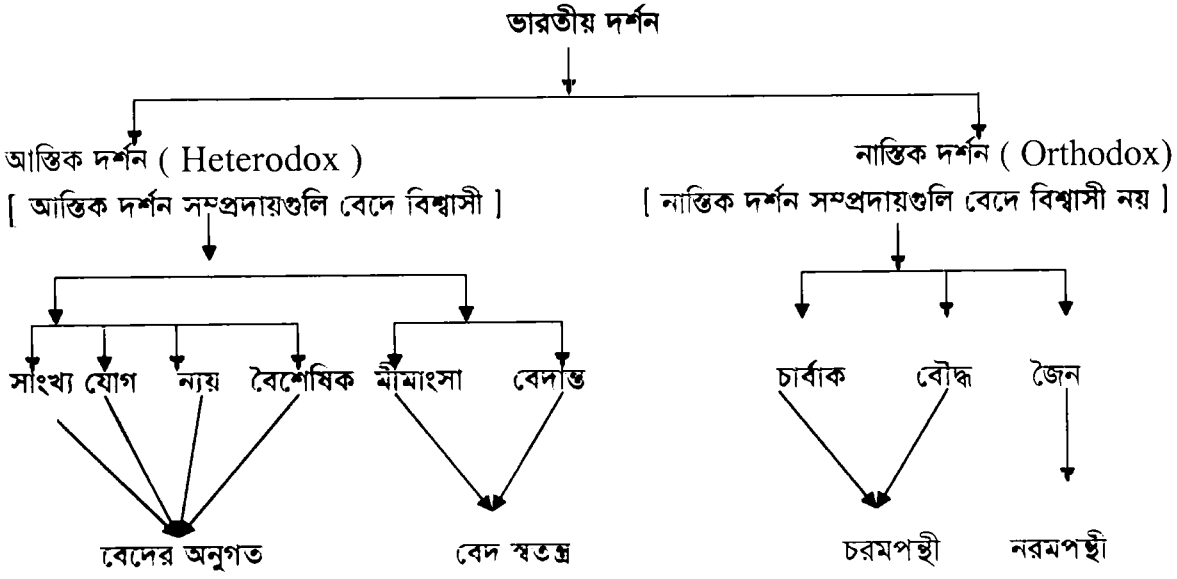


বর্তমান অধ্যায়ে আস্তিক দর্শনে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

**ভারতীয় আস্তিক দর্শনে নৈতিকতা :**

ভারতীয় দর্শনের ছয়টি সম্প্রদায়কে আস্তিক (Orthodox) দর্শনের অর্ন্তভূক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় হলো: সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন। এই ছয়টি দর্শন সম্প্রদায়কে আবার ষড় দর্শনও বলা হয়ে থাকে। বেদে বিশ্বাসী বা বেদের প্রাধান্য স্বীকার করার ফলে এই ছয়টি সম্প্রদায়কে আস্তিক বলা হয়েছে। উল্লেখিত সম্প্রদায়গুলি বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও আক্রান্ত বলে মেনে নেয়। কোন দর্শন সম্প্রদায় যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কিন্তু বেদকে বিশ্বাস করে তাহলে সেই দর্শন সম্প্রদায় আস্তিক হিসেবে গণ্য হবে। ভারতীয় দর্শনে বেদের অবদান সর্ম্পকে বলা যায়, " বেদই ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদ এবং উপনিষদকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ দর্শন উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বেদকে ভারতীয় সাহিত্য এবং চিন্তাধারায় ধারক ও বাহক বলা যাইতে পারে।"[১]

ভারতীয় দর্শনের এই ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেসব আলোকপাত করেছেন তাঁর মধ্যে অন্যতম হলো নীতি- নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা। এখন ভারতীয় দর্শনের উক্ত ছয়টি দর্শন সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

**(১) সাংখ্য দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন দর্শন হলো সাংখ্য দর্শন। মহর্ষি কপিলকে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, কেননা তাঁর হাতে প্রবর্তিত হয় এই দর্শন। সাংখ্য দর্শনকে কেউ কেউ আবার "কপিল দর্শনও" বলে থাকেন। এই সাংখ্য দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি অর্থ দেখা যায় তার একটি হলো সম্যক জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান, আর অন্যটি হলো সংখ্যার ধারণা তত্ত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

সাংখ্য দর্শন জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সাংখ্য দর্শন 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' নামক দ্বৈত সত্ত্বায় বিশ্বাসী। প্রাচীন এই সাংখ্য দর্শন সর্ম্পকে উল্লেখ পাওয়া যায়,

> সাংখ্য-দর্শন যে অতি প্রাচীন এ বিষয়ে পন্ডিতগণ একমত। ওয়েবারের (Weber) মতে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-দর্শন প্রাচীনতম। মহাভারতেও সাংখ্য ও যোগ দর্শনকে সনাতন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের আর্বিভাবের অনেক আগে থেকেই সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রচলিত ছিল। এমনকি বৌদ্ধশাস্ত্রেও কপিলকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। [২]

এই সাংখ্য দর্শন তত্ত্ববিদ্যার, কার্যকারণবাদ, জ্ঞানতত্ত, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন নিম্নে সাংখ্য দর্শনে নৈতিকতার যে আলোচনা দেখা যায় তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

সাংখ্য দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা দু'টি সত্তার উল্লেখ দেখতে পাই। এই সত্তা দুটি হলো- "পুরুষ" ও "প্রকৃতি"। আর এই আত্মা বা পুরুষের মুক্তি বা মোক্ষ লাভই হচ্ছে সাংখ্য দর্শনের নৈতিকতা। সাংখ্য দার্শনিকরা দু'রকম পুরুষ বা আত্মার কথা বলেছেন। যথা:

(১) ব্যবহারিক পুরুষ বা আত্মা ও
(২) পারমার্থিক পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্য দর্শনে এই দুই প্রকার পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। সাংখ্য দার্শনিকরা ব্যবহারিক পুরুষকে "জীব" এবং পারমার্থিক পুরুষকে "পুরুষ" নামে আখ্যায়িত করেছেন।

সাংখ্য দর্শনের এই পুরুষ বা আত্মা স্বরূপত মুক্ত বা নিত্য। এই পুরুষ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা। তবে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার কারণে এই পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে নিজেকে একাত্ম বলে ভাবে। আর এজন্য মনের বৃত্তি সুখ বা দুঃখকে পুরুষ নিজের বলে দাবি করে। আর এজন্য সৃষ্টি হয় বন্ধনের। এই বন্ধনের ফলে আত্মা এবং অনাত্মা বা দেহের যে পার্থক্য তা বুঝা যায় না, আর এই না বুঝতে পারাকে সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে "অবিবেক"। এই অবিবেকই জীবের দুঃখ-কষ্টের অন্যতম কারণ। তবে পুরুষ যখন তার নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। বুঝতে পারে তখনই মোক্ষ লাভ হয় এবং আসে নৈতিকতা।

সাংখ্য দর্শনের নৈতিকতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এই জগতের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট থেকে কিভাবে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। সাংখ্য দার্শনিকরা মনে করেন এই জগত দুঃখময়। আর এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেলে আসবে মুক্তি। সাংখ্য দর্শনে আমরা তিন প্রকার দুঃখের উল্লেখ দেখতে পাই। এগুলি হলো:

**(ক) আধ্যাত্মিক দুঃখ :**

এই আধ্যাত্মিক দুঃখের আবার দু'টি ভাগে রয়েছে। যথা:

(১) শারীরিক দুঃখ-মানুষ তার শারীরিক রোগ-ব্যাধি বা বিভিন্ন প্রকার যে শারীরিক সমস্যা ভোগ করে তাকে শারীরিক দুঃখ বলে।

(২) মানসিক দুঃখ-মানুষ এই জগতে যে বিভিন্ন প্রকার শোক, বিরহ, ভয়, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ভোগ করে তাকে মানসিক দুঃখ বলে।

**(খ) আধিভৌতিক দুঃখ :**

জগতে মানুষ এবং অন্যান্য পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গ থেকে যে দুঃখ আসে তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়। যেমন: চোর বা ডাকাতের ছুরিকাঘাতে,হিংস্র পশুর আক্রমণ বা সাপের কামড় ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

**(গ) আধিদৈবিক দুঃখ :**

এই জগতে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক, দৈব বা অপ্রকৃত কারণে বিশ্বাস করতে দেখা যায়। এই অলৌকিক, দৈব বা অপ্রকৃত কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। যেমন: জ্বীন, ভূত, পেত্নী প্রভৃতি থেকে মানুষ এই দুঃখ পায়।

উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার দুঃখ পরিহার করে মানুষ সুখী-সুন্দর জীবন যাপন করতে চায়। এই বিভিন্ন প্রকার দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তিই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ বা পরম মুক্তি। এই পরম মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> যথার্থ মুক্তির উপায় সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হয়েছে। সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে "জ্ঞানাৎ মুক্তি", সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে "জ্ঞানেন চ অপবর্গ "। যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হবে সে জ্ঞান কিসের জ্ঞান? সাংখ্যকার বলেছেন দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ হল 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান'। 'ব্যক্ত' মানে প্রকৃতির বিকাশ স্থূল পদার্থ, 'অব্যক্ত' মানে প্রকৃতি, আর 'জ্ঞ' অর্থে জ্ঞাতা বা পুরুষ। এ তিনের যথার্থ জ্ঞান থেকেই দুঃখ হতে চির নিবৃত্তি লাভ হয়। [৩]

তবে মানুষের দুঃখ যদি তার আত্মার স্বভাবজাত হয় তবে দুঃখ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। শুধু মাত্র কারণ থেকে উদ্ভূত দুঃখের মুক্তি আছে। এক্ষেত্রে যখন কারণ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হবে তখন দুঃখের নিবৃত্তি ঘটবে। সাংখ্য দার্শনিকরা মনে করেন অবিবেক থেকে পুরুষ আর প্রকৃতির সংযোগ হয়ে থাকে। আর এই সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হয় বন্ধন। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংযোগের উচ্ছেদ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি আসবে না। এক্ষেত্রে সাংখ্যকাররা বিবেক জ্ঞানের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে এই বিবেক জ্ঞান থেকেই আসবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

সাংখ্য নৈতিকতার মূল কথা হলো আত্মাকে স্বচ্ছ রাখতে হবে এবং এই আত্মাকে যথার্থ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করতে হবে, তাহলে মানুষ পাবে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। সাংখ্য দর্শনে এই আত্মার বন্ধন এবং মুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। কেবল পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগবশতঃই বন্ধন আসে, প্রকৃতির উপস্থিতি জ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। এইরূপ হইলে মুক্ত-আত্মারও অভিজ্ঞতা হইত। অভিজ্ঞতার হেতু বিষয় এবং বিষয় মুক্ত অবস্থায় থাকে না। অবিবেকই বন্ধনের হেতু। অবিবেকের নিবৃত্তি হইলে দুঃখের অবসান ঘটিবে, অজ্ঞান এবং জ্ঞানই যথাক্রমে বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। [৪]

সাংখ্য নৈতিকতায় জগতের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা থেকে মানুষের মুক্তির কথাই বলা হয়েছে। তবে সাংখ্য দর্শনে এই মোক্ষ বা মুক্তির দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে একটি নেতিবাচক, অন্যটি ইতিবাচক। তবে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক যাই থাকুক না কেন তত্ত্বজ্ঞানকেই সাংখ্য দার্শনিকরা মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে তত্ত্বজ্ঞান হলো প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকাশ এবং পুরুষ সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। আর যখন এই সম্যক জ্ঞান প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান অর্জিত হয় তখন জীবের থেকে অবিদ্যা দূর হয় এবং দুঃখ থেকে ঘটে মুক্তি।

সাংখ্য মতে আবার দেখা যায় মুক্তি দুই প্রকার। জীবনমুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। বর্তমান জীবনে জীবিতকালে জীব যে মুক্তি লাভ করে তাকে জীবনমুক্তি বলে। জীবিত অবস্থায় এই মুক্তি লাভের জন্য জীবকে অনেক সাধনা করতে হয়। আর মৃত্যুর পর যে মুক্তি আসে তাকে বলা হয় বিদেহ মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বিদেহ মুক্তিই হচ্ছে প্রকৃত বা আসল মুক্তি, কেননা জীব তার জীবনকালে পূর্ণভাবে দেহ ও মনের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে না। সঙ্গতভাবে এখানে উল্লেখ করা যায়,

> ...Liberation in life in this world. This kind of liberation is known as jivanmukti or emancipation of the soul while living in this body. After the death of its body, the liberated self attains what is called videhamukti or emancipation... [৫]

পরিশেষে বলা যায় সাংখ্য দর্শনে নৈতিক পদ্ধতি নতুন কোন কিছু নয়, মানুষ উল্লেখিত যেসব বিষয়গুলো ভূলে গেছে তা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়া। সাংখ্যকাররা বলতে চেয়েছেন মানুষ তার ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা, কল্পনা, বৈষয়িক লোভ-লালসা, অহংকার প্রভৃতি খারাপ দিকগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা দমন করে বিবেককে জাগিয়ে তুলবে তখনই মানুষ দেখা পাবে নৈতিক তথা মুক্ত জীবনের, আর তখনই আসবে দুঃখ থেকে পরম মুক্তি। এ প্রসঙ্গে S. C Chatterjee ও D. M. Datta'র বক্তব্য উল্লেখ করা যায়,

> In the Sankhya system, liberation (mukti) is just the absolute and complete cessation of all pain whitout a possibility of return. It is the ultimate and or the *summum bonum* of our life (apavarga or purusartha). [৬]

**(২) যোগ দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

ভারতীয় উপমহাদেশে সূদুর প্রাচীনকাল থেকে যোগদর্শনের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। যোগ দর্শনের বিশাল এই ঐতিহ্য সব যুগে যেন ভাব, কর্ম ও সাধনার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে। সেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ হতে বর্তমান কালের হিন্দু, বৌদ্ধ, বাউল দর্শনের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি হলেন এই যোগ দর্শনের স্রষ্টা। পতঞ্জলি এই দর্শন প্রবর্তন করেন বলে তাঁর নামানুসারে এই দর্শন পতঞ্জল দর্শন নামেও পরিচিতি লাভ করে। যোগ শব্দ দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকার-বিষয়, তত্ত্ব, পদ্ধতি, চিত্ত, আত্মা বা প্রাণের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। তবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই দর্শনে যোগের অর্থ হিসেবে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে দমন বা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। যোগ দর্শনে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে নৈতিকতার আলোচনা লক্ষ করা যায় না, তবে পরোক্ষভাবে বা সূক্ষ্মভাবে যোগ দর্শনে প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নৈতিকতার আলোচনা দেখা যায়। নিচে যোগ দর্শনে নৈতিকতার ধারণা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

যোগ দর্শন যোগ সাধনার মাধ্যমে মানব মন ও শরীরকে পুত-পবিত্র রাখার যে পদ্ধতির কথা বলেছে সেটাই যোগ দর্শনের নৈতিকতা। শরীর, মনকে শুদ্ধ রেখে পার্থিব জীবন যাপনের যে তাগিদ দিয়েছে যোগ দর্শন তার মধ্যে নিহিত রয়েছে যোগ দর্শনের নৈতিকতার মূল বাণী। যোগ দর্শনের যোগ সাধনার পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যা অনুশীলন করা হলে মানব জীবনের, দুঃখ-যন্ত্রণা, অহংবোধের বিলুপ্তি ঘটিয়ে মানুষ পায় নৈতিক জীবন। এ প্রসঙ্গে S. C. Chatterjee ও D. M. Datta *An Introduction to Indian Philosophy* গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে Yoga Ethics অধ্যায়ে বলেন,

> Yoga is one of the spiritual paths that leads to the desired goal of a total extinction of all pain and misery through the realization of the self's distinction from the body, the mind and the individual ego.[৭]

যোগ দর্শন যোগ সাধনার দ্বারা বিবেক জ্ঞান লাভ করার কথা বলেছে। কেননা বিবেক জ্ঞান ছাড়া মানবাত্মার মুক্তি তথা নৈতিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। আর যোগী তাঁর যোগ সাধনার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে অর্জন করে এই বিবেক জ্ঞান। তাইতো আমরা দেখতে পাই যোগ দর্শন যোগ সাধনার পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

**যোগ দর্শনে নৈতিকতার সূত্র :**

যোগ দর্শনের নৈতিকতার মূলে রয়েছে ত্রিতাপ, চিত্তভূমি এবং সর্বোপরি অষ্টাঙ্গ। এখন সংক্ষেপে এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

**ত্রিতাপ :**

সাধারণভাবে আমরা দেখি যে জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি আছে সুখ। ভারতীয় যোগ দর্শনেও এই সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পতঞ্জলি এই বিশ্ব সংসারকে দুঃখময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যোগ দার্শনিকদের মতে জগত যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই জগতের সুখ দুঃখ ও পরিবর্তনশীল। তাঁরা মনে করেন সুখের বিষয়-বস্তু পরিবর্তনের কারণে দুঃখের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভারতীয় যোগ দার্শনিকরা তিন প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। যোগ দর্শনের এই তিন প্রকার দুঃখকে ত্রিতাপ বলা হয়। এখন সংক্ষেপে এই ত্রিতাপ দুঃখের কথা উল্লেখ করা হলো:

**(ক) পরিণাম দুঃখ :**

কোন বস্তু বর্তমানে সুখ প্রদান করলেও ভবিষ্যতে দুঃখ বয়ে আনতে পারে। বিষয় সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ মানুষকে কখনো পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষ আরো সুখ চায়, ফলে পরিণামে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। যোগ দার্শনিকরা মনে করেন বিষয় সুখের মধ্যে নিহিত রয়েছে পরিণাম দুঃখ। এই দুঃখ ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত দুঃখ।

Dhaka University Institutional Repository

**(খ) তাপ দুঃখ :**

এই দুঃখ দ্বেষজাত দুঃখ নামেও পরিচিত। ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আচ্ছন্ন ব্যক্তি যখন সুখ পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে তখন অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা সুখাচ্ছন্ন ব্যক্তির প্রতি আগত সুখ পথে যদি কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় তখন সুখাক্তিক্ষত ব্যক্তির মনে জন্ম নেয় দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ বা রাগের। এজন্য এই ধরনের দুঃখকে বলা হয় দ্বেষ বা তাপজনিত দুঃখ। এই দুঃখ বর্তমান জীবন সম্পর্কিত দুঃখ।

**(গ) সংস্কার দুঃখ :**

সংস্কারের ফলে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাকে সংস্কার দুঃখ বলে। ব্যক্তির মনে সুখ দুঃখের অনুভূতির উদ্রেক হওয়ার ফলে সংস্কার উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুখ ও দুঃখের অনুভূতি যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের সংস্কার উৎপন্ন করে থাকে। সুখ সংস্কারের জন্য ব্যক্তি তার জীবনে বারবার সুখ প্রত্যাশা করে, আর দুঃখ সংস্কারের কারণে দুঃখ উদ্রেককারী বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি বোধ করে। এই দুঃখ অতীত জীবন সম্পর্কিত দুঃখ।

উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিই হলো যোগ দর্শনে জীবের মুক্তি।

**চিত্তভূমি :**

সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধি, অহংকার ও মনের একত্রিত অবস্থাকে চিত্ত বলা হয়েছে। পতঞ্জলি অবশ্য যোগসূত্রে চিত্তের কথা বলেছেন। এই চিত্ত যখন বিকারগ্রস্ত হয় তখনই সৃষ্টি হয় দুঃখের। বিবেক জ্ঞানের অভাবে এই দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> চিত্ত বিকারের কারণেই দুঃখ হয়। বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় প্রকৃতিগত গুণের দ্বারা তাড়িত হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ সবই দুঃখের কারণ হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মার অন্যথাখ্যাতি

Dhaka University Institutional Repository

হয়। জড় স্বভাবের কারণে বুদ্ধি অবিদ্যার অধীন হয় অবিদ্যাহেতু মিথ্যাকে সত্য এবং অসত্তাকে সত্তাবান বলিয়া ভ্রম হয়। অন্যথাখ্যাতির কারণে ভ্রমাত্মক উপলব্ধি এবং দুঃখ উৎপন্ন হয়। বিবেকখ্যাতি (খ্যাতি, জ্ঞান) বা বিবেক জ্ঞান হইলে অবিদ্যা লুপ্ত হয়।[৮]

যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি বা মানসিক ক্রিয়ার নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। যোগ দর্শনে চিত্তের পাঁচটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। চিত্তের এই অবস্থাগুলিকে ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিম্নে এই পাঁচ প্রকার চিত্তভূমির ব্যাখ্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

**১. ক্ষিপ্তভূমি :**

ক্ষিপ্তভূমি চিত্তের একটি অস্থির অবস্থা। এই অবস্থায় ব্যক্তির চিত্ত, উগ্র, চঞ্চল, অস্থিতিশীল থাকে। ক্ষিপ্ত অবস্থায় ব্যক্তির চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের উপস্থিতি বেশী থাকে বলে চিত্ত এদিক সেদিক অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করে। ফলে এ সময় মন স্থির আধ্যাত্মিক বা অতিন্দ্রিয় বিষয় চিন্তা করার কোন অবকাশ পায় না। এজন্য এই অবস্থায় যোগ সাধনা সম্ভব নয়।

**২. মূঢ়ভূমি :**

মূঢ় অবস্থাতে চিত্তে তমোগুণের প্রভাব বেশী থাকে। এই অবস্থায় চিত্তে কাম, ক্রোধ, বিভিন্ন প্রকার লোভ-লালসা, কামনা, বাসনার উদ্রেক হয়। চিত্ত অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয় আসক্তিতে ভোগে। অলসতা, ঘুম, তন্দ্রাচ্ছন্নতা প্রভৃতি ব্যক্তির উপর ভর করে। ফলে এই অবস্থায় চিত্ত তার বিবেক, বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, দায়িত্ব-কর্তব্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে মূঢ় অবস্থায় যোগ সাধনা সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

**৩. বিক্ষিপ্তভূমি :**

এই অবস্থায় চিত্ত কখনও স্থির, আবার কখনও অস্থির থাকে। এই অবস্থায় রজোঃ গুণের কিছুটা প্রভাব চিত্তের উপর থাকে। ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থা অনেকটা একই রকম, তবে বিক্ষিপ্ত অবস্থা ক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নত। বিক্ষিপ্তি চিত্ত কিছু সময়ের জন্য একটি বস্তুতে মনোনিবেশ করে কিন্তু অন্য কোন বস্তু বা বিষয়ের কথা মানসপটে জাগ্রত হলে চিত্ত প্রথম বিষয় বা বস্তু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ফলে একাগ্রতা অনুসারে চিত্তসংযম সম্ভবপর হয় না। আর এজন্য বিক্ষিপ্তভূমি যোগ সাধনার জন্য উপযুক্ত নয়।

**৪. একাগ্রভূমি :**

এই অবস্থায় চিত্ত কোন বিষয় বা বস্তুতে স্থিরভাবে মনঃসংযোগ করতে পারলেও সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না। এই অবস্থায় চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রভাব দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে চিত্ত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ফলে একাগ্র অবস্থায় যোগ সাধনা সম্ভব হয়।

**৫. নিরুদ্ধভূমি :**

এই অবস্থায় চিত্তের সব ধরনের খারাপ বৃত্তিগুলির অবস্থান ঘটে। এমনকি চিত্তের একগ্রতা বৃত্তির অবশিষ্ট বিকারও নষ্ট হয়ে থাকে। ফলে এই অবস্থা যোগ সাধনার জন্য উত্তম অবস্থা।

উপরের ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় শেষের দুটি অবস্থা যোগ সাধনার জন্য উপযুক্ত অবস্থা। আর এই দুই অবস্থায় যোগী তাঁর যোগ সাধনার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সুন্দর নৈতিকতা সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারবে। আর এতেই আসবে জীবনের মোক্ষ বা মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

**অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতি :**

জগতে প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন আত্মার প্রতি চিত্তের সুদৃঢ়-শক্তিশালী মনোনিবেশ। আর এর জন্য প্রয়োজন অভ্যাস। চিত্তের অশুদ্ধতা দূর করার জন্য যোগ দর্শন আট প্রকার অনুষ্ঠানের কথা বলেছে যা অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই অষ্টাঙ্গ সাধনা পদ্ধতি যোগশাস্ত্রের মূল সাধনা তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

**১. যম :**

যোগ দর্শনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকারের সাধনাকে একত্রে যম বলা হয়।[৯] যোগ দর্শন এই যম সাধনার উপর অনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। মনের বা চিত্তের সর্বপ্রকার দোষ, ত্রুটি এবং মলিনতা দূর হয় এই যম সাধনার দ্বারা। শরীর, মন ও বাক্যে কারোর সাথে হিংসাত্মক আচরণ না করা, মিথ্যা কথা না বলা, কোন প্রাণী হত্যা না করার নাম অহিংসা। চিন্তা-চেতনায়, কথা ও কাজে মিথ্যাচার না করাই সত্য। এই সত্য সাধনের অন্যতম পথ হচ্ছে অল্প কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা। অপরের কোন জিনিস না নেয়া এবং সেই সাথে চুরি না করাকে অস্তের বলে। কামবিষয়ক আচরণ এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকার নাম ব্রহ্মচর্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ না করার নাম হচ্ছে অপরিগ্রহ। এ প্রসঙ্গে Dr. S. Radhakrishnan এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "We should Practise ahimsa, or non-violence, truthfulness, honesty, continence and non-acceptance of gifts, . . . "[১০]

দেশ-কাল পাত্রভেদে নির্বিচ্ছিন্নভাবে এই পাঁচ প্রকার যম সাধনাকে যম মহাব্রত বলা যেতে পারে বলে মনে করেন যোগ দার্শনিকরা।

Dhaka University Institutional Repository

**(২) নিয়ম :**

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে একত্রে নিয়ম বলে। দেহ এবং মনের শুচিতা রক্ষা করাকেই শৌচ বলে। এই শৌচের দুটি দিক লক্ষ করা যায়, যথা-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। পবিত্র পানিতে গোসল বা স্নান করা, মাটি, গোবর ও জলাদির সাহায্যে শরীর পরিষ্কার করা হচ্ছে বাহ্যিক শৌচ। আর মন থেকে সকল প্রকার কুচিন্তা বিতাড়িত করা এবং সেই সাথে দয়া, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি উচ্চতর গুণের চর্চা করাকে অভ্যন্তরীণ শৌচ বলে। অযৌক্তিক আশা ত্যাগ করে সহজ চেষ্টার মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই সন্তোষ বলে।

শাস্ত্র নির্দেশিত ব্রতকে শ্রদ্ধা সহকারে পালন করার নাম তপস্যা। গীতা, উপনিষদ, বেদ প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করাকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বরের আরাধনা এবং ঈশ্বরের প্রতি সকল প্রকার কর্মফল সমপর্ণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। যোগ দার্শনিকরা তাই নিয়মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

**(৩) আসন :**

শরীর এবং মনকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে দেহভঙ্গি করা হয় তাকে আসন বলে। যোগদর্শনে বিভিন্ন প্রকার আসনের কথা বলা হয়েছে। যেমন-পদ্মাসন, দন্ডাসন, বীরাসন ইত্যাদি। এই বিভিন্ন প্রকার আসন অনুশীলন প্রথম প্রথম কষ্টকর মনে হলেও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে তখন আর কষ্টদায়ক মনে হয় না।

**(৪) প্রাণায়াম :**

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নিজের আয়ত্বে আনাকে প্রাণায়াম বলে। এই যোগ সাধনার দ্বারা শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখা যায়। এই প্রাণায়াম শরীরকে নিরোগ থাকতে সাহায্যে করে এবং অন্তঃ করণকে একটি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

**(৫) প্রত্যাহার :**

জাগতিক বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের একটা টান লক্ষ করা যায়। যোগ সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়কে বাইরের সকল প্রকার আকর্ষণ হতে ফিরিয়ে এনে অর্ন্তমূখী করা। আর ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন তার নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে এনে চিত্তের অনুগামী করা হয় তখন তাকে প্রত্যাহার বলে।

**(৬) ধারণা :**

যখন মন বা চিত্তকে কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দুর প্রতি স্থিরভাবে নিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে ধারণা বলে। ব্যক্তির নিজ দেহের নাভিচক্র, নাকের ডগা অথবা দেওয়ালে অঙ্কন করা কোন বিন্দুর প্রতি মন নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে এই যোগ সাধনা করা হয়।

**(৭) ধ্যান :**

যখন কোন বিষয়ে মনকে স্থির রাখা হয় তখন সেই বিষয়ের নির্বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে। আত্মার মমার্থ বোঝার জন্য এই ধ্যান সাধনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ধ্যান এবং ধারণার মধ্যে পার্ধক্য রয়েছে। ধ্যান অবিচ্ছিন্ন কিন্তু ধারণা বিচ্ছিন্ন।

**(৮) সমাধি :**

যোগ দর্শনের অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির শেষ পদ্ধতি হচ্ছে সমাধি। ধ্যানের পরিণামই হচ্ছে সমাধি। সাধনার এই স্তরে যোগী জগত, জীবন, নিজস্বতা এবং তাঁর ধ্যান অর্থাৎ কোন কিছু সর্ম্পকে তাঁর কোনই জ্ঞান থাকে না। সমাধি স্তরে ভক্তের চিত্ত আরাধ্য বিষয় বা বস্তুতে একাত্ম হয়ে যায়। এই মার্গের মাধ্যমে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দর্শন যে অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির শরীর এবং মনকে শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন রাখার কথা বলেছে তা যে কোন মানুষের নৈতিকতা সম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির মধ্যে নিহিত আছে যোগ দর্শনের মূল্যবোধ তথা নৈতিকতা, দরকার শুধু এর অনুশীলন এবং প্রয়োগ। যোগ দার্শনিকদের মতে যোগ সাধনার মাধ্যমেই আসে কৈবল্য বা মুক্তি।

পরিশেষে বলা যায় যোগ দর্শনে উল্লেখিত ত্রিতাপ, চিত্তভূমি এবং অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির যে আলোচনা রয়েছে তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যোগ দর্শনের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাই নৈতিকতার ইতিহাসে যোগ দর্শনের নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবী রাখে।

**ন্যায় দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

ন্যায় দর্শন ভারতবর্ষের ষড়দর্শনের একটি। সেই প্রাচীনকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত এই দর্শন শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়ে আছে। প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। এই গৌতমের অন্য আরেকটি নাম হচ্ছে অক্ষপাদ। সেজন্য এই দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও বলা হয়ে থাকে। এই দর্শন আস্তিক এবং বস্তুবাদী। ন্যায় দর্শন আমাদের সঠিক চিন্তা করতে সাহায্যে করে। তাই এই দর্শন সর্ম্পকে বলা যায়,

> This Philosophy is Primarily concerned with the conditions of correct thinking and the means of acquiring a true knowledge of reality. It is very useful in developing the powers of logical thinking and rigorous criticism in its students.[১১]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই ন্যায় দর্শন। বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে ন্যায় দর্শন বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তাকে মেনে নেয়। ন্যায় দর্শন ব্যক্তির চিন্ত াধারাকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এই ন্যায় দর্শন প্রসঙ্গে S. Radhakrishnan মন্তব্য করেন, " . . . The Nyaya and the Vaisesika represent the analytic type of philosophy, and uphold common sense and science, instead of dismissing them as "moonbeams from the larger lunacy." " [১২]

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের ন্যায় এই দর্শনে নৈতিকতার ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন সংক্ষেপে ন্যায় দর্শনের নৈতিকতা সর্ম্পকে আলোচনা করা হল :

ন্যায় দর্শনে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে তেমন কোন ধরাবাধা পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে একটা সম্মিলন আছে বলে নৈয়ায়িকরা মনে করতেন। পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিসের মধ্যে আমরা অনুরূপ চিন্তা লক্ষ করি। সক্রেটিস বলতেন জ্ঞানকে কর্মে পরিণত কর।[১৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে সক্রেটিসের চিন্তার সাথে ন্যায় দার্শনিকদের চিন্তার একটা মিল আছে। নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা হচ্ছে মানুষের জীবনের ব্যবহারিক এবং ঐচ্ছিক দিকের আলোচনা। ব্যক্তি কর্তৃক কোন কাজ যদি স্বেচ্ছায় সংগঠিত না হয় এবং সেখানে যদি কোন স্বাধীনতা না থাকে তবে সেই কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা যায় না। ন্যায় দর্শনে আত্মার কথা বলা হয়েছে। এই আত্মা স্বাধীন, নির্বাচন এবং প্রবৃত্তি হচ্ছে এই আত্মার স্বভাব। তাই ন্যায় দর্শনে নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় দর্শন মতে এই জগত দুঃখময় তবে কখনো কখনো তা সুখকর মনে হতে পারে। জগতের এই দুঃখ হতে পরিত্রাণ পাওয়া প্রতিটি জীবের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। ন্যায় দার্শনিকরা মনে করেন জন্ম গ্রহণই জীবের দুঃখের কারণ। দেহ ধারণ করলেই জীবকে ভোগ করতে হয় দুঃখ। প্রবৃত্তির জন্য কাম্য বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ থেকে। প্রবৃত্তির কারণেই জীবের জন্ম হয়। আর এই জন্ম হতে আসে দুঃখ। এই জগত সংসারে পাপ বা পূণ্য যে ধরনের কর্মই হোক না কেন তা বন্ধনের সৃষ্টি করে। এসব কারণে ঘটে থাকে উচ্চ বা নিম্ন জন্ম। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> ন্যায় মতে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বা মিলনই জীবআত্মার যাবতীয় দুঃখের কারণ। আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলে এবং মন ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণসমূহ আত্মায় আবির্ভূত হয়। আর এতেই আত্মার বন্ধনদশা শুরু হয়। যতক্ষণ আত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ততক্ষণ তার এই বন্ধনদশা অনিবার্য।[১৪]

ন্যায় দর্শন মতে, মানুষকে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কর্মের জন্য যে ফল ভোগ করতে হয় তারমূলে রয়েছে আসক্তি ও দ্বেষ। আর এই যে আসক্তি এবং দ্বেষ এর মূলে কাজ করছে মিথ্যাজ্ঞান, এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত জ্ঞানের কারণে তিন প্রকার দোষের উন্মেষ ঘটে। এই তিন প্রকার দোষ হল- রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই দোষের কারণে জীব ভাল বা মন্দ কাজ করে থাকে। এ কারণে উৎপত্তি ঘটে ধর্ম এবং অধর্মের। ফলে জীব বারবার জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তাই ন্যায় দর্শন মতে সকল দুঃখের মূলে যে মিথ্যাজ্ঞান তার মূলোৎপাঠন করতে হবে। আর এর জন্য দরকার সঠিক তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানকে বিনাশ বা ধ্বংস করতে হবে। মিথ্যা জ্ঞান যখন শেষ হয়ে যাবে তখন জীবকে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। জীব যখন তার স্বরূপে অবস্থান করে তখন মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হলে জীব মুক্তি লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞান হলো আত্মা, দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।এই জ্ঞান অর্জিত হলে মুক্তি সম্ভব। এই তত্ত্বজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করার জন্য নৈয়ায়িকরা তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হলো: শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এই তিনটি বিষয়ের সঠিক সাধনা এবং অনুশীলন দ্বারা মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে, সে লাভ করবে মোক্ষ। আর এই মোক্ষই হচ্ছে এক অনাবিল শান্তিপূর্ণ অবস্থা। এই মোক্ষ বা মুক্তি সর্ম্পকে S. C. Chatterjee ও D. M. Datta তাঁদের *An Introduction To Indian Philosophy* গ্রন্থে বলেন,

> The end of almost all the systems of Indian Philosophy is the attainment of mukti or liberation for the individual self. This is especially true of the Nyaya system which Purposes, at the very outset, to give us a knowlwdge of reality or realities for the realization of the highest good or the *summum bonum* of our life. [১৫]

ন্যায় দর্শনে আত্মা, আত্মার বন্ধন, মুক্তি ও আত্মার স্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞানের আলোচনার মধ্যে নিহিত আছে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা।

পরিশেষে বলা যায় ন্যায় দর্শনে অপবর্গ বা মুক্তির মাধ্যমে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে তাই মূলত নৈতিকতা সম্পন্ন জীবনের প্রতি ঈঙ্গিত করে। ন্যায় দর্শন, অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান পরিহার করে যে সঠিক তত্ত্বজ্ঞান আহরণের কথা বলেছে তা মূলত প্রতিটি জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপরিহার্য। আর যখন ব্যক্তি সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবে তখন তিনি তার যথার্থ জ্ঞান দ্বারা যে জীবন পরিচালনা করবেন সেই জীবন মূলত নৈতিক পথেই পরিচালিত হবে।

**বৈশেষিক দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

ভারতের প্রাচীনতম আস্তিক দর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল এই বৈশেষিক দর্শন। ঋষি কণাদ হলেন এই বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এই বৈশেষিক দর্শন একদিকে বস্তুবাদী অন্যদিকে

Dhaka University Institutional Repository

বহুত্ববাদী। ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অনেক মিল লক্ষ করা যায়। সেজন্য এই উভয় দর্শনকে একত্রে সমানতন্ত্র বলা হয়। এই দর্শনের মূল গ্রন্থকে " বৈশেষিক সূত্র " বলা হয়। বৈশেষিকরা এই জগত সর্ম্পকে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছেন। তাদের দর্শনে যাবতীয় জড়বস্তুর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিক আলোচনায় যেমন নৈতিকতার আলোচনা পাওয়া যায় তেমনি বৈশেষিক দর্শনের আলোচনাতেও আমরা নৈতিকতার সন্ধান পাই। নিচে বৈশেষিক দর্শনের নৈতিকতা সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

নৈতিকতার ক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শনে ব্যক্তির ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছে। জৈবিক কর্মকান্ডকে অনৈচ্ছিক কর্ম বলা হয়েছে।[১৬] মানুষের জৈবিক কর্মের সাথে ইচ্ছার কোন সর্ম্পক থাকে না তাই এই ধরণের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না।[১৭] তাই এই ধরনের কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা যায় না। বৈশেষিকরা কেবলমাত্র ঐচ্ছিক কর্মকান্ডের মূল্যায়ন বা বিচারের কথা বলেছেন। বৈশেষিক ধর্ম নৈতিকতার আধেয়কে ধারণ করেছে। বৈশেষিক মতে ধর্ম হচ্ছে তাই যা একদিকে পার্থিব জীবনের কল্যাণ অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি ও সুখ প্রাপ্তিকে বোঝায়, অন্যদিকে অপার্থিব জীবনের স্বর্গপ্রাপ্তি বা ঐ ধরনের সুখকে বোঝায়। তবে ধর্মের মূলকথা বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন মানব জীবনের পরম মোক্ষ লাভ করা। বৈশেষিকরা এই মোক্ষ লাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার কথা বলেছেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে কিছু কর্ম করতে হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য,

> তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র পথ। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে নিম্নোক্ত কর্মগুলির অনুষ্ঠান খুবই অত্যাবশ্যক। যথা: শ্রদ্ধা, অহিংসা, সর্বভূতের প্রতি দয়া, সত্য কথা, সাধুতা, ব্রহ্মাচর্য, মনের বিশুদ্ধতা, ক্রোধবর্জন, স্নানশুদ্ধি, শুচিদ্রব্য সেবন, বিশিষ্ট দেবতা ভক্তি, উপবাস এবং অপ্রমাদ। এপ্রসঙ্গে চর্তুবর্গের ও চতুরাশ্রমের বিশেষ বিশেষ কর্তব্য কর্মও উপদিষ্ট হয়েছে। যথাযথ কর্তব্য পালন থেকেই ধর্মের উদ্ভব হয়। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালন এবং ধনদি লাভ যার উদ্দেশ্য নয়, সে কর্তব্যই যথাযথ উদ্দেশ্য। [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত কর্মগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঐ কর্মগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে বৈশেষিক দর্শনের নৈতিকতার বীজ। এই দর্শন বস্তুর যথার্থ বা তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মানব জীবনে মোক্ষ লাভের যে নির্দেশ দিয়েছে তার তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই তাঁর জীবনকে সঠিক নৈতিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। আর ব্যক্তির নৈতিক তথা সুন্দর জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে একটি সুন্দর যৌক্তিক প্রয়োগধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে ডঃ রাধা কৃষ্ণাননের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়-

> According to the vaisesika, the state of freedom cannot be regarded as one of pleasure, and though such an end may not be attractive, it is in conformity with the logical implications of the system. [১৯]

পরিশেষে বলা যায় বৈশেষিকরা তাঁদের দর্শনে যে নীতি নৈতিকতার কথা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈশেষিক নির্দেশিত নৈতিক পথ অনুসরণ করলে ব্যক্তি জীবন যেমন উন্নত হবে তেমনি গড়ে উঠবে একটি উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাই বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রের উচিৎ বৈশেষিকদের উল্লেখিত নৈতিক পথ অনুসরণ করা। আর তাহলেই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক জীবনে আসবে কল্যাণ।

**মীমাংসা দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

মীমাংসা দার্শনিকরা ভারতীয় দর্শনের আস্তিক পন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কট্টর অবস্থানের অধিকারী। এই দর্শনে ভারতের প্রাচীন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

বেদের দুটি ভাগ রয়েছে- (১) পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড

ও

(২) উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত মীমাংসা দর্শন। আর উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত দর্শন। বেদের পূর্বকান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মীমাংসা দর্শনকে পূর্ব মীমাংসা বলে। মীমাংসা দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বৈদিক অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ডকে উপস্থাপন করা এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। [২০,২১]

অর্থাৎ বেদকে একটি অভ্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরাই মীমাংসা দার্শনিকদের প্রধান কাজ। মহর্ষি জৈমিনি এই মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নাম অনুসারে এই দর্শনের আরেক নাম হচ্ছে জৈমিনি দর্শন। জৈমিনির "মীমাংসাসূত্র" এই দর্শনের মূলগ্রন্থ। প্রখ্যাত শবর স্বামীর পর জৈমিনির মীমাংসা সূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ছিলেন প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভাট্ট। তাঁরা দুজনই সমসাময়িক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। উক্ত দু'জনের মধ্যে মত পার্থক্য থাকার কারণে মীমাংসা দর্শনে দু'টি শাখার উদ্ভব ঘটে। প্রভাকর মিশ্র এবং কুমারিল ভাট্টের নামানুসারে এই দু'টি শাখার নাম রাখা হয় যথাক্রমে প্রভাকর মীমাংসা এবং ভাট্ট মীমাংসা। তবে কোনটি আগে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, প্রকৃতি, জগত, জীবন ও ধর্মের পাশাপাশি নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন মীমাংসা দর্শনের নৈতিকতার বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

মীমাংসা দর্শনের নৈতিকতার সাথে প্রচলিত নৈতিকতার মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত নীতিবিদ্যায় মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়ে থাকে। মীমাংসা নৈতিকতার ক্ষেত্রে এধরনের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে মানুষের ভাল-মন্দ আচরণের কথা বলা হয়েছে, "The Vedas supply the criterion of what is right, and what is wrong. Agood life is a life led in obedience to the vedic commandments. [২২]

Dhaka University Institutional Repository

ছান্দোগ্য উপনিষদেও মানুষের উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট আচরণের কথা বলা হয়েছে। নিকৃষ্ট আচরণের কারণে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। এই মীমাংসা দর্শন অনুযায়ী যে সকল বেদবাক্য আমাদেরকে ভালকর্মে উৎসাহ দেয় এবং অনুপ্রেরণা যোগায় ভাল কাজ সম্পন্ন করতে তাই হচ্ছে ধর্ম। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায়,

> মীমাংসা মতে বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্ম করাই ধর্ম, আর তাই হলো জীবের পক্ষে শুভ কর্ম বা ধর্ম তথা কর্তব্যকর্ম। বেদ নির্দেশ করে কী আমাদের পালন করতে হবে, বা কী আমাদের পরিহার করতে হবে যে কর্মানুষ্ঠানে বেদ বাধা দেয় বা বেদেও অনুমোদন নেই সেই কর্মই অশুভ কর্ম বা অধর্ম। [২৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে মীমাংসকদের মতে বেদের নিয়ম মেনে যেসব কর্তব্য কাজ করা হবে তাই ধর্ম, আর বেদ বিরোধী অর্থাৎ বেদে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাকে অধর্ম বলা হয়েছে। মীমাংসা দার্শনিকরা কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করার কথা বলেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ফললাভ হতে বিরত থাকতে বলেছেন। মীমাংসদের এই মতের সাথে চিরায়ত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতের মিল দেখা যায়। কান্ট বলেছেন, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন বা সম্পাদন করতে হবে, এখানে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবেনা। তবে কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে ফল লাভের কোন প্রকার আশা না থাকলেও বাস্তব জীবনে এর ফললাভ হয় - এ কথা কান্ট এবং মীমাংসকরা স্বীকার করেছেন। কান্টের মতে কর্তব্য-কর্মের ফল প্রদান করে থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর, আর মীমাংসা মতে এই ফলাফল আসে কর্ম নিয়মানুযায়ী। কান্ট বলতে চেয়েছেন এই কর্তব্যের নির্দেশ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। অন্যদিকে মীমাংসকরা বলেন কর্তব্যের নির্দেশ বেদ থেকে পাওয়া যায়। [২৪, ২৫]

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা দার্শনিকরা এই কর্তব্য-কর্মের তিনটি ভাগ দেখিয়েছেন। যথাঃ (ক) নিত্য, (খ) নৈমিত্তিক ও (গ) কাম্যকর্ম।

যে কর্ম মানুষকে প্রতিদিন করতে হয় তাকে নিত্য কর্ম বলে। যেমন: প্রতিদিন প্রার্থনা করা। কোন বিশেষ উপলক্ষে বা বিশেষ দিনে যে কর্ম সম্পাদন করা হয়ে থাকে তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যেমন: যখন চন্দ্রগ্রহণ সংগঠিত হয় তখন গঙ্গার জলে স্নান সম্পন্ন করা। আর কোন বিশেষ ধরনের ফল লাভের আশায় যে কর্ম করা হয় তাকে কাম্য কর্ম বলে। এই তিন প্রকার কর্মের মধ্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম বেদের নির্দেশ বলে অবশ্যই পালন করতে হবে বলে মনে করে মীমাংসকরা। [২৬, ২৭, ২৮]

মীমাংসা দার্শনিকরা ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এই ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে কর্মবাদের কোন বিরোধ থাকে না। মীমাংসা দর্শনে নৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেদের কর্তৃত্বকে মানার জন্য ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা সর্ম্পকে বলা হয়েছে,

> In the domain of morality it is the motive that determines the character of action, whether it is violence or not, though the ordinary world judges both violences alike. In these matters of supernormal character, the *Vedas* are the sole authority.[২৯]

মীমাংসা দর্শনে সুখের কথা বলা হয়েছে। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে সুখই মানুষের কাম্যবস্তু। তবে তাঁরা যে সুখের কথা বলেছেন তা পরকালের সুখ। আর এই পরকালের সুখ প্রাপ্তির জন্য জাগতিক সুখ ত্যাগ করতে হবে। আর বেদ নির্দেশিত যাগযজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে এই স্বর্গসুখ অর্জিত হয়। প্রাচীন মীমাংসকরা স্বর্গসুখ প্রাপ্তিকে মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ হিসেবে অভিহিত করলেও পরবর্তী মীমাংসকরা বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষকেই জীবনের পরম

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। আর কর্ম ও জ্ঞানের সম্মিলনের মাধ্যমে এই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায় মীমাংসা দার্শনিকরা তাঁদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে শুধু যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা বলেননি, তাঁরা মানুষের আচার-আচরণ, শ্রদ্ধা, ভক্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোকপাত করেছেন। তাঁরা মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের বিচার, ইচ্ছার স্বাধীনতা, কর্তব্য, সুখ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যে সকল আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা পরবর্তীকালে নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মীমাংসা নৈতিকতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক V. A. Ramaswami Iyer বলেন," It emphasizes the moral duties of man that he owes to himseif, to his family and relatives and to his community and nation." [৩০]

মীমাংসকদের উল্লেখিত নৈতিক পথ ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ তাঁর জীবনকে আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করতে পারবে।

**বেদান্ত দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

উৎপত্তিগত অর্থ বিচার করলে 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ দাড়াঁয় 'বেদের অন্ত বা শেষ'। মূলত বেদান্ত বলতে উপনিষদের দর্শনকে বোঝানো হয়ে থাকে। উপনিষদ শব্দের অর্থ হলো গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্য যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে। উপনিষদের অন্য আরেকটি অর্থের কথাও বলা হয়েছে, যা মানুষকে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে তাই উপনিষদ।[৩১]

এই বেদান্ত দর্শনে আধ্যাত্মবাদী প্রাচীন বৈদিক চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করেছে। এই দর্শন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভারতীয় দর্শনের সমগ্র ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। এই বেদান্ত দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

সর্ম্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা যায়, " বেদান্ত দর্শনে ভারতীয় দর্শন-চিন্তা নানা বিশ্বতত্ত্বের বৈচিত্র্যে, জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে, মৌলিক ভাবধারার নুতন সমন্বয় এবং বিন্যাসে একটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছি।" [৩২]

বেদের চারটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যথা: (১) সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। এই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়েছে কারণ বৈদিক চিন্তা চেতনার সর্বোচ্চ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে উপনিষদে। তবে উপনিষদ ছাড়া বেদান্ত দর্শনের আরো দুটি ভিত্তি আমরা দেখতে পাই ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রকে একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়ে থাকে। এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেদান্ত দর্শনের সৌধ। বেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ব্রহ্ম। বেদান্ত দর্শন মতে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম জগতের মূল। মহর্ষি বাদরায়ণ ছিলেন এই বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রই' বেদান্ত দর্শনের মূলগ্রন্থ। এই ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। সেজন্য এর উপর ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজন পড়ে। আর এসব ভাষ্যকারদের নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি বেদান্ত সম্প্রদায়। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ প্রমূখ ছিলেন বেদান্ত দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকর। তবে এদের মধ্যে শঙ্কর এবং রামানুজের মতবাদ বেশি খ্যাতি লাভ করে।[৩৩] এখন শঙ্কর এবং রামানুজের মতানুসারে বেদান্ত দর্শনের নৈতিকতা সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে শঙ্কর :**

বেদান্ত দর্শনে আত্মা, জগত, ব্রহ্মবাদ, কর্মবাদ, সত্যতা, ঈশ্বরতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্মের আলোচনার পাশাপাশি, নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়টিও বেশ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। শঙ্করের মতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য হলো ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারকে বলা হয়েছে আত্মসাক্ষাৎকার। এই আত্মসাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

লাভের জন্য যে সকল কাজগুলি ভাল সেগুলি মানুষের করা উচিৎ আর মন্দ কাজগুলোকে পরিহার করা। [৩৪]

বেদান্ত দর্শন মতে প্রতিটি জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা উচিৎ। ব্রহ্মের স্বরূপ সর্ম্পকে জীব যখন জ্ঞান লাভ করে তখন তার মধ্যে পরোপকারের এবং জাগতিক কল্যাণবোধের উদ্রেক হয়। তাই শঙ্করের নৈতিক চিন্তার মূলে রয়েছে সকল জীবের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মমত্ববোধ এবং করুণা প্রদর্শনের বাণী। শঙ্করাচার্যের নৈতিক চিন্তা সর্ম্পকে উল্লেখ করা যায়,

> গীতা যেমন শাস্ত্র বিধানকেই কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপনের প্রমাণ রূপে স্বীকৃতি দিয়ে সেই অনুসারে কর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, শঙ্করাচার্যও তেমনি শাস্ত্রবিধানের আলোকেই কর্তব্য কর্ম ও অকর্তব্য কর্ম নির্ধারণের কথা বলেছেন। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে কামনার বশে কাজ করলে ইহলোকে যেমন সুখ লাভ হয় না, তেমনি সিদ্ধি লাভও হয় না। শঙ্কর তাঁর নীতিজিজ্ঞাসায় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে অনাশ্রমী হয়ে থাকা অপেক্ষা আশ্রমে বাস করা সর্বদিক দিয়ে উত্তম। [৩৫]

শঙ্করের নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ করার কথা বলেছেন। আর এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্যক্তি হৃদয়ের চিত্তের শুদ্ধতা এবং পবিত্রতা খুবই জরুরি। শঙ্কর আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য চার প্রকার সাধনার কথা বলেছেন- (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জ্ঞান: নিত্য বস্তুর সাথে অনিত্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করা (২) ইহামূত্র ফল ভোগ বিরাগ: জগত-সংসারের সমস্ত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা; (৩) শমদমাদি সাধন সম্পত্তি: ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযম অনুশীলন করা। (৪) মুমুক্ষুত্ব : ব্যক্তির আত্মা বা চিত্তে মুক্তি লাভের জন্য তীব্র কামনা-বাসনা থাকতে হবে। উল্লেখিত চার প্রকার সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। [৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

শংকরের মতে মানুষকে নৈতিক জীবন যাপন করতে হলে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। নিষ্কাম কর্ম করলে জীবনে অনেক উপকার সাধিত হয়। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে একদিকে ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ লাভ করে অন্যদিকে স্বার্থপরতা লোভ-লালসা, অহঙ্কার প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তিগুলোর বিনাশ সাধিত হয়। ফলে ব্যক্তি তখন নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের এবং সমাজের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন এ প্রসঙ্গে বলেন,

The ethical endeavour consists in a progressive approximation to the highest good. The distinctions of good and evil are relevant of the world of experience, where the jivas possess the sense of individuality. [৩৭]

শংকর তাঁর দার্শনিক আলোচনায় ব্যক্তির সুনীতি, সদাচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, শুভ বা নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতি দিকগুলোর উপর যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাই তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা।

**নৈতিকতা প্রসঙ্গে রামানুজ :**

দার্শনিক শংকরের মতো স্বামী রামানুজের দর্শনও ছিল বেশ বিস্তৃত ও বিশাল। দার্শনিক রামানুজের দর্শনে জগৎ, আত্মা, ব্রহ্মবাদ, আত্মার বন্ধন ও মুক্তির আলোচনার পাশাপাশি শংকরের দর্শনের মত নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রামানুজের দার্শনিক চিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি নৈতিক জীবন বলতে বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞান দ্বারা চালিত জীবনকে। রামানুজ বলেন অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার কারণে মানব জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রামানুজ মনে করেন কর্মফল ভোগ করার জন্য জীবাত্মা দেহ ধারণ করে থাকে। আর আত্মার এই দেহ ধারণ হলো আত্মার বন্ধন অবস্থা। আত্মা এবং দেহ যখন একত্রে অবস্থান করে তখন সৃষ্টি হয় অহঙ্কারের। এই অহঙ্কারের কারণে মানুষ পৃথিবীতে সুখ পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তাই মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।আর এই জন্মই হল বন্ধন।

Dhaka University Institutional Repository

রামানুজের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণে এই বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কুফল থেকে মুক্তি লাভের জন্য রামানুজ জ্ঞান ও কর্মের উপর সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। রামানুজ মনে করেন বেদান্ত অধ্যয়ন করলে মানুষ অজ্ঞানতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। রামানুজ মানুষের মুক্ত, সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে একদিকে জ্ঞান, অন্যদিকে ভক্তি সাধনার কথা বলেছেন। রামানুজ ঈশ্বর ভক্তির কথা বলেছেন। রামানুজের দর্শনে আমরা নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, বিবেক, জ্ঞান, কল্যাণ, অহিংসা, দয়া, দান, অনবসাদ প্রভৃতির আলোচনা দেখতে পাই যা নৈতিক ও মুক্ত জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। [৩৮]

নৈতিক জীবনের জন্য জ্ঞানময় জীবন আবশ্যক। আর এই জ্ঞানময় জীবন লাভের উপায় হচ্ছে 'প্রপত্তি'। দেবব্রত সেন এর *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এই প্রপত্তির ছয়টি অংশ বা ভাগ দেখা যায় যা এখানে উল্লেখ করা হলো: (১) সার্বজনীন ঐক্য, প্রীতি ও মৈত্রী রক্ষা করা; (২) হিংসা-দ্বেষ বর্জন করা; (৩) 'ব্রহ্মই ত্রাতা' বলে বিশ্বাস করা; (৪) ঈশ্বরের (ব্রহ্ম) কৃপা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা; (৫) মম-ভাব বর্জন করা এবং (৬) ব্রহ্মের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। প্রপত্তির অর্থ দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বোঝানো হয়েছে। এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্জিত হলে মানব জীবনে আসবে মুক্তি তথা নৈতিক প্রগতি।

পরিশেষে বলা যায় বেদান্ত দর্শনের একটা উল্লেখযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় দিক হলো নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা। বেদান্ত দর্শনের দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এবং স্বামী রামানুজ নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনাকে অন্যান্য মতবাদের ন্যায় নিজস্ব স্বকীয়তা দিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই নৈতিকতার ইতিহাসে বেদান্ত দর্শনের নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

**উপসংহার :**

ভারতীয় ছয়টি আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায় জগত, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, মায়াবাদ, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ইত্যাদির পাশাপাশি নৈতিকতা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানকালের নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে উল্লেখিত ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নৈতিক শিক্ষা অনুশীলন বড় বেশি প্রয়োজন। নৈতিকতার অনুশীলন এবং প্রয়োগ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না তাই পৃথিবীতে মানব আচরণের সর্বোৎকৃষ্ট দিক তুলে ধরার জন্য নৈতিকতার অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। এ দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে উল্লেখিত ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য নির্দেশ :

[১] চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৬

[২] সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০০০,পৃ. ৩৩৯

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২

[৪] সাহা, অখিল বন্ধু, *সাংখ্য দর্শন ও ন্যায় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৬৪

[৫] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 284

[৬] *Ibid,* p. 280

[৭] *Ibid,* p. 301

[৮] ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪৮-২৪৯

[৯] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 302

[১০] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy*, Oxford University Press, New Delhi, 1989, Vol. 2, p.353

[১১] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 164

[১২] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* Oxford University Press, New Delhi, 1989, Vol. 2, p.29

[১৩] হক, হাসান আজিজুল, *সক্রেটিস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২২

[১৪] রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৫৭

[১৫] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 207

[১৬] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* Oxford University Press, New Delhi, 1989, vol.2, p. 222

[১৭] রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৬০

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[১৯] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* Oxford University Press, New Delhi, 1989, vol.2, p. 225

[২০] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 316

[২১] সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খন্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৯

[২২] Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 338

[২৩] রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৬৩

[২৪] সরকার, সোলায়মান আলী, ভারতীয় দর্শন পরিচিতি, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২১২

[২৫] চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ২৩৭-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

[২৬] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* Oxford University Press, New Delhi, 1989, vol.2, .418

[২৭] চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ২৩৮

[২৮] সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু ও মুখোপাধ্যায়, মতিলাল, *ভারতীয় দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১১৮

[২৯] Radhakrishnan, S., (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1952, p. 269

[৩০] *Ibid,* p. 269

[৩১] চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ২৪১

[৩২] ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ.৩৯৪

[৩৩] সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খন্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৬

[৩৪] রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৬৬

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[৩৬] Dasgupta, Surendranath, *A History of Indian Philosophy,* Vol.1, Cambridge at the University Press, London, 1922, p.489-490

[৩৭] Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* Oxford University Press, New Delhi, 1989, Vol.2, p.462

[৩৮] সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

# চর্তুথ অধ্যায়

## ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা

**ভূমিকা :**

সাধারণভাবে নাস্তিক বলতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হলেও ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে "নাস্তিক" (Heterodox) শব্দটির অর্থ ভিন্ন ব্যাখ্যা বহন করে। নাস্তিক (Heterodox) বলতে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করেন না এবং বেদকে প্রামান্য শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন না তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।[১] পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক এবং আস্তিক শব্দ দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আমরা তিনটি প্রধান নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখতে পাই। এই তিনটি নাস্তিক বা অবৈদিক দার্শনিক সম্প্রদায় হলো: (১) চার্বাক (২) জৈন ও (৩) বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এই তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায় শুধুমাত্র জড়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। তাঁরা আত্মার পৃথক সত্তায় বিশ্বাস করে না। বর্তমান অধ্যায়ে ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো:

**ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে নৈতিকতা :**

মূলত ভারতবর্ষের চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ - এই তিনটি দর্শন সম্প্রদায়কে নাস্তিক দর্শন বলা হয়ে থাকে। এই তিনটি সম্প্রদায় বেদের প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব স্বীকার না করার কারণে এদের নাস্তিক সম্প্রদায় বলা হয়। এই নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে আবার দুটি ধারা দেখা যায়। যথা: (১) চরমপন্থি ধারা ও (২) নরমপন্থি ধারা। চার্বাক এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে চরমপন্থি সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হলো চার্বাক এবং বৌদ্ধরা চরম বা প্রবলভাবে বেদের বিরোধিতা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে জৈন দর্শন বেদ বিরোধী হলেও সে বিরোধিতা চরম বা তীব্র নয় বলে এ দর্শনকে বলা হয় নরমপন্থি। [২]

উল্লেখিত এই চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এখন পর্যায়ক্রমে এই তিনটি সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো :

**চার্বাক দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

ভারতবর্ষের ইতিহাসে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন অতি প্রাচীনকালের। এই চার্বাক দর্শন জড়বাদী এবং বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এই দর্শন বেদ, ধর্ম, ঈশ্বর, মোক্ষ, আত্মা, স্বর্গ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছে। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শন সরাসরি প্রত্যক্ষণে বিশ্বাস করে। বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে এই চার্বাক দর্শনের কথা বলা হয়েছে। সারা বিশ্বে ধর্ম এবং প্রচলিত নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত যতগুলো দার্শনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে চার্বাক দর্শন সেগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ঈশ্বর, মোক্ষ, স্বর্গ, নরক, পাপ, পূণ্য, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা কোন গুরুত্বই পায়নি চার্বাক দর্শনে। ভারতীয় দর্শন সভায় চার্বাকরা বিরোধী পক্ষের ভূমিকাই পালন করেছেন। চার্বাকরা বস্তুবাদী মত গ্রহণ করলেও এই মতবাদের খুঁটিনাটি বিষয়কে তাঁরা মূল উপজীব্য করেননি। [৩]

বর্তমানকালের বস্তুবাদের যে অগ্রযাত্রা লক্ষ করা যায় তার সূচনা ছিল চার্বাক দর্শনে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই দর্শনের গোড়াপত্তন হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ভারতবর্ষের সনাতন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রগতিশীল যুব সমাজের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ফসল এই চার্বাক দর্শন। সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সাথে এই দর্শনের অনেক মিল লক্ষ করা যায়, তাই এই দর্শনকে

Dhaka University Institutional Repository

লোকায়ত দর্শনও বলা হয়ে থাকে। চার্বাক দর্শনের কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ না পাওয়ায় চার্বাক শব্দের মূল অর্থ নিয়ে মত পার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন চার্বাক নামে একজন ঋষি ছিলেন যিনি এই দর্শন প্রবর্তন করেছেন। তাই তাঁর নামানুসারে এই দর্শনের নামকরণ হয়েছে চার্বাক দর্শন। আবার অনেক মনে করেন চার্বাক কথাটির অর্থ চারু + বাক অর্থাৎ সুন্দর কথা, মধুর কথা, মিষ্টি কথা প্রভৃতি। চার্বাকরা বিভিন্ন ধরনের সুন্দর এবং মিষ্টি কথা বলে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করত বলে এই দর্শনের নাম হয়েছে চার্বাক দর্শন। আবার কারো কারো ধারণা চর্ব ধাতু থেকে এসেছে চার্বাক শব্দটি। এই চর্ব ধাতুর অর্থ হলো চর্বন করা বা খাওয়া-দাওয়া করা, অর্থাৎ খাওয়া, দাওয়া, পানীয়, আহার প্রভৃতি জাগতিক সুখই ছিল চার্বাকের একমাত্র লক্ষ্য। আর এ কারণেও এই দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন রাখা হতে পারে।[৪]

চার্বাকরা মূলত জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন চার্বাকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মত সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

চার্বাকরা তাঁদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য, সর্বাধিক সুখ, মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ, নৈতিক বিচারের মানদন্ড কি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৫]

চার্বাকরা আত্মগত নৈতিক সুখবাদের কথা বলেছেন। তাই চার্বাকদের নৈতিক মতবাদকে আত্মগত সুখবাদ বলা হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টিপাস (Aristippus) ও এপিকিউরাসের (Epicurus) সুখবাদ এবং উপযোগবাদের সাথে চার্বাকদের চিন্তা-চেতনার মিল লক্ষ করা যায়। সাইরেনাইক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অ্যারিস্টিপাস সুখকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করলেও সুখের কোন গুণগত পার্থক্যের কথা বলেননি। অ্যারিস্টিপাসের সুখের সাথে চার্বাকদের সুখের মিল লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

According to Aristippus the only good in life is the Individual's own pleasure. Present enjoyment should never be sacrificed for the sake of future pleasures; for, what is future is always uncertain.The present is ours. Let us make the most of it. "Let us eat, drink and be merry, for tomorrow we may die." The Carvakas also maintain the same view. "A pigeon of today is preferable to a peacock of tomorrow." [৬]

অন্য আরেক গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের সুখবাদী মতের সাথেও চার্বাকদের নৈতিক মতের মিল লক্ষ করা যায়। চার্বাক নীতিবিদ্যা মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে সুখ ভোগকে বুঝিয়েছে। চার্বাকরা দুঃখকে পরিহার করার কথা বলেছেন। তাঁদের মতে মানুষের একমাত্র কামনার বিষয় হচ্ছে সুখ। চার্বাকদের মতে ভাল হচ্ছে সেই সব জিনিস যা মানুষকে আনন্দ দেয় আর খারাপ হচ্ছে সেই সব জিনিস যা মানুষকে দুঃখ বা কষ্ট দেয়। চার্বাকরা বর্তমান সুখকে পরম হিসেবে জেনেছেন। তাঁরা মানুষকে ঋণ করে হলেও ভাল খাওয়া-পরার কথা বলেছেন। মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় ঋণ করে হলেও সুখে জীবন যাপন করবে-এটাই চার্বাক নৈতিকতার মূল লক্ষ্য।

চার্বাকদেরকে আত্মসবর্স্ব সুখবাদী বলা হয়ে থাকে। চার্বাকদের উল্লেখিত চিন্তার সাথে এপিকিউরাসের চিন্তার মিল লক্ষ করা যায়। চার্বাক চিন্তার সাথে উপযোগবাদী বেনথামের চিন্তার সামঞ্জস্য দেখা যায়-

চার্বাকগণ যখন একথা বলেন যে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে যখন সবচেয়ে কম পরিমাণ বেদনার উপস্থিতি থাকে তখনই সর্বোচ্চ ভাল নির্মিত হয়, তখন তাঁদের মতবাদে বিশ শতকের স্থূল উপযোগবাদী নীতিদার্শনিক জেরেমি বেনথামের মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যা ইন্দ্রিয় সুখ উৎপাদনে সহায়ক তাই ন্যায়, যা দেহের বেদনা উৎপন্ন করে তা অন্যায়, এটি যেমন চার্বাকদের কথা তেমনি স্থূল সুখবাদীদেরও মূল কথা। [৭]

Dhaka University Institutional Repository

নীতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে চার্বাকরা মীমাংসা দার্শনিকদের 'স্বর্গপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ' এই ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন। চার্বাকরা মনে করেন মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গীয় জীবনের কোন অস্বিত্ব নেই। তাঁরা বলেন মৃত্যুর পরে মানুষের পুর্নজন্ম হবে- এসব বিষয় কেউ প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই, তাই স্বর্গলাভকে কোনভাবে পুরুষার্থ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। চার্বাকরা বলেন স্বর্গ-নরকের ধারণা পুরোহিতদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে S. C. Chatterjee এবং D. M. Datta'র ধারণা ব্যক্ত করা যায়- " 'Heaven' and 'hell' are the inventions of the priests whose professional interest lise in coaxing, threatening and making people perform the rituals." [৮]

তাই চার্বাকরা মনে করেন যারা জ্ঞানী তারা এসব ধারণাকে গ্রহণ না করে জগতের বর্তমান সুখকে আঁকড়ে ধরেন।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় মোক্ষকে জীবনের পরম পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য করেছে। মোক্ষ বলতে তাঁরা দুঃখের আত্যান্তিক নিঃবৃত্তির কথা বলেছেন। এই মোক্ষ বা মুক্তি নিয়ে তাঁদের মধ্যে দুই ধরনের মতবাদ লক্ষ করা গেছে। কেউ কেউ বলেছেন মোক্ষ লাভ হয় মৃত্যুর পরে আবার কেউ কেউ মনে করেন জীবিতাবস্থায়ও মোক্ষ লাভ সম্ভব, কিন্তু চার্বাকরা এই উভয় প্রকার মতকে অগ্রাহ্য করেছেন। [৯]

চার্বাকরা মনে করেন সুখ এবং দুঃখ মিলে মানুষের জীবন। তাই জীবনকালে মানুষকে সুখ-দুঃখ উভয়ই ভোগ করতে হবে। মানুষ তাঁর চেষ্টা দ্বারা কেবল সুখের পরিমাণ বাড়াতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ করতে পারেনা। তাই চার্বাকরা মনে করেন জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় কিংবা জীবনের পরিসমাপ্তিতেও মোক্ষ অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য চার্বাকরা মোক্ষলাভের ধারণাকে বাতিল করে দেন।

ভারতীয় দর্শনে আমরা চারটি পরম পুরুষার্থের উল্লেখ দেখতে পাই। এই চারটি পুরুষার্থ হলো: অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষ। চার্বাকরা ধর্ম ও মোক্ষকে বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে ধর্ম এবং মোক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই তাঁরা এই দুটি পুরুষার্থকে বর্জন করেছেন। তাঁরা অর্থ ও কামকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থ ও কাম পুরুষার্থ লাভ করার জন্য মানুষ কর্মে মনোযোগী হয়। অর্থ ও কাম পুরুষার্থের মধ্যে কামকেই তাঁরা প্রকৃত পুরুষার্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা অর্থ কাম বা ইন্দ্রিয়সুখ অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১০] চার্বাকরা বর্তমান জীবনের সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁরা মনে করেন পরকালের চিন্তায় বর্তমানকালের সুখ ত্যাগ করা বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি চার্বাকদের নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতামত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী।[১১] চার্বাকদের মতে সুখ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই তাঁদের মতবাদকে বলা হয় সুখবাদ। সুখ প্রদানকারী কাজকে তাঁরা সৎ কাজ এবং দুঃখ প্রদানকারী কাজকে তাঁরা অসৎ কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা মনে করেন মানুষের উচিৎ সুখ প্রদানকারী কাজ সম্পন্ন করা। [১২]

চার্বাকদের নৈতিকতা সর্ম্পর্কিত মতামতকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে এই মতবাদের অনেক ত্রুটি, অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে, তাই তাঁদের মতবাদকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ তাঁরা ধর্ম, ঈশ্বর এবং প্রচলিত নৈতিকতার বিরোধিতা করে এমন নৈতিকতার কথা বলেছেন যা কোন সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাক দর্শন যে অসংযত আত্মসুখবাদের প্রচার করেছে যেখানে মানুষের শুধু শারীরিক দিকটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাঁর মানসিক দিককে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী তাই সে মানসিক দিককে কখনো অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করতে পারে না। চার্বাকরা সুখকে স্থূল অর্থে গ্রহণ করে মানুষের মর্যাদা অনেক খানি কমিয়ে ফেলেছেন। উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনে চার্বাকদের অবদান খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাঁরা নীতিবিদ্যা সম্পর্কে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন তা কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক কঠোর প্রতিবাদ। প্রচলিত নৈতিকতা সম্পর্কে চার্বাকরা নানা ধরনের নেতিবাচক সমালোচনা করলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাধারায় উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তাঁদের মত পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধারাবাহিক আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে রসদ জুগিয়েছে। আর চার্বাকদের নৈতিকতার গুরুত্ব এখানে নিহিত রয়েছে।

**জৈন দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈন দর্শনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সেজন্য জৈন দর্শনকে খুবই প্রাচীন দর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। জৈন দর্শনের প্রচারকের সংখ্যা অনেক। জৈন দর্শনের ইতিহাসে আমরা ২৪ জন তীর্থঙ্করের নামের উল্লেখ পাই। এই তীর্থঙ্করদের প্রথম জনের নাম ঋষভদেব এবং সর্বশেষ জনের নাম বর্ধমান। বর্ধমানের অন্য নাম ছিল মহাবীর। এই মহাবীরই ছিলেন মূলত: জৈন দর্শনের প্রচারক এবং প্রতিষ্ঠাতা। খি.পূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর জন্মলাভ করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। [১৪]

জনশ্রুতি আছে যে জৈন ধর্ম এবং দর্শনের শীর্ষগ্রন্থ সমূহে মহাবীরের বাণী, উপদেশ, মত প্রচারিত হয়েছে। উৎপত্তিগত দিক হতে "জৈন" শব্দটির উদ্ভব হয়েছে 'জিন্' শব্দ হতে। এই 'জিন' শব্দের অর্থ হলো "জয়ী"। জৈন তীর্থঙ্করদের "জয়ী" বলা হতো। তাঁরা রাগ, দ্বেষ, কামনা,

Dhaka University Institutional Repository

বাসনা, ক্রোধ, লোভ-লালসা প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করে মোক্ষ অর্জন করেছিলেন বলে তাদেরকে "জিন" নামে অভিহিত করা হতো। [১৫, ১৬]

জৈনরা নিজ সাধনা, কর্ম এবং জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল জিনদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করে জগতের প্রতিটি মানুষ পূর্ণ করতে পারেন তাঁর মনোবাসনা। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়- " জৈনদের বিশ্বাস প্রতি জীবই নিজ প্রচেষ্টায় জিনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারেন।" [১৭]

ঈশ্বরের প্রতি জৈনদের কোন বিশ্বাস ছিলনা। জৈন দার্শনিকরা ছিলেন বাস্তববাদী। জৈনরা বহুত্ববাদের সমর্থক ছিলেন, কারণ তাঁরা একাধিক সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাঁরা জগতকে দুটি সত্তায় বিভক্ত করেছেন- জীব ও অজীব। তাঁদের মতে প্রতিটি জীবেরই আত্মা আছে।

ধর্মমত এবং এর আচার-ব্যবহারকে কেন্দ্র করে জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই দুটি সম্প্রদায় হলো: (১) শ্বেতাম্বর ও (২) দিগম্বর। তবে দর্শনের মৌলিক কোন বিষয়ে এ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মত পার্থক্য দেখা যায় না। [১৮, ১৯, ২০]

জৈন দর্শনের মূলমন্ত্র হলো অহিংসা ও পরমত সহিষ্ণুতা। ভগবত পুরানের সেই বাণী জীবনের জন্য' -এই ব্রত জৈন দর্শনে ধ্বনিত হয়েছে।[২১] জৈন দর্শনে মানুষকে সুউচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এই দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। জৈন দর্শনে, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। নিচে জৈনদের নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :-

Dhaka University Institutional Repository

জৈন দার্শনিকরা মানুষকে তীর্থঙ্করদের সুন্দর চরিত্রকে অনুসরণ করে আত্মোন্নতির কথা বলেছেন। জৈন নৈতিকতা জৈন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জৈন নৈতিকতার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে মানব চরিত্র। চরিত্রনীতিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জৈন নীতিশাস্ত্র। জৈন নৈতিকতার সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে জৈন ধর্ম। জৈন নীতিবিদ্যা বিশ্বাস এবং কর্মে বিশ্বাসী। জৈন দর্শন মনে করে মানুষের নৈতিক জীবনের পথে বড় বাধা হলো হিংসা, পাপ, মিথ্যাবাদিতা, অসততা, সংযমহীনতা, লোলুপতা প্রভৃতি। [২২]

মানুষ বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁর জীবনকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করতে পারে। ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতা, অহিংসা প্রভৃতিকে জৈন নৈতিকতার সদগুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[২৩]

জৈন দর্শনে জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণার কথা বলা হয়েছে। জীব প্রেম জৈন নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। এই জগৎ সংসারে কর্মের জন্য আত্মার বন্ধন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব জন্মের কৃর্তকর্মের জন্য আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। কামনা, বাসনা, ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা, অসৎ অভিপ্রায় ইত্যাদি কারণে জীবকে দেহ ধারণ করতে হয়। তবে জীব যখন উল্লেখিত প্রবৃত্তি সমূহের দমন করতে সক্ষম হয় তখন আত্মা বন্ধন মুক্ত হয়। জৈন নৈতিকতার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই জীবের বন্ধন এবং বন্ধন হতে আত্মার মুক্তি। বন্ধন সর্ম্পকে তাই বলা হয়, "Bondage, in Jaina Philosophy, comes, therefore, to fact that jiva, infected with Passions, takes up matter in accordance eith its karma." [২৪]

জৈন দার্শনিকগণ চার প্রকার ভাবের কথা বলেছেন। যথা : ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ ও লোভ। এই চার প্রকারের ভাবকে একত্রে 'কষায়' বলা হয়। জৈনরা মনে করেন এই ভাবগুলির কারণে আত্মার প্রাথমিক বন্ধন হয়। [২৫]

Dhaka University Institutional Repository

জৈনরা দুই প্রকার বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

(১) ভাববন্ধন : আত্মাস্থিত কু-ভাবনা এবং প্রবৃত্তির জন্য যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তাকে ভাববন্ধন বলে।

(২) দ্রব্যবন্ধন : কু-প্রবৃত্তি বা কুভাবনার ফলে পুদগলের সাহায্যে দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগের ফলে যে বন্ধন হয় তাকে দ্রব্যবন্ধন বলে। [২৬]

জৈনদের নৈতিকতার অন্যতম লক্ষ্য হলো মোক্ষ বা মুক্তি লাভ। আর এই মুক্তিলাভের জন্য তাঁরা (১) সম্যক জ্ঞান (২) সম্যক দর্শন ও (৩) সম্যক চরিত্রের কথা বলেছেন। জৈন নৈতিকতায় এই তিনটি বিষয়কে একত্রে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়েছে। এখন এই 'ত্রিরত্ন' সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

**(১) সম্যক জ্ঞান :**

জৈন দর্শনে আত্মা এবং অনাত্মা সর্ম্পকে নিশ্চিত, সংশয়হীন ও ভ্রম মুক্ত জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলা হয়েছে।[২৭] ৩আবার কোন কোন জৈন দার্শনিকদের বলেছেন বন্ধন, সম্বর,জীব, অজীব, কৈবল্য বা মোক্ষ, আস্রব, পাপ ও পূণ্য সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করাই হচ্ছে সম্যক জ্ঞান। [২৮]

সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের সহজত প্রবৃত্তিগুলি দমন করা একান্ত আবশ্যক। কিছু কিছু কর্ম আছে যেগুলি সম্যক জ্ঞানের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে, কর্ম পথের এসব বাধাগুলি দূর করতে পারলে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য এই সম্যক জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

**(২) সম্যক দর্শন :**

সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে সম্যক দর্শন বলে। এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যাপারটি অনেক সময় স্বভাবজাত হতে পারে, আবার অনেক সময় শিক্ষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমেও অর্জন করা যেতে পারে। সত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধের কথা জৈন দর্শনে বলা হয়েছে তা বিচার সাপেক্ষ, বিনা বিচারে সত্যকে গ্রহণ করার কথা জৈনরা বলেননি। অন্ধ বিশ্বাসের বশে নয়, যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার কথাই সম্যক দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে।[২৯] জৈন দার্শনিকদের মতে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে তা না থাকলে জ্ঞান অর্জিত হবে না। শ্রদ্ধাবোধ থেকে আসে জ্ঞান লাভের প্রেরণা। জৈন মতে শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থঙ্করদের উপদেশ শ্রবণ এবং পাঠ করতে হবে।

**(৩) সম্যক চরিত্র :**

ভাল কাজে মনোযোগী হওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সম্যক চরিত্র বলে। মানুষ যখন নিজেকে ক্ষতিকর কোন কিছু থেকে বিরত রেখে নিজের এবং অন্যের জন্য কল্যাণকর কর্ম-সম্পন্ন করে তখন সম্যক চরিত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি, চিন্তা, কথা, কাজে, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি বিষয়ের সংযমকে জৈনরা সম্যক চরিত্রের অন্তর্গত হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার অনেক গ্রন্থকার পঞ্চ মহাব্রতকে সম্যক চরিত্রের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০] মোক্ষলোভের জন্য এই সম্যক চরিত্র খুবই জরুরী। মানুষের নৈতিকতাপূর্ণ জীবনের জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সম্যক চরিত্র।

উল্লেখিত এই ত্রিরত্নের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পাওয়া যায় ভাল জীবনের সন্ধান এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "Right faith, right knowledge, and right conduct have therefore, come to be

Dhaka University Institutional Repository

known in Jaina ethics as the three gems (triratna) that shine in a good life. [৩১]

এই ত্রিরত্নের জ্ঞান লাভের জন্য জৈন দার্শনিকরা পঞ্চমহাব্রত অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহকে একত্রে পঞ্চমহাব্রত বলা হয়। এখন সংক্ষেপে এই পঞ্চমহাব্রতের উল্লেখ করা হলো :

**(১) অহিংসা :**

জৈনদের নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই 'অহিংসা' অনেক বেশী মূল্যবান গুরুত্ব বহন করছে। কথা, কাজ, শরীর ও মন দ্বারা কোন প্রাণীকে ক্ষতি বা হত্যা না করাকে অহিংসা বলে। জৈন দর্শনে সকল প্রকার জীবকে হত্যা না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জীবের প্রতি প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জীবের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। [৩২]

কেননা অহিংসার মূলে রয়েছে ভালবাসা এবং দয়ামায়া। জৈনমতে হিংসা করা যেমন দোষের তেমনি হিংসা করার চিন্তা করাও তেমনি দোষের। হিংসাকে জৈনরা মহাপাপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির উচিত সকল প্রকার হিংসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এসকল ধারণা থেকে জৈনদের অহিংসাবোধের উন্মেষ ঘটেছে। জৈনরা নিজ জীবনের মত অন্যের জীবনকে সমমূল্যবান ভাবার কথা বলেছেন। ৩৩ তাঁরা মানুষকে সকল জীবের কল্যাণে সহায়তা করার কথা বলেছেন। তাই সুখী, সুন্দর ও কল্যাণকর জীবনের জন্য এই অহিংসার গুরুত্ব অনেক বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

**(২) সত্য :**

জৈন মতে কোন বিষয় বা বস্তুকে যেভাবে দেখা হয় তাকে সেইভাবে প্রকাশ করাকে সত্য বলা হয়। সত্য হচ্ছে মিথ্যার বিপরীত। তবে জৈন দর্শনে সত্য আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের মতে সত্য শুধুমাত্র মিথ্যার বিরোধী দিক নয়, সত্য হলো মিথ্যাচার না করা, যা কল্যাণকর ও সুন্দর তাই বলা। জৈনরা এও মনে করেন যে, যে সব সত্য অন্যের ক্ষতি সাধন করে সে সব সত্য কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁরা সত্যব্রত সাধনার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, ভয়, পরিহাস, কুৎসা প্রভৃতি রিপুকে জয় করার উপর জোর দিয়েছেন।[৩৪] জৈনদের এই সত্যের ধারণা অহিংসা থেকে উদ্ভুত। মূলত অহিংসা নীতির উপরই জৈনদের সত্যের ধারণা প্রতিষ্ঠিত। [৩৫]

**(৩) অস্তেয় :**

জৈন মতে অন্যের জিনিস চুরি না করা এবং চুরি করার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা না করাকে 'অস্তেয়' বলা হয়। এই চুরি না করার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় চলে আসে। যেমন: ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যকে ওজনে কম দেওয়াও এক ধরনের চুরি। ৩৬ জৈনরা অপরের সম্পত্তিকেও নিজের জীবনের মত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়- "A Jaina writer wittily remarks the wealth is but the outer life of man and to rob wealth is to rob life." [৩৭]

জৈনরা মনে করে চৌর্যবৃত্তি হিংসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই চৌর্যবৃত্তি সমাজে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। তাই প্রতিটি মানুষের উচিৎ চৌর্যবৃত্তি পরিহার করা। আর এজন্য দরকার অহিংসাব্রত এবং অস্তেয়ব্রতের চর্চা করা। জৈন দর্শনে অহিংসাব্রত এবং অস্তেয়ব্রত একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। [৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

**(৪) ব্রহ্মচর্য :**

সাধারণ অর্থে যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়। তবে জৈন দার্শনিকরা ব্রহ্মচর্য কথাটিকে আরো ব্যপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে সকল প্রকার যৌনাচারণ, সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখাকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়ে থাকে। [৩৯]

জৈনরা সকল প্রকার কামবৃত্তির নিরোধের পাশাপাশি মন, বাক্য এবং চিন্তায়ও সংযম করার কথা বলেছেন। মোট কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, দেহ এবং মনে, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, জাগতিক এবং পারলৌকিক পর্যায়ে অসংযম বর্জন করে সংযম সাধনা করতে হবে।[৪০] আর এই ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে দিয়ে মানব জীবন হয়ে উঠবে অর্থবহ।

**(৫) অপরিগ্রহ :**

সব ধরনের আসক্তি থেকে দূরে থাকার নামই অপরিগ্রহ। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বিরত রাখার নাম অপরিগ্রহ।[৪১] অর্থাৎ জৈন মতে সকল প্রকার বিষয়ের আর্কষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই হলো 'অপরিগ্রহ'। বিষয় আসক্তি এবং বিষয় বাসনা থেকে জীবকে মুক্ত হতে হলে অপরিগ্রহ ব্রতের অনুশীলন খুবই অপরিহার্য বলে মনে করেন জৈনরা। জৈন দার্শনিকরা সাধারণ মানুষ এবং সন্ন্যাসী উভয়ের জন্য এই অপরিগ্রহ ব্রতের পালন করার কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য অপরিগ্রহ ব্রত অনেকটা সহজ হলেও সন্ন্যাসীদের জন্য তা তুলনামূলকভাবে খুব কঠিন।[৪২] এই অপরিগ্রহ ব্রত সাধনার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের নৈতিক জীবনের ঠিকানা।

জৈনদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের নৈতিক মতবাদের মূল্য অপরিসীম। জৈন দর্শনের

Dhaka University Institutional Repository

অহিংসা নীতি ও সত্যনীতি সারা বিশ্বের সংকীর্ণতাকে দূর করে বিশ্বের সকল মানুষদের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তাছাড়া বর্তমান অস্থিতিশীল বিশ্বে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য ও অহিংসা নীতির আজ বড় বেশি প্রয়োজন। [৪৩]

তাই পরিশেষে বলা যায় জৈন দর্শনের উল্লেখিত ত্রিরত্ন ও পঞ্চমহাব্রত পালন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে সুন্দর এক নৈতিকতাপূর্ণ জীবন। জৈনরা মানুষের ব্যবহার, চরিত্র, করণীয় সম্পর্কীয় যে বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন তা নৈতিকতা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। আর মানুষ যদি তা যথাযথভাবে অনুশীলন করে তবে ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবন হবে অত্যন্ত কল্যাণকর। তাই নৈতিকতার ইতিহাসে জৈন নৈতিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

**বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিকতার ধারণা :**

মহামতি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা, বাণী ও উপদেশকে কেন্দ্র করে জীবন ও জগত সম্পর্কিত যে মতবাদ পরিলক্ষিত হয় তাই বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম। সংক্ষেপে জগত ও জীবন জিজ্ঞাসা সর্ম্পকে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত মত ও পথকে বৌদ্ধ দর্শন বলে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বেদ বিরোধী যে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ "এশিয়ার আলো" হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে এক রাজ পরিবারে জন্মলাভ করেন। [৪৪]

গৌতমবুদ্ধ ছিলেন জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের সমসাময়িক। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। মানবকেন্দ্রিক এই দর্শনের গুরুত্ব বিশ্বে এখন সমাধিক। মহামতি গৌতম বুদ্ধের জীবন সাধনা ও দর্শন চিন্তার

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করা। মানবতাবাদের এক পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> ভারতীয় চিন্তাধারায় মানবকেন্দ্রিক দর্শন তথা মানবতাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় মহামানব বুদ্ধের দর্শন ও জীবন সাধনায়। তাই তাঁর দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীবের মুক্তির প্রশ্নটির উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তার কোন উল্লেখ নেই। জীবের মুক্তির জন্য জীবই যথেষ্ট। তার মানে বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা,কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজার্চনা নয়। মানুষ যে এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে যে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা, একথা সম্ভবত তথাগত বুদ্ধই প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। [৪৫]

বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বে সহনশীলতা, মানবতা ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করা।

সাধারণ অর্থে দার্শনিক বলতে যা বুঝায় গৌতম বুদ্ধ সেই অর্থে দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত নীতিতত্ত্বের সংস্কারক ও প্রচারক। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা থেকে উৎসারিত হয়েছে বৌদ্ধ নৈতিকতা। নৈতিকতাই হচ্ছে এই দর্শনের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতা প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা যায়, বলেন, "বৌদ্ধ ধর্মে সৃষ্টিকর্তা বা ঐশ্বরিক কোনো ধারণা নেই; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নৈতিকতার উপর এবং সে নৈতিকতা স্বঃশাসিত।"[৪৬] এখন বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মূলত একজন নৈতিক শিক্ষক। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে Dr. Buddhadasa P. Kirthisinghe মন্তব্য করেন.

Dhaka University Institutional Repository

The Buddha is such a great benefactor because he taught man that there is no need for them to look outside themselves to any being like themselves or supposed to be superior to themselves for help to reach the highest conditions of mind and heart possible for them, [৪৭]

বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বলীতে গৌতম বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য, অষ্টমার্গ, নির্বাণ, পঞ্চ নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এখন পর্যায়ক্রমে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

**চারটি আর্যসত্য :**

মহামানব বুদ্ধ তাঁর কঠোর সাধনা এবং অধ্যবসায় দ্বারা চারটি চিরন্তর সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন এই সত্যগুলোকে আর্যসত্য বলা হয়। এই চারটি আর্য সত্য হলো :

**(১) জগতে দুঃখ আছে :**

দুঃখই হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের প্রথম আর্যসত্য। গৌতম বুদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে এই জগত দুঃখময়, জগতের সব কিছু দুঃখে পরিপূর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে কোন কিছুকে সুখময় মনে হলেও এর মূলে নিহিত আছে দুঃখ। জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির মধ্যে দুঃখ নিহিত। জগতের চাওয়া, পাওয়া, অপূর্ণতা, আশা, নিরাশা সব কিছুই দুঃখে ভরা। গৌতম বুদ্ধের মতে সুখের মধ্যে দুঃখ নিহিত রয়েছে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, অসঙ্গতি সবকিছুর মধ্যে দুঃখ রয়েছে। সর্বত্র দুঃখের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

চার মহাসমুদ্রের জলরাশির সাথে তোমাদের অশ্রুরাশির যদি তুলনা কর, তা হলে দেখবে তোমরা যা ভয় করেছ তা-ই তোমাদের ভাগ্যে ঘটেছে, আর যা তোমরা কামনা করেছ তা পাওনি বলে যে অশ্রুরাশি বিসর্জন করেছ তাঁর পরিমাণই বেশী হবে। [৪৮]

বৌদ্ধ মতে জগতের সবর্ত্র যে দুঃখ বিরাজমান, সেটাই জগত সংসারের প্রকৃত চিত্র। গৌতম বুদ্ধের উল্লেখিত দুঃখময় মতের সাথে উনিশ শতকে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মতের মিল লক্ষ্য করা যায়। শোপেনহাওয়ারের মতে এই জগত দুঃখ, বঞ্চনা, অমঙ্গল, স্বার্থপরতা, অশুভ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। তাই মানুষের পক্ষে এই জগতে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শোপেন হাওয়ার আরো মনে করেন মানুষ কখনো পরিপূর্ণ সুখ ভোগ করতে পারে না। [৪৯]

অনুরূপ কথা গৌতম বুদ্ধও বলেছেন। তাই বলা যায় গৌতম বুদ্ধ ও শোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিষয়টি তা নয়। একমাত্র চার্বাক দর্শন ছাড়া ভারতীয় অন্যান্য সকল দর্শনেও বলা হয়েছে এই জাগতিক দুঃখের কথা। চার্বাকরা বলেছেন জগতে দুঃখের সাথে সুখও আছে। চার্বাকদের এই ধারণার বিপরীতে বুদ্ধদেব বলেছেন ক্ষণিক সুখের মধ্যেও আছে দুঃখের বীজ। গৌতম বুদ্ধের মতে," প্রিয়ের সঙ্গে বিয়োগ এবং অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ দুঃখ"। [৫০]

সুখ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন আশাঙ্কাও মানুষকে হতাশ করে, আতঙ্কিত করে, ভীত সন্ত্রস্ত করে। তাই বুদ্ধদেব সার্বিক দিক চিন্তা করে জগতকে দুঃখময় বলে অভিহিত করেছেন।

**(২) দুঃখের কারণ আছে :**

গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় আর্যসত্য হচ্ছে দুঃখের কারণ আছে। বুদ্ধদেব এখানে দুঃখের কারণ সর্ম্পকে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কার্যকরণ সর্ম্পকে বা 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' এর উপর দ্বিতীয় আর্যসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জগতে যে এত দুঃখ, দূর্দশা, বেদনা আছে এর পেছনে কারণ রয়েছে। কেননা কার্য ছাড়া কোন ঘটনা ঘটে না। তাই জগত সংসারের এই দুঃখ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণ হলো

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম। আবার এই জন্মের কারণ জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি, আর এই আসক্তির মূলে রয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে মানুষ মিথ্যা বিষয় সত্য হিসেবে জানে, অনিশ্চিত বিষয়কে নিশ্চিত বিষয় মনে করে, অনিত্য বস্তুকে নিত্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। [৫১]

গৌতম বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা দুঃখের বারটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। গৌতম বুদ্ধের এই বারটি কারণ এবং এর উৎপত্তি কিভাবে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

> অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-মরণ-এই বারটি কারণ একটি অন্যটির সঙ্গে শিকলের ন্যায় যুক্ত। প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টির উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয়টি হতে তৃতীয়টির, এভাবে অবিদ্যা হতে সংস্কার এবং সংস্কার হতে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। [৫২]

বৌদ্ধ দর্শনের এই বারটি কারণকে একত্রে 'দ্বাদশ নিদান' বা 'ভবচক্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই দ্বাদশ নিদানই মানুষকে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, ভোগ, পুনর্জন্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই জগত সংসারে চাকার মত বারবার ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। বৌদ্ধ দার্শনিকরা এই দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রকে ত্রিকালের হিসেবে ভাগ করেছেন। নিম্নোক্ত ছকে এই ভাগটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

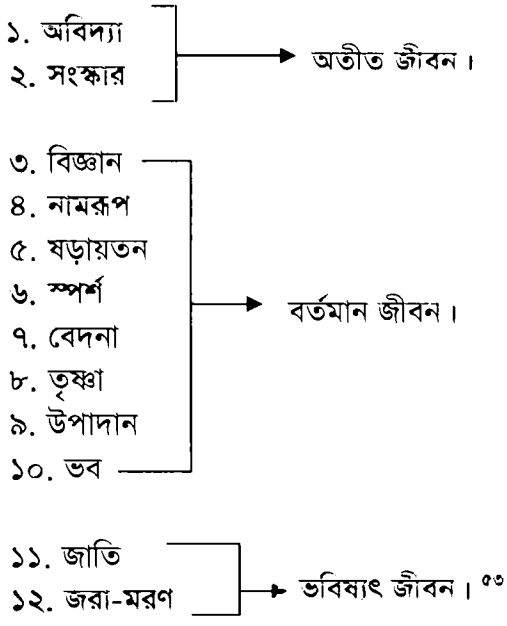

Dhaka University Institutional Repository

এই দ্বাদশ নিদানের প্রথম দুটিতে অতীত জীবন, পরের আটটিতে বর্তমান জীবন এবং শেষের দুটিতে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় মেলবন্ধন। অবিদ্যার কারণ হচ্ছে সংস্কার। অতীত জীবনের সংস্কার বর্তমান জীবনের কারণ। বর্তমান জীবনের ভোগস্পৃহা কর্মফল ভোগের মধ্যে দিয়ে পুর্নজন্ম ঘটিয়ে যাচ্ছে। ফলে জীব আবার জরামরণের অধীনস্থ হচ্ছে। এভাবে জীব অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে সংস্কারচক্রে।[৫৪] বুদ্ধদেব তাঁর দ্বাদশ নিদান তত্ত্বের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

**(৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে :**

বৌদ্ধ দর্শনের তৃতীয় আর্যসত্য হলো দুঃখের নিবৃত্তি আছে। গৌতম বুদ্ধের এই তৃতীয় আর্যসত্যটি দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে। দুঃখের মূলোৎপাটন এবং সমূলে বিনাশ সাধন করাই তৃতীয় আর্যসত্যের লক্ষ্য।[৫৫] তৃতীয় আর্যসত্যের মূল কথা হচ্ছে দুঃখের প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেসব বাস্তব শর্ত এবং কার্যকরণ সম্পর্কের কারণে দুখের সৃষ্টি হয়, সেসব শর্ত এবং কারণকে সমূলে বিনাশ করতে পারলেই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব।[৫৬] বৌদ্ধ দর্শনে এই দুঃখের নিবৃত্তিকেই বলা হয়েছে নির্বাণ। অর্থাৎ দুঃখ থেকে মানুষের চিরতরে মুক্তিকেই নির্বাণ বলে। অনেকের ধারণা নির্বাণ এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সঠিক নয়। গৌতম বুদ্ধ নিজেই নির্বাণ লাভের পর মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবে কাজ করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এ চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বুদ্ধদেবের মতে কর্ম দুই প্রকার। যথা: সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। রাগ, দ্বেষ ও মোহ যুক্ত কর্মকে সকাম কর্ম বলে। এই সকাম কর্মই জীবনে দুঃখ ডেকে আনে। আর নিষ্কাম কর্ম হলো সেই কর্ম যে কর্মের পেছনে কোন লোভ, মোহ বা ফল লাভের প্রত্যাশা থাকেনা। এই সকাম কর্মের মাধ্যমে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব।

**(৪) দুঃখ নিবৃত্তির পথ আছে :**

এই দুঃখ নিরোধমার্গ হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের চতুর্থ আর্যসত্য। কিভাবে এবং কোন পথ অনুসরণ করলে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যাবে তারই দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ আর্যসত্যে। এই চতুর্থ আর্যসত্যের মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনের নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।[৫৭] বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ পরিত্রাণের জন্য আটটি পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। এই আটটি পথকে বৌদ্ধ দর্শনে একত্রে "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থার মূল কথা হলো অসংযত ভোগ বিলাস যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি শারীরিক কৃচ্ছতাসাধনাও গ্রহণযোগ্য নয়। এই মধ্যপন্থাই হচ্ছে সহজ, সরল, উত্তম পথ। এই পথ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এখন বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

**(১) সম্যক দৃষ্টি :**

বৌদ্ধ দর্শনে অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানকে দুঃখের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অবিদ্যার কারণে মানুষ জীবন ও জগত সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি হলো চারটি আর্যসত্যের যথার্থ এবং সঠিক জ্ঞান। সম্যক দৃষ্টি বা সত্যজ্ঞান অর্জিত হলে অবিদ্যা, কুসংস্কার, মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। তাই প্রতিটি মানুষের উচিৎ এই সম্যক দৃষ্টি অর্জন করা।

**(২) সম্যক সংকল্প :**

বিভিন্ন পার্থিব বিষয়বস্তু, লোভ-লালসা, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কপটতা, অসততা প্রভৃতি খারাপ বিষয় বা বস্তু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার নামই সম্যক সংকল্প। সম্যক সংকল্প না থাকলে সম্যক দৃষ্টি কোন কাজে আসেনা।[৫৮] তাই প্রতিটি মুক্তিকামী সাধকের জন্য প্রয়োজন নিজেকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

**(৩) সম্যক বাক :**

সম্যক সংকল্পকে বাস্তবায়ন করতে হলে সম্যক বাক একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন কাজ কর্মে এই বাক সংযম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব মনে করতেন বাক্যের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শুরু হয় ব্যক্তির আত্ম নিয়ন্ত্রণ। সর্বদা সত্য বলার চিরন্তর অভ্যাস থাকতে হবে। পরনিন্দা, মিথ্যাচার, কটুবাক্য উপহাস প্রভৃতি বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।[৫৯] এমন কি কোন কথার দ্বারা অন্যের মনে আঘাত দেওয়া যাবে না। তাই প্রতিটি মানুষের কঠোর সাধনা দ্বারা বাক সংযম করা উচিত। মানুষের নৈতিক জীবনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে এই বাক সংযম। বাক সংযমী মানুষ সবার সাথে সংযত, সুন্দর, ভদ্র এবং প্রীত আচরণ করে থাকে যা একটি সুন্দর সমাজ এবং বিশ্বের জন্য খুবই প্রয়োজন।

**(৪) সম্যক কর্মান্ত বা সংযত আচরণ :**

শুধু কথা-বার্তায় সংযত হলে চলবে না প্রতিটি মানুষকে আচরণ এবং কাজে সংযত হতে হবে। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, সত্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন করা এগুলোকে একত্রে পঞ্চশীল বা পঞ্চ আচরণ বলে। এই পঞ্চ আচরণ সম্যক কর্মান্তের অন্তর্গত।[৬০] গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন সংযত আচরণও খুব জরুরী। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত এই সম্যক কর্মান্তের অধিকারী হওয়া। কেননা এই সম্যক কর্মান্তের মধ্যে নিহিত আছে মানুষের নৈতিক গুণাবলীর বীজ।

**(৫) সম্যক আজীব :**

সৎভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাকে সম্যক আজীব বা সম্যক জীবিকা বলে। জীবন ধারণের জন্য মানুষকে সব সময় সৎপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এমনকি কোন মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য হলেও অসৎ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। গৌতম বুদ্ধ মিথ্যাচার এবং অসদাচরণ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বিরত থেকে প্রতিটি মানুষকে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহের কথা বলেছেন। এই সম্যক জীবিকা নির্বাহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে মানুষের নৈতিকতাপূর্ণ জীবন। তাই নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সম্যক জীবিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**(৬) সম্যক ব্যায়াম :**

মন থেকে চিরতরে কুচিন্তার বিনাশ সাধন এবং সৎ চিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করাকে সম্যক ব্যায়াম বলে। সম্যক চিন্তা সম্যক জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দরকার এই সম্যক ব্যায়ামের। মানব মনের কুচিন্তা ও কুভাবনা নৈতিক জীবনের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই প্রতিটি মানুষকে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে সৎ চিন্তা অনুশীলনের। সম্যক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য এবং প্রকারভেদ সর্ম্পকে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> মনে কুচিন্তার উৎপত্তিকে বিনাশ করাই হলো সম্যক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। সম্যক-ব্যায়াম চার প্রকার যথা- কুচিন্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ করা, সদচিন্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন এবং সদচিন্তার উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।" [৬১]

তাই নৈতিক জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষের উচিৎ সম্যক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সচেতন হওয়া এবং অনুশীলন করা।

**(৭) সম্যক স্মৃতি :**

সম্যক স্মৃতি প্রতিটি মুক্তিকামী সাধকের জন্য খুবই জরুরী। মানুষ পার্থিব বস্তুকে চিরস্থায়ী ভাবার কারণে এসব পার্থিব বস্তুর প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মে। আর এই আসক্তির কারণেই সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয় বন্ধনের। আর এই বন্ধনের ফলে আসে দুঃখ। তাই যাবতীয় পার্থিব বিষয়, বস্তু, শরীর, মন, জীবন সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী-এসব তত্ত্বকথা সকল সময় মনে রাখাকেই সম্যক স্মৃতি বলে। প্রতিটি মানুষকে মনে রাখতে হবে সকল দুঃখের মূলে রয়েছে স্থায়ী ব্যক্তিসত্তার ধারণা।[৬২] উত্তম জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষের উচিৎ সম্যক স্মৃতিকে স্মরণ রাখা।

**(৮) সম্যক সমাধি :**

অষ্টাঙ্গিক মার্গের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে সম্যক সমাধি। মনঃসংযোগ বা ধ্যান করাকেই সম্যক সমাধি বলে। যিনি পূর্বে উল্লেখিত সাতটি মার্গের অধিকারী হয়েছেন তিনি 'সম্যক সমাধির' দ্বারা নির্বাণ লাভে সক্ষম হবেন।[৬৩] এই সম্যক সমাধির চারটি স্তর রয়েছে। নিম্নে এই চারটি স্তর অতিসংক্ষেপে দেখানো হলো:

**প্রথম স্তর :** মুক্তিকামী সাধক ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা চারটি আর্যসত্য সর্ম্পকে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। ফলে সাধকের আসক্তি দূর হবে, মনে শুদ্ধ চিন্তার উদ্রেক হবে; তিনি লাভ করবেন এক অপার আনন্দ।

**দ্বিতীয় স্তর :** প্রথম স্তরের সাধনার ফলে সাধকের মনে চারটি আর্যসত্য সর্ম্পকে যখন নিশ্চিত জ্ঞান হয় তখন সাধক গভীরভাবে ধ্যানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। ফলে মন থেকে সব রকমের সন্দেহ দূরীভূত হয়, মন থাকে শান্ত।

**তৃতীয় স্তর :** এই স্তরে সাধক গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন। ভাল লাগার অনুভূতি দূরীভূত হয়। সাধক পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে থাকেন। তবে এই স্তরে একটা ক্ষীণ দৈবিক আনন্দময় অনুভূতি বিদ্যমান থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

**চতুর্থ স্তর :** চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরে মুক্তিকামী সাধকের সকল প্রকার আনন্দ অনুভূতির অবসান ঘটে থাকে। এই স্তরে সুখ-দুঃখের কোন ধরনের অনুভূতি থাকে না। সাধক সত্য জ্ঞানের সন্ধান পান, বুঝতে পারেন জগৎ-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ, লাভ করেন নির্বাণ।

উল্লেখিত এই চারটি স্তর প্রতিটি মানুষের নৈতিক জীবন এবং জ্ঞানের জন্য একান্ত জরুরী। তাই ভারতীয় নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই চারটি স্তরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

## নির্বাণ :

উৎপত্তিগত অর্থে 'নির্বাণ' অর্থ 'নিভে যাওয়া' অথবা 'শীতলতম অবস্থা'। যারা নির্বাণকে নিভে যাওয়া অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে নির্বাণ হলো সত্তার 'বিলুপ্তি'। তাঁরা বলেন, বাসনাই জীবন। বাসনার নাশে দুঃখ ধ্বংস হয়। ফলে, জীবনের বিলুপ্তি হয়। এভাবে নির্বাণকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন পূর্ণ বিনষ্টি অর্থে। আর যারা নির্বাণকে 'শীতল হওয়া' মনে গ্রহণ করেছেন তাঁরা মনে করেন নির্বাণ কখনোও পূর্ণ বিনষ্টি হতে পারে না। তাঁরা বলেন যে কামনা-বাসনা মানুষ প্রলভিত করে নিয়ে যায় সেগুলির সম্পূর্ণ ধ্বংসই নির্বাণ। [৬৪]

নির্বাণের স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মত দেখা যায় তবে তাঁরা একমত পোষণ করেছেন যে সত্তার চূড়ান্ত অবস্থাই নির্বাণ। তাঁরা আরো বলেন এই নির্বাণকে বাক্য কিংবা বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> 'নির্বাণ' এমন একটি অবস্থা, যেখানে পৃথিবী, জল, বিকচিহ্নহীন দেশ, সীমাহীন চৈতন্য প্রভৃতি কিছুই নাই। আসা', 'যাওয়া', 'স্থির', 'উৎপত্তি', 'বিনাশ' প্রভৃতি কোন শব্দই নির্বাণের প্রযোজ্য নয়। নির্বাণ স্বরূপত: অনির্বাচনীয় হ'তে পারে। [৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

গৌতম বুদ্ধের মতে, নির্বাণ হলো দুঃখ থেকে নিবৃত্তির অবস্থা। নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়ে সেখানে, যেখানে দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, রোগশোক, মৃত্যু প্রভৃতি নেই। নির্বাণ লাভের ফলে পুর্নজন্মরোধ এবং বর্তমান জীবনের দুঃখের বিনাশ ঘটে। সংক্ষেপে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া হলো নির্বাণ। বুদ্ধদেব মনে করতেন মানুষ তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের সাহায্যে এই নির্বাণ লাভ করতে পারে। আর এই নির্বাণ লাভ করতে হলে উল্লেখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ অনুশীলন করতে হবে।

**পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা :**

বৌদ্ধ নৈতিকতায় মানুষকে সদগুণাবলী, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা প্রভৃতি উত্তম গুণাবলীর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা বৌদ্ধ দর্শনের মহামূল্যবান শিক্ষা। বৌদ্ধ নৈতিকতায় হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা প্রভৃতি খারাপ বিষয়গুলোকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ নৈতিকতার বিশ্লেষণ থেকে পাঁচটি নিষেধাজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায় যা প্রতিটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পাঁচটি নিষেধাজ্ঞাকে আবার পঞ্চ শ্রেয়নীতিও বলা হয়ে থাকে। পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা হলো: (১) হত্যা করা থেকে বিরত থাকা, (২) চুরি করা থেকে বিরত থাকা, (৩) ব্যভিচার করা থেকে বিরত থাকা, (৪) মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা, (৫) মাদক দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকা। [৬৬] এই পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা মানুষের ব্যক্তিগত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক। উল্লেখিত পাঁচটি নিষেধাজ্ঞা মেনে চললে বিশ্বমানবতার নৈতিক মুক্তি অবশ্যসম্ভাবী হবে।

পরিশেষে বলা যায় বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুখী, সুন্দর, কল্যাণকর ও শান্তিময় আদর্শিক জীবন প্রতিষ্ঠা করা। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কিত। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল মানুষকে নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। তাই তো তাঁর দর্শন আলোচনা করলে দেখ যায় নৈতিকতা তথা মানবতার

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনাই সেখানে মূখ্য, তত্ত্বালোচনা গৌন। তিনি ছিলেন শান্তিবাদ, নৈতিকতা ও মানবতাবাদের অগ্রপথিক। এ প্রসঙ্গে Dr. Buddhadasa P. Kirthisinghe এর মন্তব্য উল্লেখ করা যায়,

> In the pacifist movement the Buddha was the greatest pioneer. His first precept, an injunction against taking life, deprives the man whose profession is that of a soldier of any countenance from the Buddha for what he does while following that profession. [৬৭]

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মানব জাতির এক মহান নৈতিক শিক্ষক। তাঁর নৈতিকতা, মানবতা বিষয়ক মতবাদ ছিল প্রয়োগধর্মী যা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে আসে। আর তাই তো আমরা দেখি তত্ত্বলোচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, চরিত্রবোধ, সহনশীলতা, জ্ঞানলোক এবং সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মায়া প্রভৃতি উত্তম গুণাবলীর শিক্ষা আমরা বৌদ্ধ নৈতিকতা থেকে পাই। তাই প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত নৈতিক পথ অনুসরণ করা।

**উপসংহার :**

চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ ভারতীয় দর্শনের এই তিনটি নাস্তিক সম্প্রদায় নৈতিকতা, মানবতা, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরনীয় ঘটনা। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন যৌক্তিক চিন্তা, নৈতিকতা, মানবতাবোধের ও জ্ঞানালোকের এক মহান শিক্ষা লুকিয়ে আছে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের অভ্যন্তরে। বিশেষ করে নৈতিকতার ইতিহাসে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকরা যে অবদান রেখেছে তা প্রতিটি ব্যক্তির স্বকীয় সত্তা, ব্যক্তিত্ববোধ, রুচিবোধ, মানবতাবোধ গঠনে এক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। শুধু মানুষের ব্যক্তি জীবন নয় সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং বিশ্ব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকদের নৈতিকতা ও মানবতার শিক্ষা অনুকরণীয় হতে পারে। বর্তমান বিশ্বের সার্বজনীন

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মত বা বিশ্বনৈতিকতা গঠনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকদের নৈতিক মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই নৈতিকতার ইতিহাসে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক নৈতিকতার অবদান অপরিসীম।

## তথ্য নির্দেশ:


১. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খন্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৮

২. চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুন বিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৪

৩. চট্টোপাধ্যায়, নতিকা, *চার্বাক দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগাষ্ট ২০০৮, পৃ. ৪১

৪. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 55

৫. *Ibid*, p. 64

৬. Radha krishnan, S; (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1952, p.137-138

৭. দাস, কালী প্রসন্ন, *ভারতীয় ও পাশ্চত্য জ্ঞানবিদ্যা চার্বাক ও হিউম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯০

৮. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 64

৯. *Ibid*, p. 64

১০. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০১

১১. দাস, কালী প্রসন্ন, *ভারতীয় ও পাশ্চত্য জ্ঞানবিদ্যা চার্বাক ও হিউম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯১

১২. চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুন বিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৮০(৯)

১৩. রহমান, ড. এম. মতিউর, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৭৪

১৪. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 73

১৫. *Ibid*, p. 73

১৬. চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুন বিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৮০(১২)

১৭. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু ও মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মতিলাল, *ভারতীয় দর্শন*, (দ্বিতীয় খন্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪০-৪১

১৮. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 74

১৯. Dasgupta, Surendranath, *A History of Indian Philosophy*, Cambridge at the University Press, London, 1922, p. 170

২০. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ .২৬

২১. Radhakrishnan, S, *Indian Philosophy*, Oxford University Press, New Delhi, 1989 Vol. 1, p.327

২২. *Ibid*, p. 326

২৩. ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 102, মূল. Tat. *Sut.* , 8. 2. : "Sakasayatvaj-jivah karmano yogyan Pudgalana datte sa bandhah."

২৫. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 102

২৬. চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুন বিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ৯৩

২৭. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 104

২৮. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু ও মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মতিলাল, *ভারতীয় দর্শন*, (দ্বিতীয় খন্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৮০

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

৩০. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 104

৩১. *Ibid*, p. 104

৩২. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯২পৃ .৭২

৩৩. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 107

৩৪. *Ibid*, p. 107

৩৫. Radhakrishnan, S., (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western,* George Allen and Unwin Ltd. London, 1952, p. 149

৩৬. *Ibid*, p. 149

৩৭. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 108

৩৮. *Ibid*, p. 108

৩৯. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু ও মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মতিলাল, *ভারতীয় দর্শন*, (দ্বিতীয় খন্ড), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৮২

৪০. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 108

৪১. *Ibid*, p.

৪২. Radhakrishnan, S., (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western,* George Allen and Unwin Ltd. London, 1952, p. 149

৪৩. রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৪০

৪৪. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 115

৪৫. রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৪১

৪৬. চাকমা, ড. নীরুকুমার, *বিশ্বনৈতিকতা*, প্রথম অ্যালামনাই বক্তৃতা ২০০৯, *প্রাণপ্রবাহ*, দ্বিতীয় পুনর্মিলনী ২০০৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. Kisthisinghe, P. DR. Buddhadasa, (ed.), *Buddhist Concepts Old And New*, Sri Satguru Publications, Delhi, India, 1983, p. 171

৪৮. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৫৯

৪৯. ইসলাম, ড. আমিনুল, *জগৎ জীবন দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.৩০৫

৫০. " প্রিয়ানং অদসস্নং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দসসনং"- ধম্মপদ

৫১. হাই, সাইয়েদ আবদুল, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৮

৫২. নূরনবী,মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ দর্শন*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ.৭৭

৫৩. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 122

৫৪. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খন্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১২৭

৫৫. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৬২

৫৬. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 123

৫৭. *Ibid*, p. 127

৫৮. *Ibid*, p. 128

৫৯. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৬৪

৬০. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 128

৬১. হাই, সাইয়েদ আবদুল, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটিড প্রেস লিমিটেড,ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২

৬২. Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*, Oxford University Press, New Delhi, 1989, vol.1, p.41€

৬৩. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 130

৬৪. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯২পৃ .৯১

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৬৬. বারী, মুহম্মদ আবদুল, নীতিবিদ্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩০৩

৬৭. Kisthisinghe, P. DR. Buddhadasa, (ed.), *Buddhist Concepts Old And New*, Sri Satguru Publications, Delhi, India, 1983, p. 173

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## ভারতীয় নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় দর্শনের ইতিহাসের মতো নৈতিকতার ইতিহাসও প্রাচীন। ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের সকলেই নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলির আলোচনা থেকে বলা যায় ভারতীয় নৈতিকতার সাথে পাশ্চাত্য নৈতিকতার যেমন অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। শুধু নৈতিকতার ক্ষেত্রে নয় জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, ঈশ্বরতত্ত্ব, জগততত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, মানবতাবাদসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মিল ও অমিল লক্ষ করা যায়। অবশ্য ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই তাঁদের দর্শনে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা করলেও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সকলেই নীতি-নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেননি। এখন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করা হলো :

### ভারতীয় নৈতিকতা :

ভারতীয় ঋষি, যোগী, মনীষী ও চিন্তাবিদরা জগত ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করে মানুষের জীবনের দুঃখ, কষ্ট ও বিভিন্ন বাস্তব সমস্যাকে উপলব্ধি করে মানুষের জীবন চলার পথের যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাই ভারতীয় নৈতিকতা। ভারতীয় নৈতিকতায় যেমন পরলৌকিক চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয় তেমনি মানুষের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি জীবনকেন্দ্রিক নৈতিকতার প্রায়োগিক দিকের এক অনন্য সমাহার দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

**পাশ্চাত্য নৈতিকতা :**

পাশ্চাত্য জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটেছে তাই পাশ্চাত্য নৈতিকতা হিসেবে পরিচিত। পাশ্চাত্য নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার তাত্ত্বিক দিকের উপর বিচার বিশ্লেষণ বেশি করা হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে। এদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে বলা যায় ভারতীয় নৈতিকতায় প্রয়োগ এবং অনুশীলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বেশি।

ভারতীয় নৈতিকতায় জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আর এজন্য ভারতীয় নৈতিকতার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তথা আত্ম পরিশুদ্ধির মাধ্যমে জীবন পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন জাগতিক সমস্যা, সংঘাত, দুঃখ-বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যে মোক্ষ বা মুক্তির কথা বলেছে তা হচ্ছে জীবনবাদী নৈতিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতীয় নৈতিকতার মধ্যে আমরা ভাববদী দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ করি। এই ভাববাদী চিন্তাধারাই মানুষকে বৈষয়িক লোভ-লালসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার মধ্যে যে ভাববাদী চিন্তা এবং পারলৌকিক জীবনের কথা ও মোক্ষ লাভের কথা বলা হয়েছে তা থেকে মানুষ বর্তমান জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সর্ম্পকে সচেতন হয়ে অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজেকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

তবে একথা সত্য যে পাশ্চাত্য নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ধারাগুলি যেভাবে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে ভারতীয় নৈতিকতার বিকাশ বা প্রসার সেভাবে ঘটেনি। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা, জীব নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা, পেশাগত নীতিবিদ্যা, ব্যবসা নীতিবিদ্যা, সাংবাদিক নীতিবিদ্যা, কম্পিউটার নীতিবিদ্যা, সাইবার নীতিবিদ্যা প্রভৃতি হলো পাশ্চাত্য নৈতিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী নতুন সংযোজন। তাই বলা যায় পাশ্চাত্য নৈতিকতায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সেই সাথে পরিলক্ষিত হচ্ছে নিত্য নতুন সংযোজন। ভারতীয় নৈতিকতা উদ্ভব পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

ততটা প্রসার লাভ করেনি, তবে পাশ্চাত্য নৈতিকতা সাম্প্রতিককালে বেশ উন্নতি সাধন করেছে, সেজন্য আমরা এর উল্লেখিত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দেখতে পাই। ভারতীয় নৈতিকতার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনা দেখা যায় কিন্তু পাশ্চাত্য নৈতিকতার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনা লক্ষ করা যায় না। পাশ্চাত্যে নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি বিশেষের আলোচনার প্রাধান্য দেখতে পাই। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির সাথে পাশ্চাত্য নৈতিকতার একটি তুলনামূলক আলোচনা দেখানো হলো:

## যোগ নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে যোগ দার্শনিক সম্প্রদায় অন্যতম। এই যোগ দর্শনে জাগতিক সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।যোগ দর্শনের প্রবর্তক পতঞ্জলি জাগতিক দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্ব সংসারকে দুঃখে পরিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। যোগ দার্শনিকরা মনে করেন জগতে পরিবর্তন আছে বলে জগতের সুখ-দুঃখেরও পরিবর্তন আছে। অর্থাৎ তাঁরা জগতের পরিবর্তনশীলতার সাথে সুখ-দুঃখের পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন মানব জীবনে সুখের বিষয় ও বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। আর এর ফলে জীবনে দুঃখ আসে। যোগ দার্শনিকরা তাঁদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় তিন ধরনের দুঃখের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো: (১) পরিণাম দুঃখ : এই দুঃখ ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত দুঃখ, (২) তাপ দুঃখ : এই দুঃখ বর্তমান জীবন সম্পর্কিত দুঃখ ও (৩) সংস্কার দুঃখ : এই দুঃখ অতীত জীবন সম্পর্কিত দুঃখ। যোগ দর্শনে এই তিন প্রকার দুঃখকে বলা হয়েছে ত্রিতাপ।

যোগ দার্শনিকদের মত পাশ্চাত্যেও অনেক দার্শনিক এই সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০), সোরেন কিয়ার্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৩), ফ্রেডরিক নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) প্রমূখ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের দর্শনে সুখ-দুঃখ নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে দুঃখ নিয়ে তাঁরা বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন।

যোগ দার্শনিকদের মতো শোপেনহাওয়ারও দুঃখ নিয়ে কথা বলেছেন। দুঃখবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত শোপেনহাওয়ার মনে করতেন মানুষের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। জীবনের সর্বত্র রয়েছে শুধুই দুঃখ। জগতকে তিনি ভয়ঙ্কর এবং নরক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুঃখ সম্পর্কে তাঁর মত ছিল এরূপ,

> আমাদের জীবনে দুঃখের পরিমাণ এতই বেশি যে, একজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমাদের যথার্থ সম্বোধন 'মহাদয়', 'জনাব' ইত্যাদি না হয়ে হওয়া উচিৎ 'হে দুঃখী ভাই'(my fellow sufferer) . . . . , 'হতে চাওয়া' (will to be), 'বাঁচতে চাওয়' (will to live) হচ্ছে এ জগতের সমস্ত সংগ্রাম, দুঃখ ও অশুভের কারণ। জীবন বাসনা দ্বারা গঠিত, একটা পূর্ণ হলে আর একটা জন্ম নেয় ও দুঃখের উদ্ভব হয়। [১]

তবে যোগ দার্শনিকদের সাথে শোপেনহাওয়ারের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।যোগ দার্শনিকরা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য একাগ্রভূমি, নিরুদ্ধভূমি ও অষ্টাঙ্গ সাধন পদ্ধতির কথা বললেও শোপেনহাওয়ার দুঃখ নিবৃত্তির কোন পথের কথা বলেন নি। তিনি মনে করতেন দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়।

যোগ দার্শনিকদের মতো দুঃখ নিয়ে কথা বলেছেন অস্তিবাদের জনক সোরেন কিয়ার্কেগার্ডও। পাশ্চাত্য দর্শনে দুঃখবাদের একজন বড় প্রবক্তা হিসেবে তিনি পরিচিত। কিয়ার্কেগার্ড মনে করেন দুঃখ মানুষকে যেমন অনেক কিছুই শিক্ষা দিয়ে থাকে, তেমনি উৎসাহও প্রদান করে থাকে। [২]

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দর্শনের সাথে কিয়ার্কেগার্ডের মতের পার্থক্যও আমরা দেখতে পাই। কিয়ার্কেগার্ড দুঃখকে সারাজীবনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করলেও যোগ দার্শনিকরা এরূপ কোন কথা বলেন নি। তাছাড়া কিয়ার্কেগার্ড দুঃখ নিবৃত্তির কোন পথের নির্দেশ করেননি।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ফ্রেডারিক নীট্‌শেও যোগ দার্শনিকদের মত দুঃখ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যোগ দর্শনে আমরা তিন ধরনের দুঃখের উল্লেখ দেখতে পেলেও নীট্‌শের দুঃখ দর্শনে দুঃখের কোন প্রকারভেদ লক্ষ করা যায় না। তিনি মনে করতেন দয়া, সহানুভূতি দুঃখ বৃদ্ধি করে, তাই এগুলো গ্রহনযোগ্য নয়। তাঁর মতে ব্যতিক্রমধর্মী দুঃখ মহৎ হয়ে থাকে। তাই এই ধরনের দুঃখের জন্য দুঃখ করা উচিৎ নয়। [৩]

**মীমাংসা নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

মীমাংসা দর্শনের নৈতিক চিন্তার সাথে আমরা কান্টের নৈতিক চিন্তার মিল দেখতে পাই। মীমাংসা দর্শনে কর্তব্য পালন করার কথা বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে ইমানুয়েল কান্টও কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কান্ট মনে করেন কোন কাজ যখন অপরিহার্যভাবে আমাদের কর্তব্যবোধ থেকে সম্পন্ন করা হবে তখনই সেই কাজের নৈতিক মূল্য থাকবে।[৪] তবে মীমাংসা দর্শনের সাথে কান্টের দর্শনের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। কর্মফলের ক্ষেত্রে কান্ট বলেছেন ঈশ্বর কর্মের ফল দান করে থাকেন। কিন্তু মীমাংসা মতে কর্মফল ঈশ্বরের আদেশ থেকে আসে না। [৫]

মীমাংসা দার্শনিকদের মত স্টোয়িকদের মধ্যেও আমরা কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনা দেখতে পাই। স্টোয়িকরা দুই ধরনের কর্তব্যের কথা বলেছেন। যথা: (১) নিজের প্রতি কর্তব্য করা এবং (২) অন্যের প্রতি কর্তব্য করা। বিবেকবান মানুষ নিজের প্রতি কর্তব্য পালনের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি অপরের প্রতিও কর্তব্য পালন করে থাকে। ৬ তবে মীমাংসা দার্শনিকদের সাথে স্টোয়িকদের মূল পার্থক্য হচ্ছে স্টোয়িকরা কর্তব্যের দুইটি প্রকারের কথা উল্লেখ করলেও মীমাংসা দর্শনে এরূপ কোন প্রকারভেদের উল্লেখ করা হয়নি।

**চার্বাক নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

ভারতীয় দর্শনে চার্বাকরা সুখকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চার্বাকরা পারলৌকিক কোন সুখের কথা বলেননি, তাঁরা জাগতিক সুখের কথা বলেছেন। অর্থ-সম্পদকে চার্বাকরা সুখ ভোগের উপায় হিসেবে দেখেছেন। এই চার্বাকদের সুখবাদী নৈতিকতা সম্পর্কিত মতামতের সাথে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টিপাস ( খ্রি. পূ. ৪৩৫-৩৫৬ ) ও এপিকিউরাসের ( খ্রি. পূ. ৩৪২-২৮০ ) চিন্তা-চেতনার বেশ মিল লক্ষ করা যায়। সাইরেনাইক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অ্যারিস্টিপাস মনে করতেন সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সুখের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করেননি। সুখের গুণগত পার্থক্যকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি যে সুখের কথা বলেছেন তা কেবল দৈহিক সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ। আর এই সুখ পাওয়ার জন্য কোন রকম পরিণামের চিন্তা-ভাবনা করার দরকার নেই। সুখ প্রদেয় কাজ অবশ্যই কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। অ্যারিস্টিপাসের বক্তব্যের মর্মার্থ এরূপ-

> . . . the only good in life is the individual's own pleasure. Present enjoyment should never be sacrificed for the sake of future pleasures; for, what is always uncertain. The present is ours. Let us make the most of it. "Let us eat, drink and be merry, for tomorrow we may die." [৭]

সুখ সম্পর্কিত চার্বাক মতবাদেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। চার্বাকরা সুখ অন্বেষণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনে ঋণ করে হলেও ঘি কিনে খাওয়ার কথা বলেছেন। [৮]

Dhaka University Institutional Repository

আরেক সুখবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক জেরেমি বেনথামও (১৭৪৮-১৮৩২) চার্বাকদের মত স্থূল সুখবাদের কথা বলেছেন। অন্য আরেক গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস সুখকেই পরম মঙ্গল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সুখই হচ্ছে মানব জীবনের প্রধান ও মূখ্য লক্ষ্য। তবে এ সুখ ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ নয়।[৯] এখানেই চার্বাকদের সাথে এপিকিউরাসের মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এপিকিউরাস সারা জীবনের জন্য প্রযোজ্য সুখের কথা বলেছেন যে সুখ হবে শান্ত এবং স্থায়ী। কোন সুখ যদি অন্যের দুঃখের কারণ হয় তবে সেই সুখ ত্যাগ করার কথা বলেছেন এপিকিউরাস। এপিকিউরাস ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের আশায় বর্তমানের দুঃখকে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। [১০]

এখানে আমরা চার্বাকদের সাথে এপিকিউরাসের মতের পার্থক্য লক্ষ করি। চার্বাকরা ভবিষ্যতের সুখের আশায় বর্তমানের দুঃখকে কোনভাবে গ্রহণ করতে রাজি নন। এপিকিউরাস চিরস্থায়ী জীবনের যে সুখের কথা বলেছেন তাকে দৈহিক সুখ হিসেবে ভাবা যায় না। কেননা একমাত্র আধ্যাত্মিক সুখই স্থায়ী হয়ে থাকে। কাজেই বলা যায় এপিকিউরাস যে সুখের কথা বলেছেন তা আধ্যাত্মিক সুখ। তাই এপিকিউরাসের সুখের সাথে চার্বাকদের সুখের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সুশিক্ষিত চার্বাকপন্থী হিসেবে পরিচিত বাৎস্যায়নের সুখবাদের সাথে এপিকিউরাসের সুখবাদের মিল লক্ষ করা যায়। বাৎস্যায়ন দুই ধরনের সুখের কথা বলেছেন। যথা: (ক) উচ্চ স্তরের সুখ ও (খ) নিম্ন স্তরের সুখ। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় বাৎস্যায়ন এবং এপিকিউরাস উভয়ই মার্জিত আত্মসুখবাদকে সমর্থন করেছেন।[১১]

স্টোয়িকরাও সুখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সুখকে বাহ্যিকভাবে ভালো বলেছেন। তাঁদের মতে সুখের সাথে মানুষের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কোনরকম সম্পর্ক নেই। [১২]

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাকরা স্টোয়িকদের বিপরীতে কথা বলেছেন। চার্বাকরা মনে করেন সুখের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দৈহিক আনন্দ লাভ করা। অর্থাৎ চার্বাক মতে দৈহিক সুখকে প্রাধান্য দেয়া হলেও স্টোয়িকরা দৈহিক সুখের কথা বাদ দিয়ে মানসিক সুখের কথা বলেছেন। স্টোয়িকদের নৈতিক ও মানসিক সুখ সম্পর্কে বলা যায়, "অন্তরের পবিত্রতা বিশদ্ধতা ব্যতীত কোনো কর্ম যে সৎকর্ম বলে পরিগণিত হতে পারে না এবং এই বিশদ্ধতা যে একান্তভাবে অপরিহার্য এই সত্যটি স্টোয়িকবাদীগণ তাদের নানা বক্তব্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন।"[১৩] চার্বাক নৈতিকতা বিশ্লেষণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে তাঁরা স্টোয়িকদের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন।

**জৈন নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

জৈন দর্শনে নৈতিকতার ক্ষেত্রে আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। জৈন দর্শন মতে জৈন তীর্থঙ্করদের নৈতিকতা সম্পন্ন জীবনের অধিকারী হতে হলে লোভ-লালসা, কাম, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তিগুলো দমন করে জয়ী হতে হবে। তদ্রুপ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রিক দর্শনের প্রাচীন যুগের সর্বশেষ দার্শনিক প্লটিনাসের (২০৪-৬৯) চিন্তায়ও আমরা এ ধরনের নৈতিক চিন্তার উল্লেখ দেখতে পাই। জৈন দর্শনের মতো প্লটিনাসের দর্শনেও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দৈহিক ইচ্ছা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে দমন করে জয়ী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১৪] জৈনদের সাথে প্লটিনাসের চিন্তার পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। প্লটিনাস ঈশ্বরের অনুধ্যানকে মানুষের সর্ব্বোচ আদর্শ বলেছেন। অন্যদিকে জৈনরা নিরীশ্বরবাদী । তাঁদের মতে কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান কোন কিছুর দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

**বৌদ্ধ নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

বর্তমান বিশ্বের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা বিরাজমান। সঙ্কটময় এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে মানবতায় উত্তরণের পথ খুঁজতে হলে বিশ্ববাসীকে মহামানব গৌতম বুদ্ধ নির্দেশিত নৈতিকতার পথ অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বের নৈতিক শিক্ষক হিসেবে পরিচিত গৌতম বুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

দর্শ .খমে অন্বেষণ করা হয়েছে এই জগতের দুঃখ এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ও পদ্ধতি। এই জগতের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন আশাবাদী। বৌদ্ধ দর্শনের গৌতম বুদ্ধের নৈতিক মত সম্পর্কে Padmasiri De Silva বলেন,

> . . . Buddhist ethics there is a close integration of the ethical as a rational engagement of analysis and argument, as a normative recomendation of conduct and a way of life, as a social expression and as an intense personal quest and mode of character development." [১৫]

ভারতীয় দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের সাথে পাশ্চাত্যের জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ারের (১৭৮৮-১৮৬০) চিন্তাধারার অনেক মিল লক্ষ করা যায়। শোপেনহাওয়ারও গৌতম বুদ্ধের মত জগতের সবকিছুর মাঝে দুঃখ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের জীবন দুঃখ, কষ্ট এবং বেদনায় পরিপূর্ণ। জীবন সম্পর্কে শোপেনহাওয়ারের মন্তব্য সম্পর্কে F. Thilly তাঁর *A History of Philosophy* গ্রন্থে বলেন,

> Life consists of blind craving, which is painful so long as it is not satisfied, and Which when satisfied is followed by new painful desires, and so on *usque ad nauseam.*[১৬]

শোপেনহাওয়ার মনে করতেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। গৌতম বুদ্ধ যেখানে মনে করতেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, শোপেনহাওয়ার সেখানে দ্বিমত পোষণ করেছেন। শুধু গৌতম বুদ্ধ নয় অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরাও মনে করেছেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সেখানে শোপেনহাওয়ার বলেছেন সম্ভব নয়। আর এটাই বৌদ্ধ নৈতিকতার তথা ভারতীয় নৈতিক চিন্তার সাথে শোপেনহাওয়ারের চিন্তার মূল পার্থক্য। [১৭]

Dhaka University Institutional Repository

গৌতম বুদ্ধ তাঁর দর্শনে মানুষ সর্ম্পকে খারাপ ধারণা চিত্রিত করেননি। কিন্তু শোপেনহাওয়ার তাঁর দর্শনে মানব প্রকৃতি সর্ম্পকে স্বার্থপরতার এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন। মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে ভাল এবং খারাপ- এই দুটি দিক পাওয়া যায়। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের জীবন প্রকৃতিতে ভালত্বের পরিমাণই বেশি। মানুষের মন্দ দিকের ক্রম বিকাশের পরিমাণ বেশি হলে মানব সভ্যতার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়তো। কিন্তু শোপেনহাওয়ার মানুষকে লোভী, শয়তান, স্বার্থপর, অমানবিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শোপেনহাওয়ারের এই ধারণা ঠিক নয়, কেননা বাস্তব জীবনে আমরা দেখি মানুষ অন্যের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। দয়া, মায়া, ভালবাসা, প্রজ্ঞা, স্নেহ, শ্রদ্ধাবোধ, মানবতাবোধ, নৈতিকতাবোধ প্রভৃতি মানব জীবনের এক অপার বিস্ময়কর গুণাবলী। [১৮]

গৌতম বুদ্ধের দর্শন বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর দর্শনে উল্লেখিত গুণাবলীর সমাহার দেখতে পাই। তাই বলা যায় গৌতম বুদ্ধ যেখানে মানুষ সর্ম্পকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাল ধারণা পোষণ করেছেন শোপেনহাওয়ার সেখানে বিপরীত ধারণা পোষণ করেছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিক কিয়ার্কেগার্ডের দুঃখ দর্শনের সাথে গৌতম বুদ্ধের দুঃখ দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিয়ার্কেগার্ড মনে করতেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুঃখের উপস্থিতি রয়েছে। তিনি দুঃখের দুটি দিকের কথা বলেছেন।যথা: (ক) উজ্জল দিক ও (খ) অন্ধকার দিক। তিনি দুঃখের উজ্জল দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের মতো দুঃখকে তিনি দেখেছেন মানব জীবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। উভয়ের মতে কামনা-বাসনা থেকে দুঃখ আসে। [১৯]

তবে কিয়ার্কেগার্ড এবং গৌতম বুদ্ধের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। কিয়ার্কেগার্ড মনে করতেন মানুষ যতই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে ততই তার জীবনে দুঃখ-কষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তে থাকে। গৌতম বুদ্ধের চিন্তায় এরূপ কোন বিষয় পরিলক্ষিত হয় না। কেননা, গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলেননি। [২০]

আরেক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক নীট্‌শেও দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে নীট্‌শের দুঃখ সংক্রান্ত মত গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে নীট্‌শের দুঃখ সংক্রান্ত মতবাদ সহজে বোঝা যায়,

> . . . , বুদ্ধের মতবাদকে নীট্‌শে ধ্বংসাত্মক (nihilistic) মতবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। নীট্‌শে শুভের তুলনায় অশুভকে পছন্দ করেন, দয়া ও সহনুভূতিকে নিন্দা করেন এবং ভালবাসাকে মনে করেন, দুর্বলতা। এ মতবাদ বুদ্ধের মতবাদের একেবারে উল্টো। কারণ বুদ্ধ অশুভের তুলনায় শুভকে কামনা করেন, দয়া ও সহানুভূতিকে উৎসাহ দান করেন এবং ভালবাসাকে মনে করেন পুণ্য। বিশ্বজনীন ভালবাসাকে নীট্‌শে প্রত্যাখ্যান করেছেন আর বুদ্ধ জানিয়েছেন আহবান এবং আজীবন এর প্রচার করেছেন। যাদেরকে নীট্‌শে পছন্দ করেন তারা হলো দেশ জয়ী, যাদের গৌরবচাতুর্য মানুষের মৃত্যু ঘটায়। অন্য দিকে গৌতমবুদ্ধের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে দুঃখের হাত হতে কিভাবে বাঁচানো যায় তার জন্য চেষ্টা করা। [২১]

পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলও বৌদ্ধ দর্শনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক, নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। [২২]

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতের সাথে ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায় ছাড়াও ভারতবর্ষের সমকালীন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদেরও মতের মিল ও অমিল লক্ষ করা যায়। নিচে এসম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় চিন্তাবিদ বঙ্কিম চন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) চিন্তা-ভাবনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাঁর নৈতিক ও মানবিক মতাবলীর সাথে দার্শনিক প্লেটোর চিন্তার মিল রয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্র মানুষের পরিপূর্ণ সুখের জন্য চারটি প্রবৃত্তির বিকাশের কথা বলেছেন। এই প্রবৃত্তিগুলো হলো: শারীরিক (Physical), বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual), কার্যকরী (Active), এবং নান্দনিক (Aesthetic). এসব বৃত্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ লাভ করে পরম সুখ। প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো তাঁর *The Republic* গ্রন্থে অনুরূপ কথা বহু পূর্বেই বলে গেছেন।[২৩]

শুধু প্লেটো নয় তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটললের চিন্তার প্রভাবও পড়েছে বঙ্কিম চন্দ্রের উপর। অ্যারিস্টটল তাঁর *Nicomachean Ethics* গ্রন্থে 'Magnamanious Man' (মহানুভাব ব্যক্তি) ও Virtuous Man (সৎলোক) সর্ম্পকে যেসব কথা বলেছেন অনুরূপ কথা বঙ্কিমও বলেছেন। অ্যারিস্টলের সুবর্ণমধ্যক তত্ত্ব ও বঙ্কিম চন্দ্রের সামঞ্জস্যতত্ত্বে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়।[২৪]

ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে আমরা বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তার মিল লক্ষ করি। সক্রেটিসের নৈতিক শিক্ষার মহান বাণী ছিল 'Know theyself' বা নিজেকে জান। আর ভারতীয় উপনিষদে রয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি' যার অর্থ হলো আত্মা বা নিজকে জানুন। প্লেটোর চিন্তা-চেতনায়ও একই ধরনের বক্তব্য দেখা যায়।

সমকালীন আধুনিক চিন্তাবিদ স্বামী বিবেকানন্দ(১৮৬৩-১৯০২) মনে করেন প্রত্যেক মানুষের সুখে থাকার অধিকার আছে। তিনি মানুষকে ত্যাগী, চরিত্রবান এবং সাংকল্পিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের জীবন ধারার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। শক্তি ও প্রেমের সমন্বিত রূপও দেখা যায় তাঁর নীতিদর্শন ও মানবতাবাদী সমন্বয়ী দর্শনে। তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং স্থায়ী শান্তির জন্য নৈতিকতা,

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা প্রভৃতি গুণাবলী চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত জার্মান দার্শনিক হেগেলও তাঁর পূর্ণতাবাদের আলোচনায় মানুষকে আত্মত্যাগী, দৃঢ়চেতা এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর দর্শনে শক্তি ও প্রেমের সমন্বয়ের কথা বলেছেন পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক বট্রান্ড রাসেলও অনুরূপ কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ভালো জীবন বলতে বোঝায় জ্ঞানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত জীবন এবং সেই জীবন হবে ভালোবাসা বা প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত। রাসেলের নিজের ভাষায়, "The good life is one inspired by love and guided by knowledge."[২৫]

ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৪৫)তাঁর দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মহত্ব, নীতিবোধ, মর্যাদাবোধ প্রভৃতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। [২৬]

পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রোটাগাসের চিন্তায়ও আমরা মানবিক মর্যাদার উপর গুরুত্বারোপ করতে লক্ষ করি। "Man is the measure of all thing." এই উক্তির মাধ্যমে তিনি মানুষের মর্যাদা এবং গুরুত্ব অনেক উচ্চে তুলে ধরেছেন। [২৭]

নৈতিক চিন্তা ছাড়াও আমরা বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে মিল দেখতে পাই। পাশ্চাত্য দর্শনে থেলিসই প্রথমে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন– এই জগতের আদি সত্তা কি? ভারতের প্রাচীন উপনিষদেও এই জাতীয় প্রশ্নের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। থেলিসের চিন্তার সাথে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চিন্তার মিল দেখতে পাওয় যায়। [২৮]

Dhaka University Institutional Repository

**উপসংহার :**

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার তুলনামূলক আলোচনা থেকে বলা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতামতের সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতের ক্ষেত্রে যেমন সঙ্গতি লক্ষ করা যায় তেমনি পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। তবে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থার কল্যাণ সাধনের জন্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় নৈতিকতা মানুষকে দেখাতে পারে নতুন আলোর পথ। বর্তমানের পৃথিবী নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবমান। তাই বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্ব মানব সমাজের একান্ত কর্তব্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার ব্যাপক অনুশীলন এবং প্রয়োগ।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য নির্দেশ


১. ইসলাম, আজিজুন্নাহার ও ইসলাম কাজী নূরুল, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২,
পৃ. ৪৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪. খানম, রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২; পৃ. ৩১

৫. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০; পৃ. ৭৬

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

৭. Radha krishnan, S; (ed), *History of Philosophy Eastern and Western*; George Allen and Unwin Ltd., London, 1952, p.137-138 খানম, রাশি

৮. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০২

৯. আবদুল হালিম, মোহাম্মদ, *গ্রিক দর্শন: প্রজ্ঞা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪২

১০. সান্যাল, জগদীশ্বর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০২

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩

১২. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০; পৃ. ১২৯

১৩. আবদুল হালিম, মোহাম্মদ, *গ্রিক দর্শন: প্রজ্ঞা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫০

১৪. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০; পৃ. ১২৯

১৫ . Singer, Peter, (ed.), *A Companion to Ethics*, Blackwell Publishers Ltd., Reprinted 1996, p. 59

১৬.Thilly, Frank, *A History of Philosophy*, Third Edition, New York, 1956, p.499

১৭. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২৯

১৮. হোসেন, মো. শওকত, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, তিথি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭

১৯. ইসলাম, আজিজুন্নাহার ও ইসলাম কাজী নূরুল, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৪

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ-প্রবন্ধ, *'রাসেলের নৈতিক দর্শনের ভিত্তি' বার্ট্রান্ড রাসেল*, মজিদ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩), পৃ. ৬২ ।

২৩. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৭৬

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৬

২৫. Russell, Bertrand, *An Outline of Philosophy*, Routledge,London, 1993, p.188

২৬. ইসলাম,ড. আমিনুল, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমক সমকাল*,মাওলা ব্রার্দাস, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৪১

২৭. ইসলাম , ড. আমিনুল, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, মাওলা ব্রার্দাস, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৪২

২৮. রহমান, মো: মতিউর; *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## উপসংহার: সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা

বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যায় বিশ্বের মানুষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও মানুষের আত্মিক, মানবিক ও আদর্শিক বিকাশ সাধিত হয়নি। মানুষের আত্মার বিকাশ না হওয়ায় মানব সভ্যতার যথাযথ উৎকর্ষতা সাধিত হয়নি। মানুষের আত্মিক এবং নৈতিক বিকাশই নিশ্চিত করতে পারে একটি উৎকৃষ্ট সভ্য পৃথিবীর। কেননা সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে নৈতিকতা। আর এজন্য দরকার প্রয়োগধর্মী নৈতিকতার। আর প্রয়োগধর্মী নৈতিকতার বিষয়টি আমরা দেখতে পাই ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির আলোচনার মধ্যে। প্রয়োগধর্মী নৈতিকতার অন্যতম উৎস হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা। তাই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষকে ফিরে যেতে হবে ভারতীয় নৈতিকতার কাছে।

বর্তমানের এই সংকটকালীন বিশ্বে ভারতীয় নৈতিকতার মূল্য অপরিসীম। মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষ' রূপে গড়ে তোলার এক অনন্ত প্রচেষ্টার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ভারতীয় নৈতিকতায়। জার্মান দার্শনিক হেগেলের সেই অমর বাণীর প্রতিধ্বনির মর্মকথা যেন ভারতীয় নৈতিকতা থেকেই নিঃসৃত হয়েছে। হেগেল দুটি উক্তির মাধ্যমে মানব জীবনের মহত্ত্ব বর্ণণা করতে চেয়েছেন -

(1) 'Be a person' ও (11) 'Die to live'. [১]

'Be a person' বলতে হেগেল বুঝিয়েছেন মানুষ নিজেই নিজেকে বিনির্মাণ করবে। মানুষ তার শিক্ষা এবং দীক্ষা দ্বারা নিজেকে সৃজনশীল সত্তা হিসেবে গড়ে তুলবে যে সৃজনশীল সত্তা

Dhaka University Institutional Repository

তার বিকাশ এবং শক্তি দ্বারা গড়ে তুলবে এক একটি ব্যক্তি সত্তা। উল্লেখিত উক্তির মাধ্যমে হেগেল আরো বলতে চেয়েছেন মানুষ তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থ, কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে অপরাপর ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে আত্ম বিস্তৃতি লাভের চেষ্টা করে। আর এটাই মানুষের মানুষ হিসেবে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব। আর এর ফলশ্রুতিতে নির্মিত হবে কল্যাণকামী এক পৃথিবী, যে পৃথিবীতে জয় হবে মানবতার। আর দ্বিতীয় উক্তি অথার্ৎ 'Die to live' এর মাধ্যমে হেগেল বলতে চেয়েছেন মানুষকে শুধু জৈবিকভাবে বেঁচে থাকলে চলবে না। মানুষকে বাঁচতে হবে কর্মের মধ্যে দিয়ে। কর্মগুণেই মানুষ অন্যের হৃদয়ে রেখে যাবে স্মৃতিচিহ্ন। মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় এমন সব ভাল এবং কীর্তিময় কাজ করে যাবে যে কাজের মাধ্যমে সে বেঁচে থাকবে-অর্থাৎ কর্মগুণেই সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। আর এই কীর্তিমান মানুষেরা তাঁদের কর্মের মধ্যেই রেখে যাবেন কল্যাণকামী পৃথিবীর দিক নির্দেশনা। পৃথিবীর পরবর্তী প্রজন্ম ঐ সকল কীর্তিমান মানুষদের কর্মফল থেকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

হেগেলের বহুপূর্বে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় এ জাতীয় কথা বলে গেছেন। ভারতীয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ সর্বাগ্রে আত্মাকে জানো। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিসও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'Know thyself' অর্থাৎ নিজেকে জানুন বা নির্মাণ করুণ। প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেও আমরা হেগেলের নৈতিক উক্তির প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। কবি কামিনী রায় তাঁর *পরার্থে* কবিতায় বলেছেন,

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" [২]

দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যেও আমরা হেগেলের উল্লেখিত উক্তি সমূহের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।" [৩]

ভারতীয় দর্শনে যে নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে তা জীবনবাদী নৈতিকতা। ভারতীয় নৈতিকতার সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের কর্ম সাধনা। তাই বলা যায়,

> ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত প্রতিটি শাখাতেই কর্মসাধনার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যে গীতাকে ভারতীয় দর্শনের একটি অন্যতম ভিত্তিরূপে দেখা হয়ে থাকে, তাতেও কর্মপালনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বেদ এবং উপনিষদেও কর্মপালনের নির্দেশ রয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শনে ব্যক্ত হয়েছে কর্মপালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজীবনের পূর্ণতা। [৪]

ভারতীয় নৈতিকতার সাথে কর্মজ্ঞান একীভূত হয়ে কল্যাণ সাধনের পথ রচনা করেছে। ভারতীয়দের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বেদের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের নৈতিক জীবন তথা আদর্শ মানব তৈরির দিক নির্দেশনা আমরা বেদে দেখতে পাই। শুধু বেদে নয়, গীতা এবং উপনিষদগুলোতেও নৈতিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে হয়েছে।

মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক এবং বিচার-বুদ্ধি, বিবেক সম্পন্ন জীবন পরিচালনা করা। আর এর মধ্য দিয়েই বিকাশিত হবে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। শুধু ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তায় নয়, দার্শনিক প্লেটোও নৈতিকতার মধ্যে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করেন। তাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সমগ্র প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশেই প্লেটো নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করেছেন। এই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যে জিনিসটি সম্পৃক্ত আছে, তা হচ্ছে কল্যাণ বা মঙ্গল। এই কল্যাণধর্মী জীবন লাভ করাই মানুষের নৈতিক আদর্শ।[৫]

ভারতীয় নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) চিন্তা-চেতনাও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় এই দার্শনিক মানুষের স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের সামাজিক অবস্থান, মানব জীবনের লক্ষ্য, মূল্যবোধ, মানবতার জয়গান, মানুষের ইহলোকিক ও পারলোকিক মুক্তি সবকিছুর জন্য দরকার নৈতিকতার অনুশীলন। তাই তাঁর সমগ্র দর্শন চিন্তার পরতে পরতে পাওয়া যায় নৈতিক চিন্তা বা শিক্ষার ছাপ। তাঁর নৈতিক চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল মানবতার কল্যাণ।[৬]

নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং সুখী ও শান্তিপূর্ণ একটি বিশ্বসমাজ গঠন করা। মানুষের জীবনে আমরা দুই ধরনের কর্ম দেখতে পাই-আবেগ দ্বারা চালিত কর্ম ও নিয়ন্ত্রনমূলক কর্ম। এই দুই ধরনের কর্মের মধ্যে সমন্বয় বা ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন নৈতিকতার। ৭ আর নৈতিক নিয়মাবলী পালনের মাধ্যমেই মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে ভাল-মন্দ, বৈধও অবৈধ'র মধ্যকার পার্থক্য। আজকের পৃথিবীর যান্ত্রিক ও বৈষয়িক অসহনীয় অবস্থা থেকে মানবতার কল্যাণ সাধন করতে হলে ভারতীয় দর্শনে উল্লেখিত প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া প্রভৃতি মানবিক মূল্যেবোধগুলো অনুশীলন করা দরকার। আর এ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ হিংসা-বিদ্বেষসহ প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা তার করে নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবে।

এখনকার সমাজ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলাহীনতা, নৈরাজ্য, হতাশা, অতৃপ্তি, দুঃশ্চিন্তা, পাশবিকতা, দুর্নীতি দিন দিন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের দুর্নীতির কথা।

Dhaka University Institutional Repository

দেশটি দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দর্শন বিমূখ নৈতিকতাহীন শিক্ষার অভাবে এই দুর্নীতি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। নৈতিকতার অর্থ, স্বরূপ এবং প্রায়োগিক জ্ঞান না থাকার কারণেই মানব সমাজে উল্লেখিত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। জাগতিক উন্নতির আকাশচুম্বী সফলতা মানুষকে ভোগবাদী করেছে। যার কারণে মানুষ সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নৈতিক সঙ্কট। এই নৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য ভারতীয় দর্শনের জীবনবাদী ভোগ-বিলাসহীন নৈতিকতা দিতে পারে এক সফল সমাধান।

নৈতিকতা তাঁর আপন শক্তিকে সমুজ্জল। নৈতিকতার মধ্যে ব্যক্তি পর্যায় থেকে সর্বজর্নীন বা বিশ্বজনীন পর্যায় পৌছানোর এক সম্মোহনী শক্তি রয়েছে। তাই বলা যায়, "নৈতিকতা সামাজিক মূল্যের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সমাদৃত।" [৮]

সমগ্র জীব জগতের মধ্যে মানুষই সেরা জীব, মানুষই নৈতিক জীব। সেজন্য এই পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র নৈতিকতার অনুশীলন করে থাকে। তাই মানুষই পারে সর্বজনীন নীতিবোধ এবং নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নৈতিক ও মানবিক সঙ্কট মোকাবেলা করে বিশ্বকে একটি নৈতিকতা সম্পন্ন বিশ্ব হিসেবে গড়ে তুলতে। কবি গুরুর ভাষায় তখন এ বিশ্ব মানুষের কাছে মনে হবে-'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এ পৃথিবীর ধুলি', কিংবা 'ধন্য এই মানবজীবন, ধন্য এই বিশ্বজগৎ'।[৯]

বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, অশান্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঠিকই উন্নতি হচ্ছে কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা লক্ষ করছি ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়। তাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে আজ নৈতিক ও মানবিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য শুধু বৈষয়িক সমৃদ্ধির চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

করলে চলবে না, ভাবতে হবে নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আর এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের নৈতিক মূল্যবোধ পালন করতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> . . . আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যতই মজবুত, প্রবৃদ্ধির হার যতই আশাব্যঞ্জক হোক-না-কেন, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করলে মানবিক উৎকৃষ্টতা ও মর্যাদা ক্রমেই হতে থাকবে বিপন্ন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নেমে আসবে সংঘাত, হতাশা, অস্থিরতা ও অশান্তির এক অসহনীয় অন্ত র্জ্বালা।[১০]

বর্তমান বিশ্বে দুর্নীতির দ্রুতগ্রামী বিকাশ, সন্ত্রাসের অভাবনীয় উত্থান, নৈতিকতার, মানবতার চরম অবক্ষয় রোধকল্পে বিশ্বব্যাপী নৈতিক কর্মসূচি এবং নৈতিক কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা আমরা ভারতীয় নৈতিকতা থেকে গ্রহণ করতে পারি। নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা, শ্রদ্ধাবোধ, আদর্শ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই বিশ্ববাসীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার পাশাপাশি গ্রহণ করতে হবে নৈতিক পরিকল্পনা।

আজকের দিনে মানুষ যেন সততা, পরোপকারিতা, আর্দশবোধ, ন্যায়পরতা, মানবকল্যাণ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কর্মের প্রতি উদাসীন। এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে মানুষের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মনমানসিকতা। বস্তুবাদী, ভোগবাদী মনমানসিকতা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য যে হুমকি স্বরূপ তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পাশ্চাত্যের ভাববাদী বৃটিশ দার্শনিক এফ. এইচ. ব্রাডলি। তাই তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে,

> বস্তুর দাসত্বে শৃঙ্খলিত হয়ে মানুষ যেদিন তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে, যেদিন নবারুন ও গোধুলির রক্তিম রাগ তার মনকে স্পন্দিত করবে না, যেদিন অজানা অচেনার প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে না; এক কথায় যেদিন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে যুক্তিহীন নীতিহীন পাশবিক পর্যায়ে অধঃপতিত হয়ে যাবে, . . . ।[১১]

বস্তুবাদী মানসিকতার করালগ্রাস ধীরে ধীরে মারাত্মক ব্যাধির মত বিশ্বকে গ্রাস করতে চাইছে। এ থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে মানব জাতির সামনে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ বির্পযয়। তাই বিশ্ববাস্তবতায় মানুষকে আজ উপলব্ধি করতে হবে-

. . . বস্তুচর্চা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, একটি নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য মাত্র। অন্ন-ব্যঞ্জন-ভিটামিন যেমন প্রয়োজন তার দৈহিক পুষ্টির জন্য, তেমনি প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, সত্য- সুন্দর-কল্যাণের আন্তরি অনুশীলন অপরিহার্যতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপুষ্টির জন্য।[১২]

জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও আদর্শিকভাবে পরিচালনার জন্য জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। তবে, সে জ্ঞান হতে হবে নৈতিকজ্ঞান। আর ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের জন্য নৈতিকতাকে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈতিকতার উপর যে গুরুত্ব প্রদান করেছে তা সময়োপযোগী। তাই ভারতীয় নৈতিকতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়,

In Indian Philosophy knowledge and morality are thought inseparable – not simply because morality, or doing of good, depends on the knowledge of what is good, about which all philosophers would agree, but also because perfection of knowledge is regarded as impossible without morality. [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার গুরুত্বকে মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে বর্তমান পৃথিবী হবে সম্ভাবনাময় এক সুন্দর পৃথিবী। আর এজন্য সর্বাধিক প্রয়োজন রয়েছে ভারতীয় নৈতিকতার চর্চা, অনুশীলন এবং প্রয়োগ।

যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের মধ্যে বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেলেও মানুষের মধ্যে সত্য, সুন্দর ও পরম মঙ্গলের আর্দশের কাঙ্ক্ষিত রূপায়ণ ঘটেনি। জীবনের উচ্চতর মূল্য ও পরম আদর্শের অভাবে সমকালীন বিশ্বে দেখা দিয়েছে নৈতিক সঙ্কট। একদিকে নৈতিক সঙ্কট অন্যদিকে নৈতিকতা বিরোধী কাজের ফলে মানব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশে, সামাজিক মূল্যেবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, আইনের শাসনের অভাব, সর্বোপরি নীতি-নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার ফলে সমকালীন বিশ্বে নৈতিক সঙ্কট ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। উল্লেখিত সমস্যাগুলো সঠিক উপায়ে সমাধান করতে পারলে নৈতিক সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা উত্তম সহযোগিতা করতে পারে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার চর্চা এবং প্রয়োগকে বিশ্বব্যাপী ভালোভাবে তুলে ধরতে পারলে সমকালীন বিশ্ব আসবে আমূল পরিবর্তন ।

ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার মূল শিক্ষাগুলোকে আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শিক্ষার অংশ হিসেবে একদিকে যেমন সংযুক্ত করতে হবে, অন্যদিকে টেলিভিশন, ইন্টারনেট, রেডিও, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রকার সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম সর্বোপরি প্রতিটি পরিবারে পারিবারিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিটি দেশের সরকারও ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার শিক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সুশাসন ও সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ, চিন্তাবিদকে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতাকে লালন করতে হবে। তাহলে জনগণও উদ্বুদ্ধ হবে নৈতিকতার নিয়মাবলী পালনে।

মানুষ হচ্ছে অবিনাশী আত্মসত্তা। মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ তাঁর সত্তার মধ্যে নিহিত। তবে মানুষ হচ্ছে দুটি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি হচ্ছে নৈতিক সত্তা, অন্যটি প্রবৃত্তি সত্তা। এই দুই সত্তার মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থান বিরাজ করে। তবে বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিক জ্ঞান ও বিচার বিবেচনার দ্বারা তার নৈতিক সত্তার প্রকৃত বিকাশ ঘটানো। আর এই বিকাশের ক্ষেত্রে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, জৈন, বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার প্রতিধ্বনি আমরা চীনা নীতিদার্শনিক কনফুসিয়াস ( খ্রি.পূ. ৫৫১-৪৭৯), জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, ব্রিটিশ দার্শনিক বাটলার (১৬৯২-১৭৫২),উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথাম ও মিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। চীনা নীতিদার্শনিক কনফুসিয়াসের নীতি দর্শন আজ আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের জন্য প্রয়োজন। পাশাপাশি কান্টের সেই বাণী-'মানুষ নিজেই আইন তৈরি করবে এবং নিজেই তা মেনে চলবে' এর মমার্থ উপলব্ধি করতে হবে। তিনি বিবেককে জাগ্রত করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথাম ও মিল তাঁদের নীতি দর্শনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের এবং সমাজের সর্বাধিক মানুষের কল্যাণের কথা বলেছেন যা আমাদের সমাজের জন্য আজ বিশেষ প্রয়োজন। দার্শনিক বাটলারও তাঁর সজ্ঞাবাদ বা বিবেকবাদে বিবেককে জাগ্রত করার কথা বলেছেন। আর এই বিবেককে জাগ্রত করতে পারলেই মানব জীবনের স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখিত চীনা এবং পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকদের নৈতিক চিন্তার নিহিতার্থ তাঁদের বহুপূর্বেকার ভারতীয় দার্শনিকদের নৈতিক চিন্তন বিশ্লেষণ করলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

মানুষ সুষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাঁর দৈহিক আকৃতির জন্য নয়, বরং সেরা তাঁর নৈতিকতা, বিবেক, নান্দনিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য। এসব গুণাবলীর জন্য মানুষ খারাপ-ভাল, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য নিদের্শ করতে পারে এবং সকল ভালত্বগুলো গ্রহণ করতে পারে। [১৪]

ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার মধ্যে হৃদয়াবেগ এবং মহৎ প্রেমের কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে সংসার বৈরাগ্যহীনতার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> . . . নৈতিকতা প্রেমের অপরিহার্য অঙ্গ। এই অর্থে প্রেম হৃদয়াবেগ নয়, অন্ধও নয়; প্রেম উদার মমত্ববোধ ও সেবাধর্মের নীতি,সীমিত অর্থে যে-নীতি সাধারণ পরোপকারী দরদী মানুষের, এবং ব্যাপক অর্থে যে-নীতি বিশ্বপ্রেমিক বিশ্ব-নাগরিকের। . . . . নৈতিকতা নিঃসঙ্গ লোকের বৈশিষ্ট্য নয়, সমাজবাসী লোকের বৈশিষ্ট্য, . . . .'মানুষ' হওয়ার জন্য নৈতিকতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে, তবে 'উচ্চতর মানুষ' বা 'মহৎ ব্যক্তি' নৈতিকতার সঙ্গে প্রেমেরও অধিকারী হবে। [১৫]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বলা যায় মহান মানবিক জীবনাদর্শ, সামাজিক শৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও ন্যায়পরতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা। ভারতীয় বিভিন্ন চিন্তাবিদ, নীতি দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারকদের নৈতিক দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দেখাবে নতুন পথ। বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান যুদ্ধ-সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংঘাত, ক্ষুধা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক দুরবস্থা বিশ্ব জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশ দূষণ, সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসের বিস্তার রোধকল্পে ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই বলা যায় নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় নৈতিকতার প্রয়োজন রয়েছে সর্বাধিক। আর উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়গুলো বিচারসাপেক্ষে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানব সভ্যতার বিকাশে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাই নৈতিক নিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমে মানব জাতি পেতে পারে এক সুন্দর পৃথিবীর ঠিকানা। আর এজন্যই ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার গবেষণার প্রয়োজন অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য নির্দেশ


১. আবদুল রাবী, মুহাম্মদ, *নীতিবিদ্যা*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ: ১৮৯-১৯০

২. রায়, কামিনী, *পরার্থে, মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা (নবম-দশম শ্রেণীর), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯*

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র - রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কাব্যগ্রন্থ: *গীতাঞ্জলি*, বিশ্বভারতীয়, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৮৫, পৃ. ৮

৪. রহমান, মো: মতিউর, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬১২

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২২

৭. সুলতানা, আয়েশা, প্রবন্ধ: *সমাজ ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে হ্বসেল*, দর্শন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, সম্পাদক: কাজী নূরুল ইসলাম, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ১০৭

৮. *কার্যবিবরণী*, অষ্টম সাধারণ সম্মেলন ১৯৯০, প্রকাশনায়: বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর, ১৯৯৪, প.৭৫

৯. ইসলাম, ড. আমিনুল, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৩১৪

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬, মূলগ্রন্থ: F. H. Bradley, *Appearance and Reality,* Introduction.

১২. ইসলাম,ড. আমিনুল, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩১৫

১৩. Chatterjee, S. C. and Datta, D. M . , *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University, 1984, p. 132

১৪. ইসলাম, ড. আমিনুল, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০২, পৃ.১৭

১৫. মতীন, আবদুল, *দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.১৭৫, ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি


১। আবদুল বারী, মুহাম্মদ, *উপযোগবাদ : তত্ত্ব ও সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

২। আবদুল হালিম, মোহম্মদ, *গ্রিক দর্শন প্রজ্ঞা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

৩। আবদুল বারী, মুহাম্মদ, *নীতিবিদ্যা*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫

৪। আউয়াল, মো. রবিউল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন-সমকাল)*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯

৫। আলী, মোহাম্মদ, *দর্শন পরিবেশ এবং . . .*, রেনেসাঁ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮

৬। ইসলাম, আমিনুল, *জগৎ জীবন দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৭। ইসলাম, ড. আমিনুল, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

৮। ইসলাম, ড. আমিনুল, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

৯। ইসলাম, ড. আমিনুল, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১

১০। ইসলাম, আজিজুন্নাহার ও ইসলাম, কাজী নূরুল, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

১১। ইসলাম, ড. আমিনুল, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৬

১২। ইসলাম, ড. আমিনুল, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

১৩। উল্লাহ, আহ্সান, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৭

১৪। ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৪

১৫। ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

১৬। কান্ট, ইমানুয়েল, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

১৭। খানম রাশিদা আখতার, *নীতিবিদ্যা : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২

১৮। খালেক, এ. এস. এম. আবদুল, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

১৯। খানম, রাশিদা আখতার, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

২০। ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

২১। চাকমা, নীরুকুমার, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

২২। চাকমা, নীরুকুমার, *বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬

২৩। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, (অখন্ড সংস্করণ), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ়, ১৪১৩

২৪। চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, *চার্বাক দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

২৫। চৌধুরী, অধ্যাপক অর্জুনবিকাশ, *ভারতীয় দর্শন*, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১

২৬। তালুকদার, ড. আবদুল হাই, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

২৭। দাস, রাসবিহারী, *কান্টের দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৩

২৮। দাস, কালী প্রসন্ন, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা চার্বাক হিউম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

২৯। নূরনবী, মোহাম্মদ, *মুসলিম দর্শনের কথা*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭

৩০। নূরনবী, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ দর্শন*, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৪

৩১। বেগম, হাসনা, *ম্যাওরের নীতিতত্ত্ব*, অনুবাদ, কালী প্রসন্ন দাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

৩২। বেগম, হাসনা, *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

৩৩। বারী, মুহাম্মদ আবদুল, *মুসলিম দর্শন ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০১

৩৪। মিল, জন স্টুয়ার্ট, *উপযোগবাদ*, অনুবাদ, হাসনা বেগম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

৩৫। মতীন, আবদুল, *দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৩৬। ম্যুর, জি. ই., *নীতিবিদ্যার মূলনীতি*, অনুবাদ, হাসনা বেগম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

৩৭। রাসেল, বট্রান্ড, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, [প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন : নির্বাচিত অংশ]*, অনুবাদ, ডক্টর প্রদীপ রায়, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০

৩৮। রাসেল, বট্রান্ড, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, আবদুল মতীন, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। রহমান, মো. মতিউর, *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

৪০। রাসেল, বার্ট্রান্ড, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, (পুস্তক- ৩: আধুনিক দর্শন: খণ্ড-১: রেনেসাঁ থেকে হিউম), অনুবাদ, ডক্টর প্রদীপ রায়, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৩

৪১। রায়, প্রদীপ কুমার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪

৪২। রাসেল, বার্ট্রান্ড, *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনুবাদ, শামীম আহ্‌মেদ, শব্দগুচ্ছ, ঢাকা, ২০০৩

৪৩। রশীদ, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

৪৪। রহমান, আ. ফ. ম. উবায়দুর, *দর্শন-৪ : নীতিবিদ্যা*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, গাজীপুর, ২০০৪

৪৫। রহমান, মো. মাহবুবুর, *মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক পরিচিত*, ইছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯ (জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬)

৪৬। রায়, ভবেশ, (বাংলা রূপান্তর, ভূমিকা ও সম্পাদনা), *উপনিষদ*, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮

৪৭। রহমান, ড. এম. মতিউর, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৪৮। সিদ্দিকী, জহুরুল আলম, *অ্যারিস্টটল*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩

৪৯। সিদ্দিকী, জহুরুল আলম, *প্লেটো*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৪

৫০। সাহা, আখিল বন্ধু, *সাংখ্য দর্শন ও ন্যায় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

৫১। সান্যাল, জগদ্বীশর, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০

৫২। সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯৬

৫৩। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খণ্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৩

৫৪। সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু ও মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মতিলাল, *ভারতীয় দর্শন*, দ্বিতীয় খন্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৭

৫৫। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন*, তৃতীয় খণ্ড, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪-৯৫

৫৬। সরকার, সোলায়মান আলী, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪

৫৭। সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *বৌদ্ধ দর্শন*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৮। স্টেস, ডব্লু. টি., *গ্রিক দর্শনের ইতিহাস*, অনুবাদ, ড. রশীদুল আলম, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ২০০৬৮। ওয়াহাব

৫৯। হালিম, মো. আবদুল, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

৬০। হামিদ, ড. এম. আবদুল, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

৬১। হোসেন, মো. শওকত, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, তিথি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪

৬২। হোসেইন, সৈয়দ কমরুদ্দীন, *সমকালীন দর্শনের কয়েকটি ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

৬৩। হোসেন, মো. শওকত, *জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুরের দর্শন*, তিথি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১

৬৪। হোসেন, মো. বেলাল, *নীতিবিজ্ঞান পরিচিতি*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬

৬৫। হক, হাসান অজিজুল, *সক্রেটিস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

৬৬। হামিদ ড. এম. আবদুল, *বিশ্লেষণী দর্শন* : জি. ই. ম্যুর, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

৬৭। হামিদ, ড. মো. আবদুল ও ঢালী, ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

৬৮। হারুন, শরীফ, *অস্তিত্ববাদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯

৬৯। হারুন, শরীফ, (অনূ.)*অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৭০। হারুন, শরীফ, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

৭১। হাই, সাইয়েদ আবদুল, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭

৭২। Billington, Ray. , *Understanding Eastern Philosophy*, Routledge, London, 1997

৭৩। Chatterjee, S. C. , and Datta D. M. , *An Introduction to Indian Philosophy*, Eighth Edition, University of Calcutta, 1984

৭৪। Chennakesavan, Sarasvati, *Concept of Mind in Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. , Delhi, 1991

৭৫। Dasgupta, Surendranath, *A History of Philisophy*, Vol. 1, Cambridge at the University Press, 1922

Dhaka University Institutional Repository

৭৬। Edel, A., *Methods in Ethical Theory*, London, R & K. Paul, 1963

৭৭। Frankena, W. K., *Ethics*, Prentice Hall, New Jersey, 1973

৭৮। Gowans, Christopher W., *Philosophy of the Buddha*, Routledge, London, 2004

৭৯। Hiriyanna, M., *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2000

৮০। Hai, Saiyed Abdul, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982

৮১। Hardy, R. Spence, *A Manual of Buddhism : In Its Modern Development*, Aryan Books International, New Delhi, 1996

৮২। Kaushal, Radhey Shyam, *The Philosophy of the Vedanta : A Modern Scientific Perspective,* Sri Satguru Publications, Delhi, 1994

৮৩। Kirthisinghe, Dr. Buddhadasa P., *Buddhist Concepts Old and New,* Sri Satguru Publications, Delhi, 1983

৮৪। Kalansuriya, A. D. P., *A Philosophical Analysis of Buddhist Notions,* Sri Satguru Publications Delhi, 1987

৮৫। Lillie, W., *An Introduction tAttention:o Ethics*, Mathuen, London, 1966

৮৬। Moore, G. E., *Principia Ethica*, Cambridge University Press, London, 1976

৮৭। Mill, J. S., *Utilitarianism*, Everyman's Library, New York, 1964

৮৮। MacIntyre, Alasdair, *A Short History of Ethics : A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century,* Second Edition, Routledge, London, 1988

Dhaka University Institutional Repository

৮৯ । Matin, Dr. Abdul, *An Outline of Philosophy*, Adhuna Prakashan, Dhaka, 2006

৯০ । 29. Oxford Dictionary, 2nd Edition,

৯১ । Patrick, George Thomas White, *Introduction to Philosophy*, Surjeet Publications, Delhi, 1978

৯২ । Prasad, Sital, *A Comparative Study of Jainisim & Buddhism,* Sri Satguru Publications, Delhi, 2003

৯৩ । Radhakrishnan, S. , *Indian Philosophy*, Vol. 1 & 2, Oxford University Press, New Delhi, 2006

৯৪ । Radhakrishnan, Sarvepalli, (ed.), *History of Philosophy Eastern and Western*, Vol. 1, George Allen and Unwin Ltd, London, 1952

৯৫ । Radhakrishnan, S. , *Eastern Religions and Western Thought*, Oxford University Press, New Delhi, 2005

৯৬ । Rashid, Haroon, *Normative Marxism : Making Sense of Jon Elster's Marx*, Jatiya Sahittaya Prakash, Dhaka, 2007

৯৭ । Stace, W. T. , *A Critical History of Greek Philisophy*, Macmillan, ST. Martin's Press,1972

৯৮ । Sharif, M. M. ,(ed.), *A History of Muslim Philosophy,* Vol. 1 &2, Low Price Publications, Delhi, 2004

৯৯ । Singer. Peter, (ed.) , *A Companion To Ethics*, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1996

১০০ । Sharma, S. D. , *A Critical Survey of Indian Philosophy*, New Delhi, 1964

১০১ । Stcherbatsky, Th. ,*The Central Conception of Buddhism*, Sri Satguru Publications, Delhi, 1991

Dhaka University Institutional Repository

১০২। *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 4, I5th Edition

১০৩। Thilly, Frank, (ed.), *A History of Philosophy*, Third Edition, Holt, Rineheart and Winston, New York, 195

১০৪. Weber, Alfred, *History of Philosophy*, Tr. Frank Thilly, Surjeet Publications, delhi, 2002

**জার্নাল/সাময়িকী**

১। *কার্যবিবরণী*, অষ্টম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০

২। *কালের খেয়া*, দৈনিক সমকাল পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত শুক্রবারের সাময়িকী, সংখ্যা-২১১, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারী, ২০১০

৩। *জীবনদর্শন*, ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

৪। *দর্শন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ঢাকা, ১৯৯৬

৫। *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা, ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ঢাকা ১৯৯৫

৬। *দর্শন ও প্রগতি*, দেব সেন্টার কর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৭। *প্রাণপ্রবাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ২০০৯

৮। *সমাজ নিরীক্ষণ* পত্রিকা, সংখ্য-৮১, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১

৯। *Journal of Social Science and Humanities*, Published by Bangladesh Open University, Gazipur, 1705, Vol. 1. , No. 2, July 2002